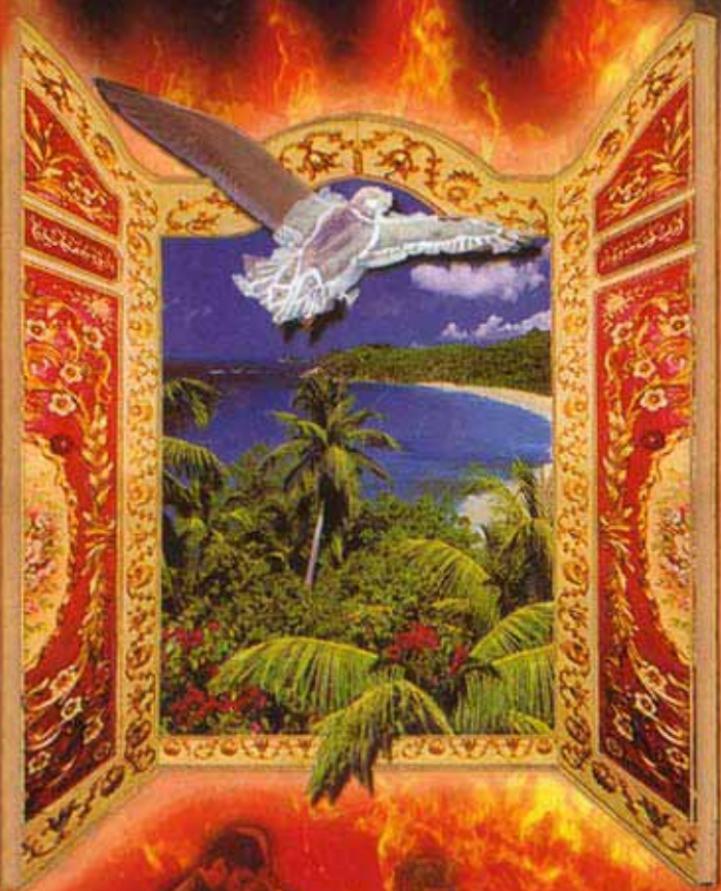


# কেয়ামতের আলামত



শারুণ ইয়াদিয়া

الله  
بِسْمِ اللَّهِ  
رَحْمَةً



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে



# ক্ষেয়ামতের আলামত

## *Signs of the Last Day*

মূল : হারুন ইয়াহিয়া  
ইংরেজি অনুবাদ : রণ ইভান্স  
বাংলা অনুবাদ : ড্রু. ডি. আহমদ  
সম্পাদনা : আবু জাফর মুহাম্মদ ইকবাল

খোশরোজ কিতাব মহল

১৫ বাল্লাবাজার, ঢাকা - ১১০০  
ফোন ৭১১৭০৮৮, ৭১১৭৭১০, ফ্যাক্স ৭১১০৫৬০

প্রকাশক  
মহিউদ্দীন আহমদ  
খোশরোজ কিতাব মহল  
১৫ বাংলা বাজার, ঢাকা

প্রথম সংস্করণ ৪ জুন, ২০০৫

মূল্য : ১৫০ টাকা মাত্র  
US \$ 3.00

মুদ্রাকর  
পেপার প্রসেসিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড  
১০৯ হাষিকেশ দাস রোড, ঢাকা - ১১০০  
ফোন ৭১২০০৫৩, ৭১২০০১২

## পাঠকগণের প্রতি

- এই গ্রন্থে বিবর্তন বাদের ওপর একটি বিশেষ অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। সকল স্ট্রটা-বিরোধী দর্শনের মূলে এই বিবর্তনবাদ। ডারউইন সৃষ্টির সত্যকে এবং আল্লাহকে অস্থীকার করেন। বিগত ১৪০ বছরে এই ভাবধারা বহু লোককে অবিশ্বাসী বা সন্দেহবাদীতে পরিণত করেছে। সুতরাং বিবর্তনবাদ যে নিছক ছলনা এটা পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করা অবশ্য কর্তব্য। কোন কোন পাঠক হয়ত আমাদের যে কোন একটি মাত্র বই পাঠের সুযোগ পেতে পারেন। সুতরাং একটি আলাদা অধ্যায়ে এই বিষয়ের সারাংশ সন্নিবেশ প্রকৃষ্ট উপায় বলে আমরা মনে করি।
- এই লেখকের সকল গ্রন্থে বিশ্বাসভিত্তিক বিষয়সমূহ কোরআনের আলোকে আলোচিত। আল্লাহর বাণীর পথনির্দেশনায় আলোকিত জীবনযাপনের জন্য সবাই আমন্ত্রিত। আল্লাহর কালামসমূহ এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাতে কারো মনে কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন না থেকে যায়। ঝঞ্জু, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা শৈলীর ব্যবহার বইগুলোকে সবসমাজের সব বয়সের পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করেছে। স্বচ্ছ ও বিশদ বিবরণ পাঠককে এমনভাবে মোহিত করবে যে, একবার হাতে নিলে বই ছেড়ে উঠতে মন চাইবে না। আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে যারা প্রবল অনীহা পোষণ করেন, তারাও এই বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবেন এবং এতে উপস্থাপিত উপাসনের সত্যতাকে স্বীকার না করে পারবেন না।
- এই গ্রন্থখনি এককভাবে পড়া যেতে পারে বা হারফন ইয়াহিয়ার অন্যান্য গ্রন্থের সাথে যুক্তভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। সর্বাধিক উপকার লাভেচ্ছু পাঠকবৃন্দ আলোচনায় বিশেষ সুফল পাবেন। এতে তারা চিন্তা ও অভিজ্ঞতার পারস্পরিক আদান-প্রদানে অধিকতর লাভবান হবেন।

- এই গ্রন্থগুলোর উপস্থাপনা ও বছল প্রচারে অবদান রাখা ইবাদতের সমতুল্য। একমাত্র আল্লাহর সম্মতি বিধানের জন্মেই এগুলো লিখিত। লেখকের প্রতিটি গ্রন্থ-ই অত্যন্ত যুক্তিনির্ভর। সুতরাং, ধর্ম সম্বন্ধে যারা অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান, তাদের জন্য প্রকৃষ্টতম পছ্যা হলো লোকজনকে এই গ্রন্থগুলো পড়তে উন্মুক্ত করা।
- অন্যান্য প্রচ্ছে যেমন লেখকের ব্যক্তিগত মতামতের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে, এসব প্রচ্ছে তা নেই। যেমন নেই সন্দেহজনক সূত্রাবলী, পবিত্র বিষয়সমূহের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মের অভাব অথবা নৈরাশ্যময় সন্দেহবাদী বা দুঃখবাদী বিষয়সমূহের অবতারণা, যা অহেতুক হৃদয়মনের সংঘাত বাঢ়ায়।



সূচনা

*Introduction*

ইতিহাসের শুরু থেকে মানুষ পর্বতরাজির মহিমা ও আকাশমার্গের বিশালতা উপলক্ষ করে এসেছে। তাদের পর্যবেক্ষণের ধারা ও প্রগালী ছিল আদিম ও অর্বাচীন; তাই তারা এদের অবিনশ্বর ভাবত। এই ভাবধারার অনুবর্তনে শ্রীসের বস্ত্রবাদী দর্শন এবং সুমেরিয়া ও মিশরের সর্বেশ্বরবাদী ধর্মের প্রবর্তন হয়।

কোরআন আমাদের জানায় যে, যারা এসব মতবাদে বিশ্বাসী তারা পথভ্রষ্ট। কোরআনে উচ্চসিত অন্যতম সত্য এই যে, বিশ্বচরাচর পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি এবং একদিন এর অবসান অবশ্যমাত্রাবী। সেই সাথে মানবজাতি এবং সমগ্র জীবজগতেরও পরিসমাপ্তি ঘটবে। এই পরিকল্পিত বিশ্ব যা বহুকাল থেকে নিখুতভাবে চলে এসেছে, তা একজন স্তুতির সৃষ্টি এবং তারই হকুমে তারই নির্দেশিত সময়ে এসবই বিনাশপ্রাণ হবে।

যে নির্দিষ্ট ক্ষণে অনন্ত বিশ্ব ও এর জীবকূল-জীবাণু থেকে মানব, তারকালোক ও ছায়াপথ বিলীন হবে, কোরআনে তাকে ‘সময়’ বলা হয়েছে। এই ‘সময়’ কোন কার্য নির্ঘন্ট নয়; বরঞ্চ একটি সুনির্দিষ্ট কণ যখন সমগ্র দুনিয়া নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাণ হবে।

অধিল বিশ্বের ধ্বংসপ্রাণির সংবাদের পাশাপাশি কোরআন এ ঘটনার বিস্তৃত বিবরণও প্রদান করেঃ “যখন নভোমন্ডল বিদীর্ণ হবে,” “বিকুক্স সমুদ্রেরা যখন একে অপরের উপর ঝাপিয়ে পড়বে”, “পর্বতমালা যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে”, “সূর্য যখন অক্ষকারে ছেয়ে যাবে”,..... সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে মানুষের মনে ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি হবে। বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, সে অবস্থার হাত থেকে কোন নিষ্কৃতি নেই, পালাবার কোন পথ নেই। এসব বিবরণ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছাই যে, ক্রান্তিলগ্নের সেই পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ যে, পৃথিবী এর আগে কখনও তেমন অবস্থার মুখ্যমুখ্য হয়নি। সেসব ভয়াবহতার বিবরণ আমাদের অন্য গ্রন্থেয়, পুনরুদ্ধানের দিন ও মৃত্যু, পুনরুদ্ধান ও নরক-এ লিপিবদ্ধ আছে। কেয়ামতের আসন্নকালে যেসব ঘটনা ঘটবে— তাই বক্ষ্যমান পুস্তকের আলোচ্য বিষয়।

আলোচনার প্রথমেই বলা প্রয়োজন, কোরআনের একাধিক আয়াত থেকে একথা সুস্পষ্ট যে অধিল বিশ্বের অবশ্যান্তীবী ধর্মসপ্তানির বিষয়টি সবযুগের মানুষের মনে ঔৎসুক্যের জন্ম দিয়েছে। কতিপয় আয়াতে বর্ণনা আছে যে লোকেরা কেয়ামতের দিনক্ষণ সম্বন্ধে মহানবী (সঃ)-কে প্রশ্ন করেছে :

তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে : কেয়ামত আসার সময় কখন?

— সূরা আল-আরাফ : ১৮৭

তারা তোমাকে ‘সময়’ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে : “কেয়ামত কখন আসবে?”

— সূরা আল নাহিয়াত : ৪২

এসব প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য আল্লাহ মহানবীকে (সঃ) এভাবে নির্দেশ দিলেন : “এ কথা শুধু আমার প্রচুর জানেন।....” — সূরা আল-আরাফ : ১৮৭ অর্থাৎ কেয়ামতের দিনক্ষণ সংক্রান্ত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই এখতিয়ারে। এর থেকে আমরা বুঝি যে, ‘কেয়ামতের’ আগমন সময় মানুষের জ্ঞানের অগম্য।

আল্লাহ কেন ‘কেয়ামতের’ আগমন ক্ষণকে মানুষের জ্ঞানের সীমানার বাইরে রেখেছেন, নিচয়ই তার অন্তর্নিহিত কারণ আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মানুষ যেকোন শতাব্দীতেই বাস করুক না কেন, তার জন্য এটা মঙ্গলময় যে সে “.... ‘কেয়ামত’ সম্বন্ধে উপর্যুক্ত থাকে” (সূরা আল-আবিয়া : ৪৯) এবং আল্লাহর মহত্ত্ব ও বিপুল পরাক্রম সম্পর্কে শুক্রাশীল থাকে। সেই দিনের ভয়াবহতা হঠাতে করে তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলার আগে তাদের জানা উচিত যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তাদের আর কোন আশ্রয় নেই। যদি কেয়ামতের সঠিক নির্ধারণ জানা থাকত, তাহলে বর্তমান সময়ের পূর্ববর্তী লোকেরা প্রলয়কাল সম্বন্ধে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করত না। কোরআনে বর্ণিত ক্রান্তিকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে তাদের কোন আগ্রহ থাকত না।

কিন্তু একথা বলা প্রয়োজন যে, কোরআনের বহু আয়াতে ‘কেয়ামতের’ অমোগ সত্যতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ‘কেয়ামতের’ সঠিক সময় সম্বন্ধে কোন নেই বটে; কিন্তু তার আনুপূর্বিক ঘটনাসমূহের সম্যক বিবরণ রয়েছে। তেমনি কতিপয় নিশানার বিবরণ আছে এই আয়াতে :

তারা কি আশা করছে যে, কেয়ামত হঠাতেই তাদের উপর এসে পড়বে? এর শক্তিসমূহ তো এসেই পড়েছে, এখন তাদেরকে স্মারক দিয়ে কি শান্ত?

— সূরা মোহাম্মদ : ১৮

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, কোরআন কেয়ামতের আলামতসমূহ আলোচনা করেছে। সেই ‘অবিশ্রাণীয় ঘোষণা’ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমাদের প্রাসঙ্গিক আয়াতসমূহ অনুধাবন করা প্রয়োজন। অন্যথায়, কেয়ামত যখন এসেই যাবে, তখন আর ও সম্বন্ধে চিন্তা করে কোন লাভ হবে না।

মহানবীর (সঃ) কিছু কিছু হাদীসে কেয়ামতের আলামত সম্বন্ধে বলা হয়েছে সেগুলোতে ‘কেয়ামতের’ সময়কালীন ও তার অব্যবহিত পূর্বকালীন অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ সন্তুষ্ট আছে। যে সময়ে এই আলামতগুলো প্রকট হয়ে উঠবে, সেই সময়কে ‘ক্রান্তিকাল’ বলা যায়। ‘ক্রান্তিকাল’ ও কেয়ামতের আলামত ইসলামের ইতিহাসে প্রচুর উৎসুক্যের অবতারণা ঘটিয়েছে, বহু ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকের সৃষ্টিকর্মের প্রেরণার উৎস যুগিয়েছে।

এ ধরনের জ্ঞান-তথ্য সংকলন শেষে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছাই : কোরআনের আয়াত ও রসূলের হাদীসসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ক্রান্তিকাল দু'টি ভাগে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে বস্ত্রতাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক সঙ্কটে দুনিয়া ছেয়ে যাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে কোরআনের নৈতিক শিক্ষাসমূহের আধিপত্য বিকাশ পাবে; সেই স্বর্ণযুগে সমগ্র মানবজাতি সুখানুভূতিতে আপ্নুত হবে। স্বর্ণযুগের শেষে পৃথিবীময় সামাজিক অবক্ষয় নেমে আসবে। কেয়ামতের আগমন তখন হবে অত্যাসন্ন।

বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য দ্বিবিধঃ কোরআন ও হাদীসের আলোকে কেয়ামতের আলামতসমূহের নিরীক্ষা করা এবং সেইসব নিশানসমূহের সাম্প্রতিক প্রকটয়তা প্রমাণ করা। এসব নিদান যে ‘১৪শ’ বছর আগে ব্যক্ত করা হয়েছে, সেই সত্য আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীদের ভক্তি ও অনুরক্তি গভীরতর করবে। আল্লাহর দেওয়া নিম্নোক্ত অঙ্গীকার মনে রেখেই পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো লিখিত হয়েছে :

**“বল : সকল প্রশংসা আল্লাহর! তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিশানাসমূহ দেখাবেন এবং তোমরা সম্যক পরিজ্ঞাত হবে।”**

— সূরা আল-নমল : ১৩

একটি বিশেষ বিষয়ে আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বব্রহ্ম। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়, কেয়ামত সম্বন্ধে আমরা ততটুকুই জানি, যতটুকু তিনি আমাদের কাছে উল্লোচন করেছেন।

## লেখক পরিচিতি

লেখকের জন্ম ১৯৫৬ সালে আঙ্কারায়। হারুণ যাহুয়া তাঁর ছদ্মনাম। আঙ্কারায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনাত্তে তিনি ইতাম্বুলের মিমার সিনান বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগে ও ইতাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে অধ্যয়ন করেন।

১৯৮০'র দশক থেকে লেখক রাজনীতি, ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ক বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেছেন। বিবর্তনবাদীদের প্রতারণা, তাদের তত্ত্বের অন্তঃসারশূন্যতা এবং ফাসিজিম ও কমিউনিজমের মত হিংস্র ভাবধারাসম্পন্ন আদর্শগুলোর সঙ্গে ডারউইনিজমের কলঙ্কিত আশ্রেষ উদঘাটন করে বহু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ বই লিখে ব্যাপক খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জন করেছেন লেখক।



ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সুবিদিত উচ্চ-সম্মানিত দুইজন নবীর নাম [হারুণ (এ্যারন) ও যাহুয়া (জন)]-এর পৃণ্য স্মৃতিতে লেখকের ছদ্মনাম হারুণ যাহুয়া। তাঁর লেখা বইগুলোর মলাটের ওপর মুদ্রিত রসূলুল্লাহর সীলমোহরটি অন্ত নিহিত লিপি-সমষ্টির ব্যঙ্গনাসম্পূর্ণ প্রতীকস্বরূপ। লিপিত্রয়ীর প্রতীকী তাৎপর্য হচ্ছে, শেষ কিভাব কুরআন ও শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ)। নিরীক্ষৰ মতাদর্শগুলোর প্রতিটি মৌলিক তত্ত্ব কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মিথ্যা প্রমাণিত করা ও ধর্মের বিরুদ্ধে উদ্ধাপিত কৃযুক্তিগুলো চিরতরে স্তুক করে দেবার জন্যে “শেষ কথাটি” বলা তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পরম জ্ঞান ও নৈতিক পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ)। ওই “শেষ কথাটি” বলার প্রতীক স্বরূপ শেষ নবীর সীলমোহরটি গ্রহণ করেছেন তিনি।

তার সকল রচনা একটি আদর্শ ঘিরে; কুরআনের বাণী সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া; আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর একত্ব, পরকাল, প্রভৃতি ধর্মসংক্রান্ত মৌলিক বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে মানুষকে উৎসাহদান এবং নিরীক্ষৰ মতবাদগুলোর দুর্বল ভিত্তি ও বিকৃত তত্ত্ব উদঘাটন করা।

হারুণ যাহ্যা পৃথিবীর বহু দেশ জুড়ে বিপুল পাঠকগ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তাঁর পাঠকের ছড়িয়ে আছেন ভারত থেকে আমেরিকা পর্যন্ত, ইংল্যান্ড থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত, পোল্যান্ড থেকে বসনিয়া এবং স্পেইন থেকে ব্রাজিল পর্যন্ত। তাঁর কয়েকটি বই অনুদিত হয়েছে ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালিয়ান, পর্তুগীজ, উর্দু, আরবী, আলবানীয়, রুশ, সাবো-ক্রেট (বসনীয়), পোলিশ, মালয়, উইগুর তুর্কী ও ইন্দোনেশীয় ভাষায় এবং এগুলো পাঠকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে পৃথিবীর সর্বত্র।

তাঁর বইগুলো পৃথিবীর সর্বত্র বহু মানুষকে ধর্মে বিশ্বাস ফিরে পেতে এবং ধর্মবিশ্বাসে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি লাভে সহায়তা করেছে। গভীর প্রজ্ঞা, আন্তরিকতা ও প্রাঞ্জলতা বইগুলোর অনন্য বৈশিষ্ট্য। ফলে যে কোন পাঠক বইগুলো পড়ে শক্তিশালী প্রভাব অনুভব করেন। বইগুলো তৃরিখ কার্যকর, নিশ্চিত ফলপ্রসূ ও অখণ্ডনীয়। এ বইগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ে ও তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গভীরভাবে বিবেচনা করে কারও পক্ষে জড়বাদী দর্শন, নাস্তি কা, কিংবা অন্য কোন বিকৃত মতবাদ বা দর্শন প্রচার করা প্রায় অসম্ভব।

যদি কেউ করে তবে সে কোন যুক্তি-তর্কের ভিত্তিতে নয় বরং নেহাতই ভাবলুতার কারণেই তা করবে, কারণ এ বইগুলো তার ভাস্ত মতবাদকে ইতোমধ্যেই ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন করেছে। হারুণ যাহ্যার পুস্তকমালার সুবাদে আজ নাস্তিক্য-দুষ্ট সকল মতবাদের চলতি আন্দোলন সমূলে উৎখাত হয়েছে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বইগুলোর এসব বৈশিষ্ট্য কুরআনের প্রজ্ঞা ও প্রাঞ্জলতার প্রতিফলন বই কিছু নয়। লেখক মানবজাতির আল্লাহর সঠিক পথ সন্ধানে মাধ্যম হতে চান শুধু। বইগুলোর প্রকাশনা থেকে কোন বৈষয়িক প্রাপ্তির প্রত্যাশা নেই।

এসব বিষয়ের আলোকে যারা হৃদয়ের “চক্র” উন্মীলনকারী ও আল্লাহর পথে আমন্ত্রণকারী এ বইগুলো পাঠে মানুষকে উৎসাহ দান করবেন তাঁরা একটি মূল্যবান ও মহৎ সেবা কর্ম সম্পাদন করবেন।

আরেকটি কথা। যেসব বই মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, মানুষকে আদর্শিক বিশ্বজ্ঞলায় নিপত্তি করে এবং মানুষের চিন্তভূমি থেকে সংশয়কন্টক

নির্মূলকরণ যেসব বইয়ের উদ্দিষ্ট নয় সেসব প্রকাশ ও প্রচার করা সময় ও শক্তির অপচয় মাত্র। এটা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, যেসব বই মানুষকে বিশ্বাস-চৃত্তি থেকে রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যে নয় বরং লেখকের সাহিত্য রচনার ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য রচিত হয় সেসব বই। এত শক্তিশালীরূপে কার্যকর হতে পারে না। যারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে তারা স্বচ্ছন্দেই দেখতে পাবে যে হারণ যাহার বইগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে অবিশ্বাসকে জয় করে কুরআনের নৈতিক মূল্যবোধগুলোর প্রসারণ। পাঠকের বিশ্বাসদৃঢ়তায়ই এই সেবার প্রভাব ও সাফল্য সুপ্রকাশ।

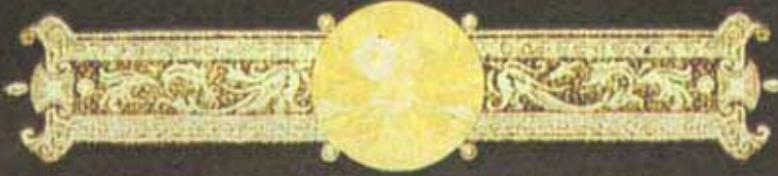
একটি কথা মনে রাখতে হবে। অধিকাংশ মানুষই যে অব্যাহত নৃশংসতা, সংঘাত ও বিপর্যয়ের শিকার তার প্রধান কারণ হচ্ছে ধর্মহীনতার আদর্শিক অস্তি ত্ব। এই অবস্থার অবসান হতে পারে কেবল ধর্মহীনতার আদর্শিক পরাজয়ে এবং সৃষ্টিত্বের বিস্ময় ও কুরআনের নৈতিকতায় উদ্বৃক্ত করে মানুষকে তন্ত্রিত জীবনচরণে অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে। আজকের বিশ্বপরিস্থিতিতে, যখন মানুষ ক্রমাগত হিংসা, দুনীতি ও সংঘাতের অধোমুখী চক্রে চালিত হচ্ছে, এ কাজটি আরো দ্রুততা ও কার্যকারিতার সঙ্গে করতে হবে। নইলে বড় দেরি হয়ে যেতে পারে।



# সূচিপত্র

- সূচনা
- কোরআনে বর্ণিত কেয়ামতের আলামত
  - সময় সন্দিকট
  - সমগ্র বিশ্বের প্রতি কোরআনের নৈতিক শিক্ষার ঘোষণা
  - পঞ্চগম্ভুরণ
  - পৃথিবীময় ইসলামী নৈতিকতার জয়জয়বন্দুর
  - পৃথিবীতে ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রত্যাবর্তন
  - বিধু ব্যবচ্ছেদ
- হাদীসে বর্ণিত কেয়ামতের আলামত
  - যুদ্ধবিগ্রহ ও অরাজকতা
  - বড় বড় শহরের ধ্বংস: সমর ও সন্দট
  - ভূমিকম্প
  - দারিদ্র্য
  - নৈতিক অবনয়
  - সত্ত্ব ধর্ম ও কোরআনের নৈতিক মূল্যবোধের প্রত্যাখ্যান
  - সামাজিক অবনতি
  - বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
  - নকল নবীদের আবির্ভাবের পরে ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন
  - স্থর্গযুগ
  - স্থর্ণযুগের পরে
- উপসংহার





কেয়ামতের  
আলামত সম্পর্কে  
কোরআন

*The Signs  
of the Last Day  
in the Qur'an*

## সময় সন্ধিকটে *The Hour is Near*

কেয়ামত সময়কে প্রায় সকলেই কিছু না কিছু অবগত। ‘কেয়ামতের’ ভয়াবহতা সময়কে সবাই কম-বেশি উন্মেছেন। তথাপি, অন্যান্য শুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মত এ ব্যাপারেও লোকেরা কিছু বলতে বা মাথা ঘামাতে চান না। বরঞ্চ, সকলেই কেয়ামতের ভীতিময় আতঙ্কের কথা নিজ নিজ চিন্তার বাইরে রাখার জন্য যারপরনাই চেষ্টা করেন। কোন দৈব-দুর্বিপাক বা আকশ্মিক দুর্ঘটনা সম্ভূত থবরানি বা ফিল্ম রিপোর্ট পর্যন্ত তারা পরিহার করতে সচেষ্ট হন; কারণ, এসব ঘটনা তাদেরকে শেষ দিনের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করায়। সেই অমোigne দিন যে একদিন আসবেই – এই সত্যকেও তারা তাদের চিন্তা থেকে দূরে রাখতে চান। এসব বিষয়ে যারা আলাপ-আলোচনা করেন, তারা তাদের সঙ্গে মেলামেশায় অনগ্রহী; এতদসম্পর্কিত পুস্তকাদি পাঠেও তাদের অনীহা। এমনি সব উপায়ে তারা শেষ দিনের চিন্তা থেকে তাদের মনকে ফিরিয়ে রাখে।

অনেকে গভীরভাবে বিশ্বাসও করে না যে কেয়ামত অত্যাসন্ন। সূরা আল-কাহাফ-এ এর একটি উদাহরণ রয়েছে। উর্বর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের এক ধনী মালিকের গল্প :

আমার মনে হয় না, কেয়ামত কখনও আসবে। আর, যদি আমি অন্তুর কাছে ফিরেই যাই, তাহলে অবশ্যই আমি এর চেয়ে উৎকৃষ্ট জায়গাই পাব।

— সূরা আল-কাহাফ : ৩৬

উপরোক্ত আয়াত ঐ ধরনের লোকদের সত্যকার মনোবৃত্তি জাহির করে, যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী, কিন্তু কেয়ামতের বাস্তবতা সময়কে চিন্তা করতে অনগ্রহী; এরাই কোরআনের কোন কোন আয়াতের ব্যাপারে দ্রোহী মনোভাব ব্যক্ত করে। কেয়ামত সময়কে অবিশ্বাসীদের দোদুল্যমান শক্ত ও সন্দেহের ব্যাপারে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :

যখন তোমাদের বলা হ'লো, “আল্লাহর অঙ্গীকার ও কেয়ামত সত্য; এতে কোন সন্দেহ নেই।” তোমরা বললে, “কিয়ামত আবার কি? আমরা জানি না; আমাদের মনে হয় এটা গ্রেফ অনুমান। এ বিষয়ে আমরা আদৌ নিচিত নই।”

— সূরা আল-জাসিদা : ৩২

কিছু লোক সরাসরি অশ্বীকার করে যে, কেয়ামত আসন্ন। এহেন মতানুসারীদের সম্বন্ধে কোরআনে বলা হয়েছে :

বরঞ্চ, তারা কেয়ামত অশ্বীকার করে এবং যারা কেয়ামতকে  
অশ্বীকার করে তাদের জন্য আমরা সামীর দোষখ প্রস্তুত রেখেছি।

— সূরা কোরবুন : ১১

সত্যের পথে কোরআনই আমাদের পথপ্রদর্শক। অভিনিবেশ সহকারে কোরআনের বাণী অনুধাবন করলে আমরা জাজ্যল্যমান সত্যের সন্ধান পাই। কেয়ামত সম্বন্ধে যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে, তারা বিরাটি ভুল করে। কারণ, আল্লাহ কোরআনে প্রকাশ করেছেন যে, কেয়ামতের অত্যাসন্নতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

এবং কেয়ামতের আগমন সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই.....

— সূরা আল-হাজু : ৭

আসমান ও জামিন এবং এদের মধ্যকার কোন কিছুই আমরা অবধা সৃষ্টি  
করিনি। কেয়ামত অবধারিত।

— সূরা আল-হিজৱ : ৮৫

কেয়ামত হবেই। এতে কোন সন্দেহ নেই ...

— সূরা আল-যুমীন : ৫৯

কেউ কেউ হয়ত ভাবতে পারেন যে, কোরআনে প্রদত্ত উক্ত কেয়ামতের ঘোষণা ১৪০০ বছর পূরাতন এবং সাধারণ জীবনের দৈর্ঘ্যের তুলনায় এ অতি লম্বা সময়। কিন্তু এখানে পৃথিবী, সূর্য ও তারকারাজি, এক কথায় গোটা বিশ্বপ্রকৃতির ধ্বংসপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ আলোচিত হচ্ছে। বিপুল বিশ্বের কোটি কোটি বছর বয়সের তুলনায় চৌক শতাব্দী অতি অকিঞ্চিত্কর।

প্রথ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ বদিউজ্জামান সাঈদ নূরীস এ সম্পর্কিত বিষয়ের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন :

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “কেয়ামত সন্নিকটে।” (সূরা আল-কুমার) অর্থাৎ ধ্বংসের দিন সমাগত। কিন্তু সহস্র বছরে বা এতদিনেও সে-ধ্বংস না-ও যদি আসে তবু তার আসন্নতা মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ, প্রলয় দিবস বিশ্ব প্রকৃতির জন্য নির্দিষ্ট এবং বিপুল বিশ্বের বয়সের তুলনায় এক বা দুই হাজার বছরের হিসাব, বছরের তুলনায় এক বা দুই মিনিটের সমান। প্রলয় দিবসের কাল শুধু মানুষের হিসাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় যে, তার নিরিখে একে দূরবর্তী বলে মনে হবে।

## সমগ্র বিশ্বের প্রতি কোরআনের নৈতিক শিক্ষার ঘোষণা

*The Proclaiming of the Moral Teaching  
of the Qur'an to the Whole World*

কোরআনে আমরা বারংবার আল্লাহর রীতি (আদর্শ, নিয়ম) কথাটির উল্লেখ পাই। এই কথাটির সম্যক অর্থ- আল্লাহর নিয়ম বা বিধান। কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী এসব নিয়মাবলী অনন্তকাল স্থায়ী। ইরশাদ হচ্ছে :

যারা গত হয়ে গিয়েছে, তাদের জন্য এটাই ছিল আল্লাহর বিধান।  
আল্লাহর নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবে না।

— সূরা আল-আহ্মাদ : ৬২

আল্লাহর অপরিবর্তনীয় নিয়মের অন্যতম বিধান এই যে, ধর্মসের আগে সকল জনগোষ্ঠীকে তাগিদ করার মাধ্যমে সাবধান করা হয়। নিম্নোক্ত আয়াতে এর প্রতিফলন আছে :

তাগিদের মাধ্যমে অঞ্চালে সতর্কবাণী না পাঠিয়ে আমরা কোন জনগোষ্ঠীকে ধর্ম করিনি।

— সূরা আশ-ত্যারা : ২০৮-২০৯

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ বিভিন্ন বিপৰ্যাপ্তি জনগোষ্ঠীর কাছে তাগিদ পাঠিয়ে তাদেরকে সত্ত্বের পথে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যারা তাদের পাপাচারের পথ পরিত্যাগ করেনি, নির্ধারিত সময়ের শেষে তারা ধর্মস্থাপ্ত হয়েছে এবং উক্ত পুরুষদের জন্য উদাহরণ হয়ে থেকেছে। আল্লাহর এই বিধানকে অনুধাবন করলে আমরা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ রহস্যের সন্ধান পাই।

কেয়ামত সেদিন হবে, যেদিন পৃথিবীর উপর মহাপ্রলয় নেমে আসবে। মানবজাতির নির্দেশনার জন্য কোরআনই সর্বশেষ আসমানী প্রস্তুত, যার প্রভাব পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। সূরা আল-আনাম-এর ৯০ আয়াতে বলা হয়েছে.... “এ তো সকল জীবের জন্য সাধারণ সতর্কবাণী।” যারা ভাবেন যে, কোরআন শুধু বিশেষ স্থানকালের কথা বলছে, তারা গুরুতর ভুল করেন। কারণ, কোরআন সমগ্র বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত আহ্বান।

মহানবী (সঃ)-এর সময় থেকেই কোরআনের সত্যতা সমগ্র বিশ্বের জন্য বিজ্ঞুরিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তির অঙ্গ উৎকর্ষের বদৌলতে কোরআনের বাণী এখন সমগ্র মানবজাতির কাছে পৌছানো সম্ভব। বিজ্ঞান, শিক্ষা, যোগাযোগ ও পরিবহন আজ উন্নতির পরাকাষ্ঠায়। কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের বদৌলতে দূর-দূরান্তের জনগোষ্ঠী পরস্পরের সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ স্থাপন করতে এবং জ্ঞান আহরণে সহযোগিতা করতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সকল জাতিকে সম্মিলিত করেছে; ‘বিশ্বায়ন’ ও ‘বিশ্ব নাগরিক’ শ্রেণীর শব্দাবলী আমাদের অভিধানে যোগ হয়েছে। সংক্ষেপে, সমগ্র পৃথিবীকে একীভূত করার সমুদয় বিপরীত শক্তি তিরোহিত হয়েছে।

উপরোক্তিত সত্যের আলোকে একথা অন্যায়সে বলা যায় যে, মুক্ত বার্তার এই যুগে প্রকৌশল উৎকর্ষের সকল সরঞ্জাম আল্লাহ আমাদের হাতে দিয়েছেন। আল্লাহ প্রদত্ত এই সম্ভাব্যতার পূর্ণ সম্ভবহার মুসলিমদের উপর অর্পিত। সর্বত্তরের মানুষকে কোরআনের নৈতিক শিক্ষার প্রতি আহ্বান জানানোও তাদের পবিত্র দায়িত্ব।

## ପୟାଗ୍ମେରଗଣ

### *Messengers*

ପୃଥିବୀର ଶୁକ୍ଳ ଥେକେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଆଜ୍ଞାହର ଅପରିବତ୍ତନୀୟ ବିଧାନ ସମ୍ବନ୍ଦେ ଆମରା ଆଗେଇ ବଲେଛି । ତେମନି ଏକ ବିଧାନ ଏଇ ଯେ, ଅଥଭାଗେ ନବୀ ନା ପାଠିୟେ ଆଜ୍ଞାହ କୋନ ଜନଗୋଟୀକେ ଶାନ୍ତି ଦେନ ନା । ଏରଖାଦ ହଚ୍ଛେ :

ଅଥମେ ବାର୍ତ୍ତାବହେର ମାଧ୍ୟମେ ଜନପଦ ପ୍ରଧାନକେ ବାର୍ତ୍ତା ନା ପାଠିୟେ ତୋମାର ପ୍ରତ୍ଯେ କଥନଇ କୋନ ଜନପଦକେ ଧର୍ମ କରେନନି । କୋନ ଜନପଦେର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁଷ୍କୃତକାରୀ ନା ହଲେ ଆମରା କୋନଦିନଇ ତାଦେର ଧର୍ମ କରବ ନା ।

— ଶ୍ରୀ ଆଲ-କାସାସ : ୫୯

ଅନ୍ତଗାମୀ ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ନା ପାଠିୟେ ଆମରା କଥନଇ କାଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ନା ।

— ଶ୍ରୀ ଆଲ-ଇସରା : ୧୫

ଅଥଭାଗେ ତାପିଦ ବା ସତର୍କବାଣୀ ନା ପାଠିୟେ ଆମରା କଥନା କୋନ ଜନଗୋଟୀକେ ଧର୍ମ କରିନି । ଆମରା କଦାପି ଅନ୍ୟାଯ କରି ନା ।

— ଶ୍ରୀ ଆଶ-ଫ଼ରାଵା : ୨୦୮-୨୦୯

ଏସବ ଆଯାତ ଥେକେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଜନଗଣକେ ସାବଧାନ କରାର ଜନ୍ୟ ଆଜ୍ଞାହ ବିଭିନ୍ନ ଜନପଦେ ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ପାଠିୟେ ଥାକେନ । ଏରା ଆଜ୍ଞାହର ବାଣୀ ସମ୍ପ୍ରଚାର କରେ ଥାକେନ । କିନ୍ତୁ ସର୍ବୟୁଗେ ଅବିଶ୍ଵାସୀରା ତାଦେରକେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଧାକ୍ଷାବାଜ ବା ପାଗଳ ବଲେ ବିଦ୍ରୂପ କରେଛେ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅପବାଦ ଦିଯେଛେ । ଯେସବ ଜନଗୋଟୀ ଶଠତା ଓ ନୀତିହୀନତାକେ ପରିହାର କରେନି, ଆଜ୍ଞାହ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମୟେ ବିଷମ ବିପର୍ଯ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟମେ ତାଦେର ଧର୍ମ କରେଛେ । ନୂହ (ଆଃ) ଓ ଲୃତ (ଆଃ) ଏଇ ବିରକ୍ତବାଦୀଗଣେର ଏବଂ ଆଦ, ସାମୁଦ ଓ କୋରାଆନେ ଉତ୍ତରିଷିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନଗୋଟୀର ବିଲୋପ ସାଧନ ଏମନି କତିପର ଉଦାହରଣ ।

ପୟାଗ୍ମେର ପ୍ରେରଣେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞାହ କୋରାଆନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରେଛେନ : ବିଭିନ୍ନ ଜନଗୋଟୀର କାହେ ସୁସଂବାଦ ପୌଛାନୋ; ବିପଥଗାମୀ ଜନଗଣକେ ସଂପଥେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନେର ଓ ଆଜ୍ଞାହର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଧର୍ମ ମତେ ନୈତିକ ଜୀବନ ଯାପନେର ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣେର ଆହ୍ଵାନ ଏବଂ କେମ୍ବାମତେର ଦିଲେ ଅନୁତାପହିନ ପାପାଚାରୀଦେର କୈଫିୟାତେର ଅକାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଦେ ସାବଧାନତା ପ୍ରଦାନ ।

এরশাদ হচ্ছে :

রসূলগণ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। এর ফলে রসূল (সঃ) আসার  
পর কেউ আল্লার বিরুদ্ধে অনুযোগ আনতে পারবে না।

— সূরা আল-মিসা ৪ ১৬৫

সূরা আল আহ্যাবের ৪০তম আয়াত বলছে, মোহাম্মদ (সঃ) “আল্লাহর  
বাত্তিবাহক ও পয়গম্বরদের ধারায় সর্বশেষ।” কথান্তরে, রসূল মোহাম্মদ  
(সঃ)-এর মাধ্যমে মানবজাতির প্রতি আল্লাহর প্রেরিত বাণীর সমাপ্তি টানা  
হয়েছে। তথাপি, শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বমানবের কাছে কোরআন ও  
কোরআনের বাণী পৌছানো প্রতিটি মুসলমানের উপর অর্পিত পবিত্র দায়িত্ব।

# পৃথিবীময় ইসলামী নৈতিকতার জয় জয়কার

## *The Supremacy of the Morality of Islam in the World*

কোরআনে একটি বিষয়ের উল্লেখ বারবারই পাওয়া যায় : পাপচার ও দ্রোহীতার অপরাধে আল্লাহ বহু জনপদকে ধ্বংস করেছেন এবং তাদের উদাহরণ দেখে অন্যদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। অতীতের সেসব সমাজের সঙ্গে আমাদের বর্তমানকালের সমাজের বহু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আজকের দিনের বহু লোকের জীবন দর্শন ও আচার-আচরণ লৃত (আঃ)-এর সময়কার যৌন অভিভাচার, মাদায়েন অধিবাসীদের শঠতা, নৃহ (আঃ)-এর লোকদের ঔদ্ধত্য, সামুদ্রের নাগরিকদের অবাধ্যতা ও নষ্টামি, ইরামের বাসিন্দাদের অকৃতজ্ঞতা এবং অনুরূপ বহু ধ্বংসপ্রাণ জনগোষ্ঠীর জীবনধারাকে ছাড়িয়ে যায়। মানুষের এ ধরনের নৈতিক অধঃপতনের সুস্পষ্ট কারণ— আল্লাহকে এবং মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্যকে ভুলে যাওয়া।

আমাদের সমাজে বিরাজমান খুন-খারাবী, সামাজিক অবিচার, বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা এবং নৈতিক অবক্ষয় মানুষকে হতাশার অক্ষুণ্ণে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, কোরআন আশার বাণী শোনাচ্ছে— আমরা কখনও যেন আল্লাহর করুণা সংবক্ষে হতাশ না হই। বিশ্বাসীদের চিন্তাভাবনায় নৈরাশ্য ও হতাশার কোন স্থান নেই। আল্লাহ আশ্বাস দিচ্ছেন : যারা তার বন্দেগীতে রক্তু থাকবে, তার সৃষ্টি কোন বস্তুকে তার সঙ্গে শরীক করবে না এবং তার সম্মতিলাভের জন্য সৎকার্জ ব্যাপ্ত থাকবে, তারা শক্তি ও প্রাধিকারের ক্ষমতাপ্রাণ হবে।

আল্লাহ ওয়াদা করেছেন বান্দাদের মধ্যে যারা মুমিন ও সৎকর্মশীল, তাদেরকেই তিনি দুনিয়াতে তার খেলাফত দান করবেন, পূর্ববর্তীদের সময়ে তিনি যেমন করেছিলেন। তাদের জন্য যে-ধর্ম তিনি মনোনীত করেছেন, তাকে তিনি সুদৃঢ়রূপে কার্যম করবেন; তাদের ভয়-ভীতি দূর করে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন।

“তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সঙ্গে কাউকেই শরীক করবে না। অনন্তর যারা অবিশ্বাস করবে, তারা পর্যব্রান্ত।”

একাধিক আয়াতে এও বলা হয়েছে :

আল্লাহর বিধান এই যে, যারা বিশ্বাসী এবং মনেধাপে সত্য ধর্মের ধারক, তারাই দুনিয়ার উত্তরাধিকারী ।

স্মরণিকা হিসেবে জবুর কিতাবে আমি লিখে দিয়েছি যে, আমার সহকর্মশীল বাস্দারাই পৃথিবীর অধিকারী হবে ।

— সূরা আল-আধুরা : ১০৫

আর আমরা তোমাদেরকে তাদেরই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করব । যারা আমার অবহান ও শান্তির ভয় করে, তাদের অন্য এই পুরুষার ।

— সূরা ইব্রাহীম : ১৪

তোমাদের আগে অন্যায়কারী বহু জনপদকে আমরা ধ্বংস করেছি । সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে অনেক নবী তাদের কাছে এসেছিল, কিন্তু তারা ঝীমান আনল না । এভাবেই আমরা পাপীদের প্রতিফল দেই । অতঃপর আমরা তোমাদেরকে তাদের ছলাভিষিক্ত করলাম । তোমরা কী আচরণ কর, আমরা দেখতে চাই ।

— সূরা ইউনুস : ১৩-১৪

মুসা তার লোকদের বললেন, “আল্লাহর সাহায্য চাও এবং ধৈর্যধারণ কর ।” পৃথিবীর মালিক আল্লাহ; তিনি তার বাস্দাদের মধ্য থেকে যাকে খুশি তাকে তা দান করেন । যারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যক্তবান, তারাই সফলকাম ।” তারা বলল, “তুমি আমাদের কাছে আসার আগে এবং পরেও আমরা ক্ষতির শিকার হয়েছি ।” তিনি বললেন, “এমন হতে পারে যে এভু তোমাদের শক্তিকে বিনাশ করবেন এবং তোমাদেরকেই এ দেশের কর্তৃত দান করবেন । অন্তর তিনি দেখবেন, তোমরা কি কর ।”

— সূরা আল-আ'রাফ : ১২৮-১২৯

আল্লাহ সিক্ষান্ত দিয়েছেন, “আমি ও আমার রসূলই বিজয়ী হব ।”  
আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, সর্বশক্তিমান ।

— সূরা আল-মুজাদালা : ২১

উপরোক্তিষিত সুসংবাদের সাথে সাথে আল্লাহ বিশ্বাসীদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াদা করেছেন । কোরআনে তিনি এ কথা ঘোষণা দিয়েছেন যে, অন্য সকল ধর্ম থেকে শ্রেয়তর মানবধর্ম হিসেবে ইসলাম অবরৌণ হয়েছে ।

তারা মুখের ঝুঁ দিয়েই আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু কাফেররা অগভীর করলেও আল্লাহ তার নূরকে পূর্ণরূপেই প্রকাশ করেন। মৃত্তিপূজকরা অঙ্গীতিকর মনে করলেও, আল্লাহ দিকনির্দেশনা ও সত্য ধর্ম সহকারে তার রসূলকে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি অন্যসব ধর্মের উপর জয়যুক্ত হন।

— সূরা আত-তাহাবা : ৩২-৩৩

ঝুঁ দিয়েই তারা আল্লাহর নূরকে নেতাতে চায়। কিন্তু তিনি তাঁর নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন, যদিও অবিশ্বাসীরা তা ঘৃণা করে। তিনি হেদায়েত ও সত্যধর্ম দিয়ে তার রসূলকে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি একে সকল ধর্মের উপর প্রেষ্ঠত্বে ছাপন করেন, যদিও মৃশ্যারিকরা তা ঘৃণা করে।

— সূরা আস-সাক : ৮-৯

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর ওয়াদা রক্ষা করবেন। ইসলামের সমন্বিত নৈতিকতা বিকৃত দর্শন, নিকৃষ্ট মতবাদ ও মিথ্যা ধর্মাচরণকে অচিরেই পরাভূত করবেন। ওপরোক্তিখিত আয়াতসমূহ একথাই জোর দিয়ে বলছে যে, অবিশ্বাসী বিধর্মীরা কোনক্রমেই ইসলামের জয়জয়কার বোধ করতে সমর্থ হবে না।

যখন জগত্ময় ইসলামী নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে তখন পৃথিবী সমগ্রীতি, আত্মত্যাগ, বদান্যতা, সততা, সামাজিক ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা ও আত্মিক উৎকর্ষে ভরপুর হয়ে থাকবে। বেহেশতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় সে যুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয়েছে। কিন্তু সে-যুগ এখনও আসেনি; কেরামতের ঠিক আগে আগে আসবে। আল্লাহ নির্ধারিত সেই সুসময়ের আগমনের জন্য আমরা এখন অপেক্ষমান।

## ঈসা (আঃ)-এর ধরাঘ প্রত্যাবর্তন Isa (as)'s Return to Earth

ঈসা (আঃ) আক্ষাহর মনোনীত নবী। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাধিক আলোচিত নবীগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। আক্ষাহর শোকর বে আমাদের হাতে এমন এক দলিল আছে যার মাধ্যমে আমরা তাঁর সবকে প্রচারিত কথামালার সত্য-মিথ্যা নিরূপণ করতে পারি। সেই অকাট্য দলিল কোরআন-আক্ষাহর প্রেরিত বাণীর একমাত্র অপরিবর্তিত ও অবিকৃত রূপ।

কোরআনের আলোকে আমরা নবী ঈসা (আঃ) সম্পর্কিত আসল সভ্যের সক্ষান পাই। আমরা জানতে পারি যে—

ঈসা (আঃ) আক্ষাহর নবী ও বার্তাবাহক।

— সূরা আল-মিসা : ১৭১

আক্ষাহ তার নাম দিলেন মসীহ, মরিয়মপুত্র ঈসা (আঃ)।

— সূরা আলে-ইমরান : ৪৫

সময় বিশ্ববাসীর জন্য তাঁকে নির্দশন করা হয়েছে।

— সূরা আল-আধিয়া : ১১

দোলনার ধাকাকাশীন এবং পরিণত বয়সেও সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং খুবই পুণ্যবান হবে।

— সূরা আলে-ইমরান : ৪৬

জিব্রাইলকে দিয়ে আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছি। তুমি শিশু ধাকতেই, আবার বড় হয়েও মানুষের সাথে একইভাবে কথা বলেছ।

— সূরা মারিদা : ১১০

তাদের গরণ আমি অনেক নবী পাঠিয়েছি। মরিয়ম পুত্র ঈসাকে তাদের অনুগামী করেছি। আমি তাকে ইঞ্জিল কিতাব দিয়েছি।

— সূরা যাসীদ : ২৭

যারা বলে ‘মরিয়ম পুত্র ইস্ত্রমসীহই উপাস্য’ তারা কাঙ্ক্রে।

— সূরা মারিদা : ৭২

অবিশ্বাসীরা তার বিরুদ্ধে বড়বড় করল, কিন্তু আক্ষাহ তা নস্যাখ করলেন। আক্ষাহ প্রের্ত কৌশলবিদ।

— সূরা আলে-ইমরান : ৫৪

অবিশ্বাসীরা ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার ফন্দি করল, কিন্তু আল্লাহ তাঁকে তাঁর কাছে তুলে নিলেন এবং মানবজাতিকে এই সুসংবাদ দিলেন যে, তিনি পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের সুব্রহ্মণ্য কোরআনে বহুবার ঘোষিত হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে, কাফেররা ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার ফন্দি এঁটেছিল। কিন্তু সফলকাম হয়নি :

**তারা বলেছে, “আমরা আল্লাহর রসূল, মরিয়ল্লপুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি।”** কিন্তু তারা তাঁকে হত্যাও করেনি; জুশবিজ্ঞও করেনি। তারা ধাঁধায় গড়ে এ ব্যাপারে নালা কথা বলেছে। এসবই অনুমান। প্রকৃত ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। আসলে আল্লাহই তাঁকে তাঁর কাছে তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ পরামর্শ, প্রজ্ঞাময়।

— সূরা আল-নিসা : ১৫৭-১৫৮

সূরা আল-ইমরানের ৫৫তম আয়াতে আমরা জানতে পারি যে, পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত আল্লাহ ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের অবিশ্বাসীদের উপরে স্থান দেবেন। একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, দুই হাজার বছর আগে ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের কোনই রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত খ্রিস্টান সমাজ কিছু কিছু ভাস্ত ধারণায় বিশ্বাস করে আসছেন। তাই অন্যতম ত্রিতু-বাদ। সুতরাং, তারা ঈসার প্রকৃত অনুসারী বলে বিবেচিত হতে পারবেন না। কারণ, কোরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, যারা ত্রিতু-বাদে বিশ্বাসী, তারা শিরক-এ নিমজ্জিত। সে অবস্থায়, কেয়ামতের আগে ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত অনুসারীরা মুশরিকদের উপর বিজয় লাভ করবেন এবং আল্লাহর ওয়াদার জীবন্ত নির্দেশন হয়ে উঠবেন। ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমনের সময়ে তারা নিশ্চিতরূপে সম্যক প্রসিদ্ধি লাভ করবেন।

কোরআন পুনর্বার ঘোষণা দেয় যে, ঈসা (আঃ)-এর ইন্তেকালের আগে সকল আসমানী কিতাবের অনুসারীরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস আনবেন :

**কিতাবীদের প্রভ্যকেই তাঁর মৃত্যুর আগে তাঁকে বিশ্বাস করবে।  
রোজ কেয়ামতে সেও সাক্ষ্য দেবে।**

— সূরা আল-নিসা : ১৫৯

উপরোক্ত আয়াত থেকে আমরা স্পষ্ট জানতে পারি যে, ঈসা (আঃ) সম্পর্কে তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী এখনও অপূর্ণ রয়েছে।

**প্রথম,** অন্যান্য সকল মানুষের মত পয়গাম্বর ঈসা (আঃ)-ও মৃত্যুবরণ করবেন। **দ্বিতীয়,** আসমানী কিতাবের অনুসারীগণ তাকে চাকুর দেখবে এবং তার জীবৎকালে তার বাণী অনুধাবন করবে। কেয়ামতের আগে যখন ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটবে, তখন নিশ্চিতরূপে এই দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে। **তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী-** ঈসা (আঃ) আসমানী কিতাবের অনুসারীদের বিরক্তকে সাক্ষ্য প্রদান করবেন— কেয়ামতের দিনে তা সম্পন্ন হবে।

সূরা মরিয়মের এই আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে :

**আমার প্রতি শান্তি আমার অন্তিমিলে, মৃত্যুমিলে এবং জীবিত অবস্থায়  
পুনরুত্থানের দিলে ।**

— সূরা মরিয়ম : ৩৩

সূরা ইমরানের ৫৫তম আয়াত ও সূরা মরিয়মের ৩৩তম আয়াতের তুলনামূলক পাঠ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য উত্তৃষ্টি হয়। প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হয় যে, আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে তাঁর কাছে তুলে নেন। ঈসা (আঃ) মারা গেলেন কিনা এ সম্বন্ধে এই আয়াতে কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু শেষোক্ত আয়াতে ঈসা (আঃ)-র মৃত্যুর উল্লেখ আছে। এই মৃত্যু তখনই সম্ভব, যদি ঈসা (আঃ) পুনরায় পৃথিবীতে আসেন এবং কিছুকাল জীবনযাপনের পর মৃত্যুবরণ করেন (আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানী)।

অন্য এক আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

**তিনি তাকে কিতাব, জ্ঞান, তৌরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দেবেন।**

— সূরা আল-ইমরান : ৪৮

উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত '**কিতাব**' সম্বন্ধে সম্যক ধারণার জন্য আমাদের কোরআনে উক্ত আনুষঙ্গিক আয়াতসমূহ অনুধাবন করতে হবে। যেহেতু '**কিতাব**' তৌরাত ও ইঞ্জিলের সঙ্গে একই আয়াতে উল্লিখিত। সুতরাং তা নিশ্চিতরূপে কোরআনকেই বোঝায়। সূরা আল-ইমরানের তৃতীয় আয়াতে আমরা এর অন্যতম উদাহরণ পাই :

আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরজীব, চিরহাসী। সত্যের আকর হিসেবে তিনি তোমার কাছে কিভাব নাযিল করেছেন, যা পূর্ববর্তীদের সমর্থক। যানবজ্ঞাতির হেদায়েতের জন্যে তিনি ইতিপূর্বে তৌরাত ও ইঙ্গিল নাযিল করেছেন এবং তিনি নাযিল করেছেন কোরআন (সত্য ও মিথ্যার পার্শ্বক্য নির্ণয়কারী)।

— সূরা আল-ইমরান : ২-৪

সে অবস্থায়, সূরা ইমরানের ৪৮তম আয়াতে উল্লিখিত কিভাব, যা আল্লাহ তাকে শেখাবেন, তা শুধু কোরআনই হতে পারে। আমরা জানি, ২০০০ বছর আগে পৃথিবীতে তার জীবৎকালেই ঈসা (আঃ) তৌরাত ও ইঙ্গিল জানতেন। স্পষ্টতঃ, পৃথিবীতে তার দ্বিতীয় আগমনের সময়ে তিনি কোরআনই শিখবেন।

সূরা আল-ইমরানের ৫৯তম আয়াতের বর্ণনা চমকপ্রদ : “আল্লাহর কাছে ঈসা (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত আদমের যতই।”... প্রতীয়মান হয় যে, দুই নবীর মধ্যে একাধিক সাদৃশ্য থাকবে। আমরা জানি যে, আদম (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর মধ্যকার প্রথম সাদৃশ্য এই যে, তাদের কারোরই পিতা নেই। উপরোক্ত আয়াত থেকে আমরা দ্বিতীয় সাদৃশ্য নিরূপণ করতে পারি যে, আদম (আঃ) বেহেশত থেকে দুনিয়ায় নেমে এসেছিলেন এবং ঈসা (আঃ) কেয়ামতের আগে আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবেন।

ঈসা (আঃ) প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন :

সেই তো কেয়ামতের অগ্রদূত। এ সবক্ষে কোন সন্দেহ কর না।  
তোমরা আমার অনুসরণ কর। এটাই সোজা পথ।

— সূরা আল-যুনৰাফ : ৬১

আমরা জানি, কোরআন নাযিলের ছয় শতাব্দী পূর্বে ঈসা (আঃ) আবির্ভূত হয়েছিলেন। উপরোক্ত আয়াত তাই তাঁর প্রথম জীবনের কথা বলছে না; বরঞ্চ কেয়ামতের আগে তাঁর পুনরাগমনের কথা বলছে। খৃষ্টান ও মুসলমান— উভয় সমাজই আকুল আগ্রহে তাঁর প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করছে। পৃথিবী বক্ষে এই সম্মানিত অতিথির উপস্থিতি হবে কেয়ামতের সংকেত।

সূরা মায়েদা ও সূরা ইমরানে ‘ওয়াকাহলান’ শব্দের ব্যবহারে ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমনের অতিরিক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। ইরশাদ হচ্ছে :

আল্লাহ বলেন, “হে যরিয়ম পুত্র ঈসা! তোমার ও তোমার মাঝের প্রতি আমার অনুগ্রহ শীরণ কর। জিবরাইলকে দিয়ে আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছি। তুমি শিশু ধাকতেই, আবার বড় হয়েও মানুষের সাথে একইভাবে কথা বলেছ।

— সূরা আল-মারেদা ১: ১১০

সে মানুষের সাথে কথা বলবে— শিশুকালে এবং পরিণত বয়সেও এবং শুধুই পৃষ্ঠাবাল হবে।

— সূরা আলে-ইমরান ৩: ৪৬

ওয়াকাহলান (পূর্ণ বয়স্ক) শব্দটি মাঝ এই দুটি আয়াতে এবং কেবল ঈসা (আঃ) প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। ঈসা (আঃ)-এর পরিণত বয়সের বিবরণ দিতে গিয়েই এর ব্যবহার হয়েছে। পরিণত বয়স বলতে যৌবনের শেষ, ৩০ এবং বার্ধক্যের শুরু, ৩০ থেকে ৫০-এর মধ্যবর্তী বয়সকেই বোঝায়। ইসলামী বিজ্ঞনের পরিভাষায় এ শব্দটি দিয়ে ৩৫ বছরের পরবর্তী বয়সকেই বোঝানো হয়েছে।

ইসলামিক বিজ্ঞন ইব্লিনে আকাস বর্ণিত মতবাদের উপর নির্ভরশীল :

আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে ঘৰ্যন তুলে নেন, তখন তার যুবক বয়স— ৩০ দশকের শুরু এবং পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পরে তিনি আরো ৪০ বছর আয়ু পাবেন। পুনরাগমনের পরে তিনি ক্রমে বৃক্ষ বয়সে উপনীত হবেন। এই আয়াত তাই তার প্রত্যাবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় প্রমাণ বহন করে।

আগেই যেমন বলা হয়েছে, কোরআনের ঘনিষ্ঠ সমীক্ষায় আমরা দেখতে পাই যে, এই শব্দটি শুধু ঈসা (আঃ) প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। নবীগণ সকলেই জনগোষ্ঠীর সাথে কথা বলেছেন, তাদেরকে ধর্মের পথে আহ্বান জানিয়েছেন। অন্য সকলেই তা করেছেন তাদের পরিণত বয়সে। কিন্তু ঈসা (আঃ) সবকে যেমন, অন্য নবীদের ব্যাপারে কোরআন তেমন কিছু বলে না। এই শব্দটি যে কেবল ঈসা (আঃ) সম্পর্কে প্রয়োগ হয়েছে, এটাই এক বিশ্বায়। ‘শিশু বয়সে’ এবং ‘পরিণত বয়সে’— এই শব্দগুচ্ছ দু'টির ব্যবহার অবশ্যই বিশ্বায়কর।

নিঃসন্দেহে এটি একটি অলৌকিক ঘটনা যে ঈসা (আঃ) তার দোলনা থেকেই কথা বলবেন। এমন ঘটনা ইতিপূর্বে কখনও ঘটেনি। কোরআনে এই বিশ্বায়কর ঘটনার কথা বেশ কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরেই এসেছে এই শব্দগুচ্ছ “এবং পরিণত বয়সেও কথা বলবেন।”

এখানে একটি অলৌকিক ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যদি এ শব্দগুলো আল্লাহ তাঁকে তুলে নেবার আগের জীবনের কথা বলত, তাহলে তাতে তো কোন অলৌকিকত্ব নেই। তাঁহলে দোলনার কথার পরপরই অলৌকিক এই কথার অবতারণা থাকত না। তদবস্থায় ‘শিশুকাল থেকে বৃক্ষ বয়স পর্যন্ত’ বা এ ধরনের কোন ব্যাখ্যনা থাকত যা বাকস্ফূর্তি থেকে অন্তর্ধান পর্যন্ত সময়কালকে বোঝাত। কিন্তু ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ দুই অলৌকিক ঘটনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম, অতি শিশুকালে দোলনায় থাকাকালীন কথা বলা; দ্বিতীয়তঃ পরিণত বয়সে কথা বলা। এই ‘পরিণত বয়স’ তার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পরে লক্ষ বয়স এবং সেইহেতু অলৌকিক (নিচয়ই আল্লাহ সম্যক সর্বজ্ঞ)।

ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে হাদীসেও বহু উল্লেখ আছে। কয়েকটি হাদীসে ঐ সময়ে পৃথিবী অনুসৃত তার অন্যান্য কার্যাবলীরও বর্ণনা আছে। ‘নকল নবীদের আবির্ভাবের পরে ঈসা (আঃ) এর প্রত্যাবর্তন’ অধ্যায়ে উপরোক্ত হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে (অধিকতর বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ ৪ হারুন ইয়াহিয়া বিরচিত ‘যিসাস উইল রিটার্ন,’ তা-হা পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি- ২০০১)।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঠককে অবহিত করার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। আল্লাহ রসূল মোহাম্মদ (সঃ)-কে তার শেষ পয়গম্বর হিসেবে প্রেরণ করেন। কোরআন তারই প্রতি নাযিল হয়, যা কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্বমানবতার জন্য অনুসরণীয় পথ-নির্দেশনা। আশ্চর্যজনকভাবে, কেয়ামতের আগে আগে ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন ঘটবে কিন্তু রসূলের উক্তি অনুসারে, তিনি কোন নতুন ধর্মমত নিয়ে আসবেন না। শেষ নবী মোহাম্মদ (সঃ) মানবজাতির জন্য যে সত্যধর্ম রেখে গিয়েছেন, ঈসা (আঃ) তারই অনুবর্তী হবেন।

## চন্দ্ৰ ব্যবচেছে *The Splitting of the Moon*

কোৱালানেৰ ৫৪তম সূৱাৰ নাম 'আল-কুমাৰ' অৰ্থাৎ চন্দ্ৰ। বিভিন্ন পৰ্যায়ে  
এ সূৱায় নৃহ, আদ, সামুদ, লৃত ও ফেরাউনেৰ কাহিনী বিবৃত হয়েছে।  
এগুলো নবীদেৱ সাবধান বাণীৰ প্রতি মনোযোগ না দেয়াৰ জন্য বিভিন্ন  
জনগোষ্ঠীৰ উপৰ নিপত্তি নিঘেহেৰ কাহিনী। কিন্তু সৰ্বপ্ৰথম আয়াতে  
কেয়ামত সমক্ষে একটি অত্যন্ত গুৱাতুপূৰ্ণ খবৱ দেয়া হয়েছে।

কেয়ামত আসন্ন; চন্দ্ৰ বিদীৰ্ঘ হয়েছে।

— সূৱা আল-কুমাৰ : ১

'বিদীৰ্ঘ হয়েছে' বোৱাতে আৱৰীতে 'শাকা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।  
একাধিক অৰ্থেৰ মধ্য থেকে টীকাকাৰণ 'বিদীৰ্ঘ হয়েছে' অৰ্থটি গ্ৰহণ  
কৱেছেন। আৱৰীতে শব্দটিৰ অন্যান্য অৰ্থ হল 'হাল চাষ কৱা' ও 'খনন  
কৱা'।

দ্বিতীয় অৰ্থেৰ ব্যবহাৱ আমৱা আৱ একটি আয়াতে পাই :

আমি তো প্ৰচুৰ পানি বৰ্ষণ কৱি; সুন্দৱভাবে ভূমি কৰ্ষণ কৱি এবং  
তাতে ফসল ফলাই- আজুৱ, শাকসজি, জলপাই ও খেজুৱ।

— সূৱা আবাসা : ২৫-২৯

স্পষ্টতঃ এখানে 'শাকা' অৰ্থ 'বিদীৰ্ঘ কৱা' নয়। এখানকাৰ প্ৰযোজ্য অৰ্থ-  
'ফসল উৎপাদনেৰ উদ্দেশ্যে জমি চাষ কৱা।'

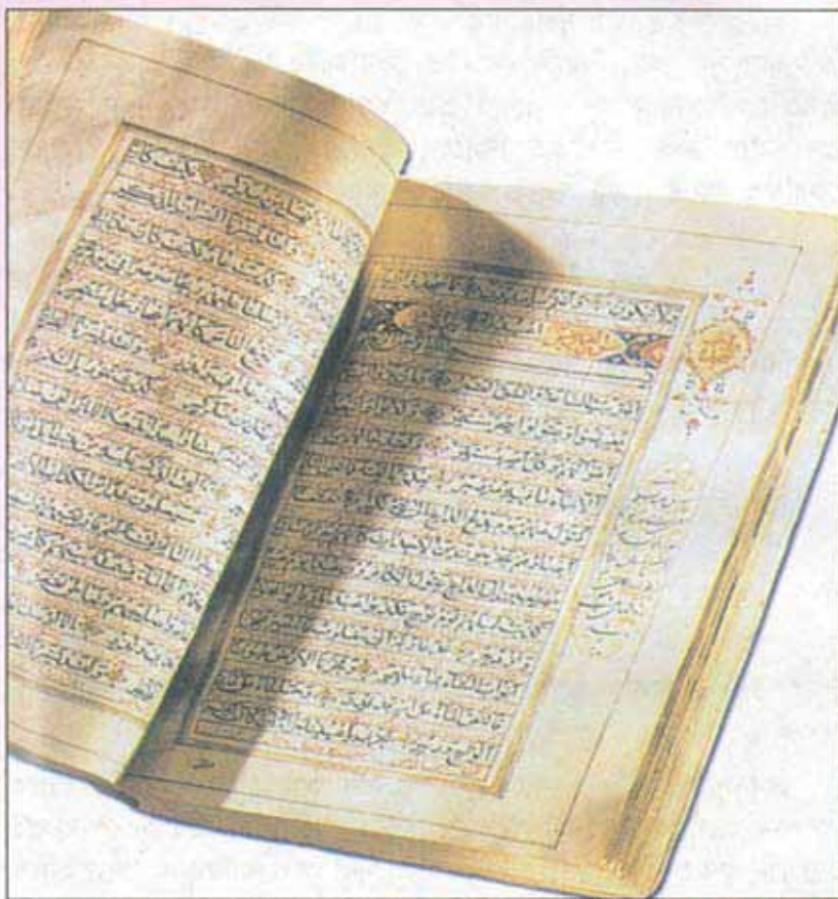
পশ্চাদন্তিতে ১৯৬৯ সালে ফিৱে গেলে আমৱা কোৱালানে উল্লিখিত  
অন্যতম অলৌকিক ঘটনা পৰ্যবেক্ষণ কৱতে পাৰি। ঐ বছৰ ২০শে জুলাই  
চন্দ্ৰপৃষ্ঠে কৃত নিৱীক্ষা ১৪০০ বছৰ আগে সূৱা আল-কুমাৰ-এ প্ৰদণ ইঙ্গিত  
কৱায়নেৰ খবৱ আনে। সেদিন চন্দ্ৰপৃষ্ঠে আমেৱিকান নড়োচাৰীদেৱ  
পদাৰ্পণেৰ দিন। চন্দ্ৰপৃষ্ঠে খোঢ়াখুড়ি কৱতে কৱতে সেদিন বেশকিছু নিৱীক্ষা  
কৱা হয় এবং চন্দ্ৰশিলা ও মৃত্তিকা সংগ্ৰহ কৱা হয়। তাজ্জব এৱ বিষয় এই  
যে, সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী কোৱালানে বৰ্ণিত আয়াতেৰ সাথে সম্পূৰ্ণৱপে  
সামঞ্জস্যমণ্ডিত।

চন্দ্ৰপৃষ্ঠ থেকে সংগ্ৰহীত ১৫.৪ কিলোগ্ৰাম শিলা ও মৃত্তিকা সাৱা বিশ্বেৰ  
জনগণেৰ কাছ থেকে প্ৰচুৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৱে। নাসাৰ রিপোর্ট অনুসাৱে

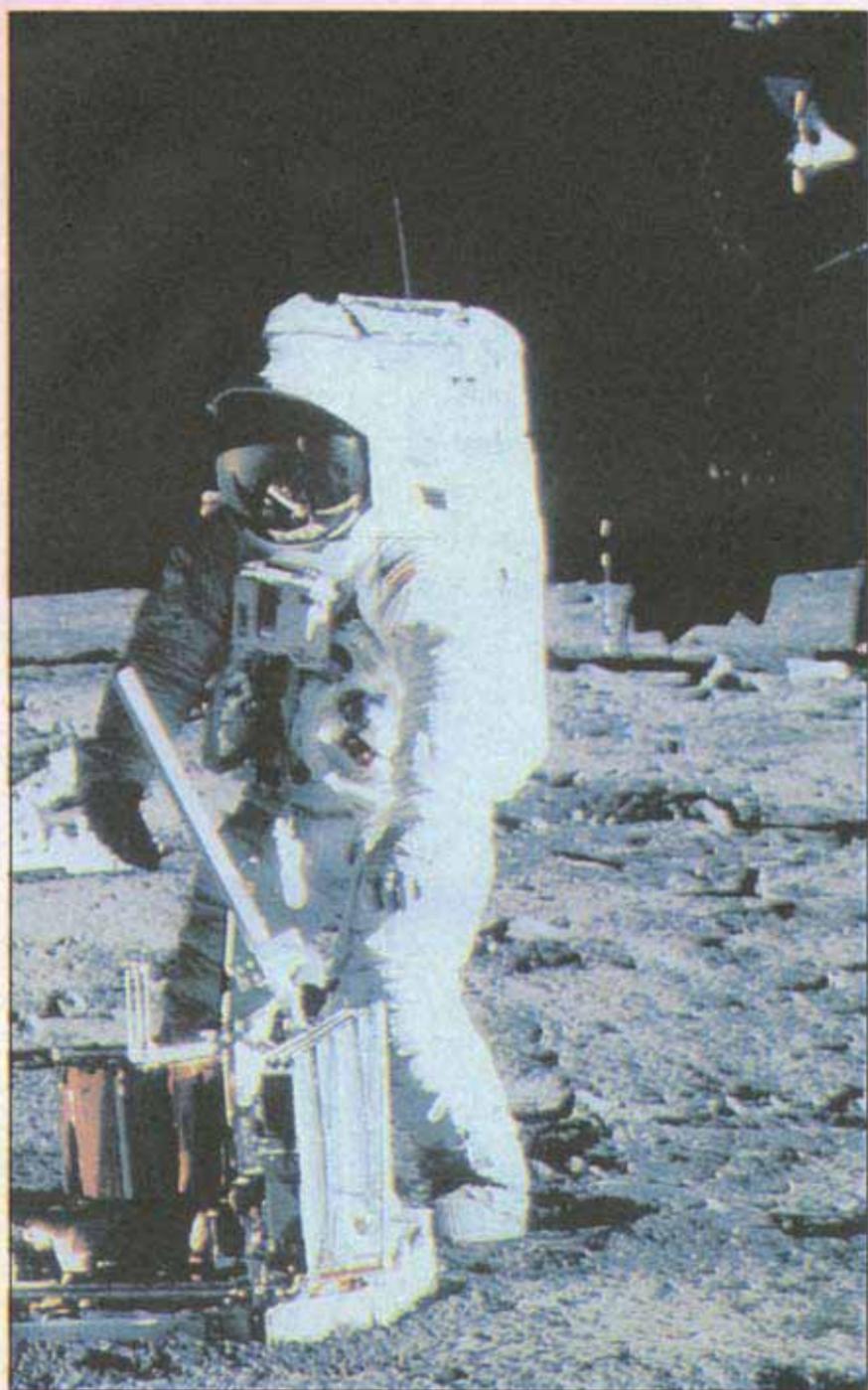
সে উৎসুকের মাত্রা বিংশ শতাব্দীর অন্যসব বৈজ্ঞানিক অভিযানের ক্ষেত্রে  
উদ্ভৃত কৌতুহলকে ছাড়িয়ে যায়।

**কেয়ামত সমাপ্তি; চন্দ্ৰ বিদীৰ্ঘ হয়েছে।**

— সূরা আল-কুমাৰ



চন্দ্ৰাভিযানের শ্লোগানটি বড়ই চিন্তহারী : ‘একজন মানুষের ছোট একটি  
পদক্ষেপ, মানবজাতির জন্য বলিষ্ঠ উল্লক্ষণ।’ বহির্বিশ্ব গবেষণায় সে এক  
অবিস্মরণীয় সময়। ক্যামেরায় নথিবন্ধ হয়ে সে ঘটনা বহুজনের দৃষ্টিগোচর  
হয়েছে। সূরা আল-কুমাৰ-এ যেমন বলা হয়েছে— এই ঘটনাটিও কেয়ামতের  
অন্যতম আলামত হতে পারে। এমন হতে পারে যে, বিশ্বপ্রকৃতি শেষ  
বিচারের আগে অন্তিম সময়ের নিকটবর্তী (আল্লাহ নিশ্চয়ই সবচেয়ে ভালো  
জানেন)।



শেষ কথা, এই আয়াতের অব্যবহিত পরে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সাবধান বাণী দেয়া হয়েছে। স্মরণ করালো হয়েছে যে, এই সঙ্কেতগুলো ভুল পথ পরিহার করার জন্য সাবধানতামূলক স্মারক কিন্তু যারা এসব সাবধান বাণীকে অগ্রহ্য করবে, তারা শেষ বিচারের দিনে, পুনর্জীবন লাভের পরে দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। কোরআন একে ‘অবগন্নীয় ভয়াবহতা’ বলে অভিহিত করেছে :

সময়ের শেষ আসন্ন। চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা কোন নির্দর্শন দেখলেই মুখ ফিরিয়ে নেয়; বলে, “এ তো চিরাচরিত যাদু।” তারা মিথ্যাচারী, প্রবৃত্তির দাস। কিন্তু সবকিছুরই মেয়াদ নির্দিষ্ট। তাদের কাছে সংবাদ এসেছে; তাতে আছে সাবধান বাণী। কিন্তু পূর্ণজ্ঞান সেসব সর্তর্কবাণী অফলপ্রসূ হয়েছে। সুতরাং তুমি মুখ ফিরিয়ে থাক। যেদিন সমন জারি হবে এবং তাদেরকে অবগন্নীয় ভয়াবহতার দিকে ডাকা হবে সেদিন তারা বিক্ষিণ্ণ পঙ্গপালের মত চোখ নিচু করে কবর থেকে বের হয়ে আহ্বানকারীর দিকে ছুটবে।

**অবিশ্বাসীরা বলবে; একি নিদারণ দিন!**

— সুরা আল-কুমার ৩ ১-৮



কেয়ামতের  
আলামত সম্পর্কে  
হাদীস

*The Signs  
of the Last Day  
in the Hadiths  
of the Prophet  
(saas)*

‘চৌদশ’ বছর আগে রসূল মোহাম্মদ (সঃ) কেয়ামত সম্পর্কিত অনেক রহস্য সাহাবাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। লোক পরম্পরায় সেসব বাণী বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের গবেষণার মধ্য দিয়ে আজ পর্যন্ত চলে এসেছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে সেই সব হাদীস ও জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হয়েছে।

শেষ দিন সম্পর্কিত এসব হাদীসের সত্যতা ও প্রাধিকার সম্বন্ধে পাঠকের মনে সন্দেহের উদ্বেক হতে পারে। এ কথা সত্য যে, অভীতে রসূলের নাম দিয়ে কিছু জাল হাদীস প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু বক্ষ্যমান বিষয়ে উপস্থাপিত হাদীসসমূহ যে যথার্থই রসূল (সঃ) থেকে সম্ভূত তা সহজেই প্রমাণসাপেক্ষ। আসল থেকে নকলের পার্থক্য নির্ণয়ের পক্ষা বিদ্যমান। আমরা জানি যে, কেয়ামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহে এমন সব ঘটনার উল্লেখ আছে যা ভবিষ্যতে ঘটবে। সেহেতু, যখনই হাদীসে বর্ণিত সম্ভাব্য ঘটনাটি ঘটে যায়, তখনই তদসম্পর্কিত দ্বন্দ্ব কেটে যায়।

বেশ কিছু ইসলামী চিন্তাবিদ কেয়ামত ও তদসম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণাকালে এই পক্ষা ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে অন্যতম কুশলী বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী বলেন যে হাদীসে বর্ণিত প্রচুর ঘটনা আজকের দিনের ঘটনাবলীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে; এর থেকে উক্ত হাদীসসমূহের সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।<sup>১৪</sup>

ইসলামের ১৪০০ বছরের ইতিহাসে হাদীসে বর্ণিত বিবিধ নির্দর্শন বিভিন্ন সময়ে, পৃথিবীর নানা জায়গায় দেখা গিয়েছে। কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না যে, শেষ সময় এসে গিয়েছে। কারণ, আরুক্ষ ঘটনাসমূহ কেয়ামতের পূর্বে একাদিক্রমে সংঘটিত হবে। হাদীসে এভাবে রেওয়ায়েত হচ্ছে :

ঘটনাপ্রবাহ একের পর এক চলতে থাকবে, মালা ছিড়ে গেলে যেমন  
একটাৰ পর একটা দালা পড়তে থাকে।

— তিরমিজি

শেষ সময়কে উপরোক্ত জ্ঞানের আলোকে বিচার করলে আমরা এক অভিনব সিদ্ধান্তে পৌছাই। রসূল (সঃ) যে সকল অভিজ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো কিন্তু বিভিন্ন দেশে একের পর এক ঘটেই চলেছে এবং যেভাবে হাদীসে উল্লেখ আছে, ঠিক সেভাবেই; মনে হয় যেন, হাদীস আমাদেরই যুগের অগ্রিম রেখাচিত্র এঁকে রেখেছে। এটি সত্যিই বিশ্বয়কর এবং নিবিড় মনোযোগের দাবিদার। সংঘটিত প্রতিটি ঘটনা মানুষের জন্য স্মারক : কেয়ামত আসল্ল, যেদিন সকলকে আল্লাহর সান্নিধ্যে আপনাপন কার্যাবলীর জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং সকলেরই উচিত- অবিলম্বে কোরআন প্রদর্শিত নৈতিক পথে নিজ নিজ জীবনকে পরিচালিত করা।

# যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অরাজকতা

*War and Anarchy*

শেষ সময়কে রসূল (সঃ) অন্যতম হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন :

আল্লাহর রসূল বললেন : “হার্জ বেড়ে থাবে।”

তারা [সাহাবীরা] পেশ করলেন : “হার্জ কি?”

তিনি উত্তর দিলেন : “[এটা হল] আণী হত্যা,  
[এটা হল] খুন্ধাখারাপী।”

— বোখারী

হাদীসে উল্লেখিত ‘হার্জ’ শব্দের বিস্তারিত অর্থ ‘চরম অব্যবস্থা’ ও ‘বিশৃঙ্খলা’, যা পৃথিবীর কোন বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকবে না; সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।

একই বিষয়ে অপর দু'টি হাদীসের উক্তি এরূপ :

শেষ সময় যখন আসবে, তখনই সর্বজাই  
নৃশসতা, রক্তপাত ও অরাজকতার প্রাদুর্ভাব ঘটবে।

— আল-মুতাবী আল-হিন্দী, মুখ্যাখ্যাত কাল্পন উচ্চাল

যতদিন পর্যন্ত সার্বজনীন গণহত্যা  
ও রক্তপাত নেমে না আসবে, ততদিন  
পর্যন্ত পৃথিবীর শেষ দিন আসবে না।

— মুসলিম

গত ১৪শ' বছরকে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ অঞ্চল বিশেষে সীমায়িত ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে, গত দু'টি মহাযুদ্ধে সারা পৃথিবী সম্পৃক্ত হয়েছে; ফলে গোটা বিশ্বের রাজনীতি, অর্থব্যবস্থা এবং সামাজিক কাঠামো প্রভাবিত হয়েছে।

প্রথম বিশ্বুদ্ধে দুই কোটি লোক প্রাণ হারায়; দ্বিতীয় বিশ্বুদ্ধে এ সংখ্যা পাঁচ কোটি ছাড়িয়ে যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বুদ্ধ সবচেয়ে রক্তশ্বাসী, ধ্বংসাত্মক ও হিংসন্যান্ত তাত্ত্বিক হিসেবে পরিগণিত।

আধুনিক সামরিক প্রকৌশল যুদ্ধের ধ্বংসক্রমতা অপ্রমেয়ভাবে বৃদ্ধি করেছে। আনবিক, জৈবিক ও রাসায়নিক বলে আখ্যাত গণবিধ্বৎসী অন্তর্শ্রেষ্ঠ এ জন্য দায়ী। অবস্থা দৃষ্টে ধারণা করা হয় যে, পৃথিবী তৃতীয় বিশ্বুদ্ধের দাবদাহে প্রবেশ করবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বুদ্ধ পরবর্তী সংঘাতসমূহ-ঠান্ডা লড়াই, কোরিয়ার যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, আরব-ইসরাইলী বিরোধ, উপসাগরীয় যুদ্ধ-আধুনিক কালের ত্রাস্তিকালীন ঘটনাসমূহের অন্যতম। অনুরূপভাবে, আধুনিক যুদ্ধ, সীমিত সংঘাত ও গৃহযুদ্ধ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের ক্ষতিসাধন করেছে। এখনও বিবিধ স্থলে ধূমায়িত সমস্যাসমূহ-বস্তীয়া, প্যালেস্টাইন, চেচেনিয়া, আফগানিস্তান, কাশ্মীর ও অন্যান্য-মানবজাতির ক্ষেত্রে বোৰা বাঢ়িয়ে চলেছে।

অন্য আর একটি অব্যবস্থা, যা যুদ্ধাবস্থার মতই মানবজাতিকে পীড়া দিচ্ছে, তা হ'ল বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক। অভিজ্ঞ মহলের সকলেই এ কথা শীকার করবেন যে, এই আতঙ্কবাজি বিংশ শতাব্দীর শেষার্দে অতিমাত্রায় বেড়ে গিয়েছে।<sup>১০</sup> ব্রহ্মতঃপক্ষে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, আতঙ্কবাজি বিংশ শতাব্দীরই অবদান। বর্ণবাদ, কম্যুনিজ্ম এবং তদনুরূপ বিভিন্ন মতবাদ বা বিভিন্ন গোষ্ঠীর জাতিগত চেতনাবোধ নৃশংসতার আশ্রয়ে, আধুনিক অন্তর্প্রকৌশলের সহায়তায় আপনাপন উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীর সাম্প্রতিক ইতিহাসে আতঙ্কবাজি বারংবার বিশ্বজ্ঞাল অব্যবস্থার জন্য দিয়েছে। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে; অগণিত মানুষ হতাহত হয়েছে। তবুও এসব দুঃখবহ ঘটনা থেকে মানুষ কোন শিক্ষা গ্রহণ করেনি। পৃথিবীর বহু প্রাণে এখনও আতঙ্কবাজি অরাজকতার ঘাতক বীজ বুলে চলেছে।

কোরআনের একাধিক আয়াতে এ ধরনের ঘটনার উল্লেখ আছে। সূরা আর-রুমে বলা হয়েছে যে, মানুষ নিজ কৃতকর্মের কারণে নিজের উপর এই দুর্ভোগ টেনে এনেছে :

মানুষের কর্মদোষে জলে-হলে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। কোন কোন কৃতকর্মের জন্য তাদের শান্তি হয়; যাতে তারা সুপর্ণে ফিরে আসে।

এই আয়াত আমাদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যকে স্মরণ করায় :  
আপন অবিমৃশ্যকারিতাজনিত কষ্ট ও ভোগান্তি মানুষকে ভাস্ত পথ থেকে  
প্রত্যাহত হবার সুযোগ প্রদান করে ।



**Newsweek, March 15,**

# War Path

After U.S. military bombing to break down resistance, Iraq's streets become an American urban war zone like Detroit. It's now Sarajevo again—and beginning to look like a full-scale war.

**Newsweek, March 15, 1999**

# Casualties of War

**Newsweek, April 25, 1999**

# Newswed

MURDER IN UGANDA  
SUDAN'S TERRIBLE TRUTHS

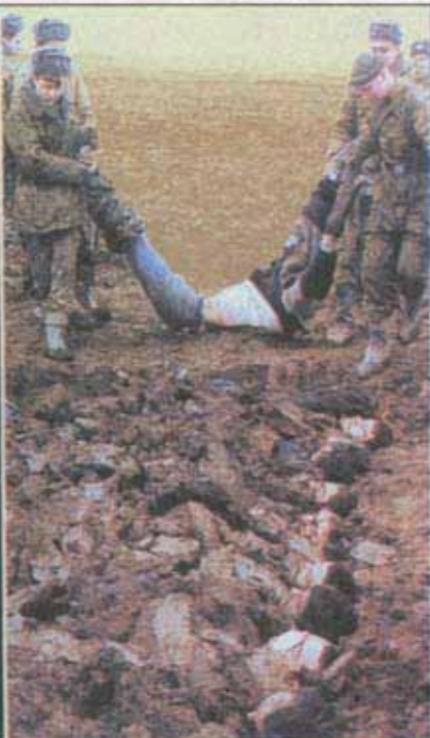
**THE WORLD AT WAR**

From Sarajevo to Sarajevo: A Century of Eyewitness Accounts

হাদীসে রসূল (সঃ) বিশ্বময় যুক্ত ও আতঙ্কের প্রাদুর্ভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলোকে তিনি কেয়ামতের পূর্ব লক্ষণ বলে চিহ্নিত করেছেন। গোটা বিশ্বই আজ আঘাতিক সংঘাত ও গৃহযুদ্ধের অশান্তিতে জড়িয়ে আছে।



বহু দেশ এবন নিজ ন্যাগরিকের দ্বারা সৃষ্টি আতঙ্কবাজির শিকার। চেচনিয়ার মত জারাগায়া গণকর্বর (ভানো) অনাবৃত হয়েছে; বায়োবাস ও শিতরা উর্পীভূমির শিকার হচ্ছে। এবং বহুবিধ সংযোগ ও আতঙ্ক আমাদের সরবাহিকের সম্পর্ক করে। এইস্লা খেল দিনের আতঙ্কান। হাদীসে এ খরামের সম্মাননার কথা ভবিষ্যাবাণী করা হয়েছে। সর্বাইকে এসক্ষণের অন্ধবাদ এবং এক খেকে শিক্ষা এহল করা উচিত।





আরাইম রসেল (স্ল) বলিত ভবিষ্যতে নীপনেই সত্তা হয়ে উঠবে। সময় পরিবর্তে এমন অভিযন্তা ঘটিবে যাকে আর এখন এইসব ঘটনা নিয়ে জোরাবণ প্রদর্শিত কোভের পরে ঘটবে আসুব জন্ম মানবজাতির প্রতি সতর্কতার সংকেত।



South Review, April 2001

## Millions Of Kids Killed In Wars

By Grace Machel

**M**ANY wars have always victimized children, and after two centuries, the killing ways are exploding, meaning that killing children seems nothing like it was previously than ever. The past of the Cold War period, instances of the conflicts that took place during the experience have

conflict has firmly stayed. Conflicts by international armed conflict programs, using television networks have been forced to instruct fully various areas, and their actions, underline the size of the public sector in doing so, they have often become national economic and diplomatic

international emergency relief to the victims of conflict is included and services, but it is well known to 2000 and 2000, the United Nations reported US\$12.5 billion a year in aid spending for relief work, plus US\$2 billion, but when armed conflicts prevail, private companies and individuals

### The Killing Fields

Photo from <http://www.abc.com> provided courtesy from the website



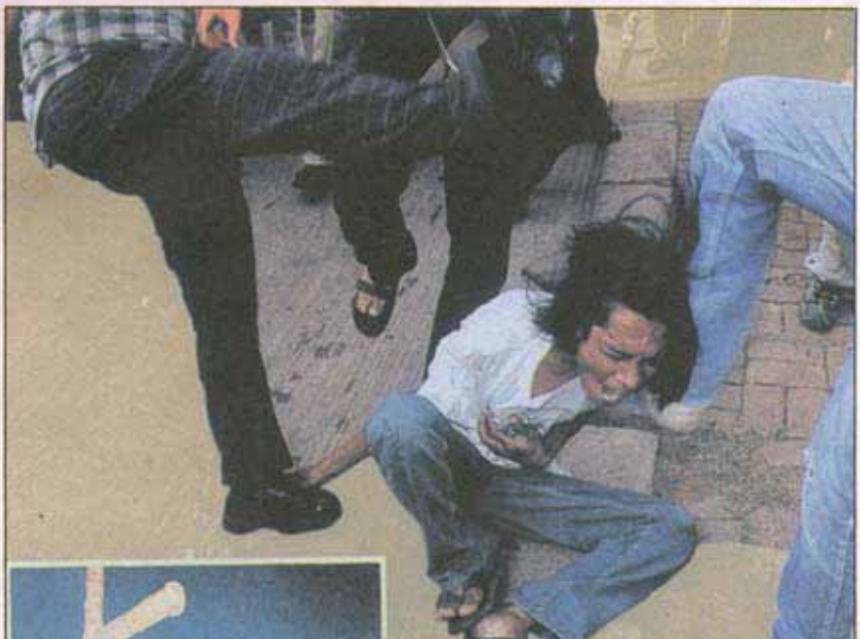
## Lost in the Hell of War

Newsweek, April 5, 1999

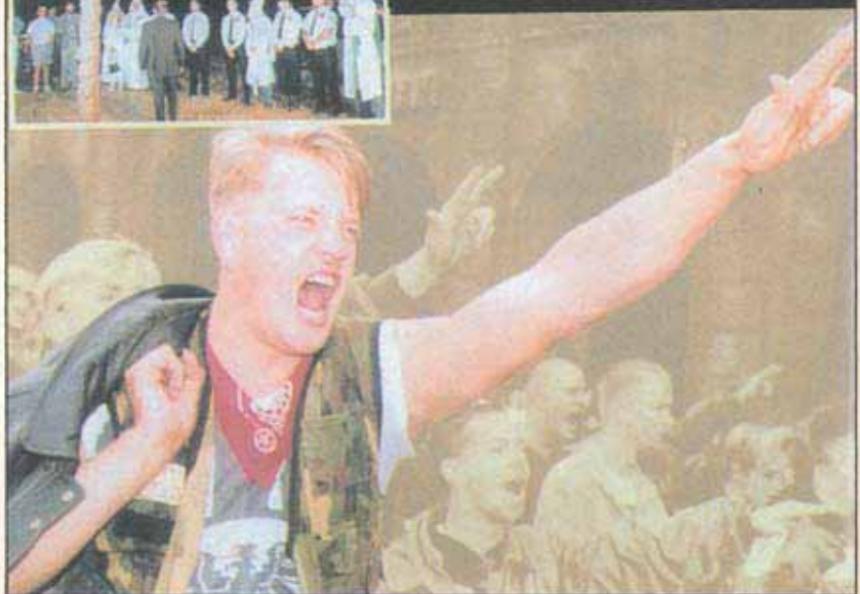
Newsweek, May 23, 1994



কোরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, আপন কৃতকর্মের দ্বারা মানুষ নিজের উপর দুর্ভোগ টেনে এনেছে। বর্তমান সমস্যাসমূহ পৃথিবী তারই প্রমাণ...



সমসায় জজারিত পুরিবীর মানুষ। এ দুর্যোগমূল  
পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, তাদের আন্তিময়  
পথ পরিদ্বার করা উচিত।





সংক্ষেপে, আমরা এখন তালগোল পাকানো এক বিশ্বজ্ঞাল অবস্থার মধ্যে  
বাস করছি। এরই মধ্যে শেষ সময়ের আরও একটি অভিজ্ঞান প্রকট হয়ে  
উঠেছে। এটি একটি কঠোর সতর্কীকরণ। অনন্তর কোরআনের নেতৃত্ব শিক্ষার  
আলোকে নিজেদের জীবন গুছিয়ে নেয়াই হবে সকল মানুষের জন্য উচিত  
কাজ।

# বড় বড় শহরের ধ্বংস : সময় ও সৃষ্টি

## *The Destruction of Great Cities: Wars and Disasters*

কেয়ামত সম্পর্কে রসূল (সঃ) প্রদত্ত অন্যতম ঘোষণা এরূপ :

বিশাল-বিশাল শহর-বন্দর ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে; এমনভাবে নিচিহ্ন হবে যে  
মনে হবে যেন আগের দিনও সেখানে কিছুই ছিল না।

— আল-মুত্তাবী আল-হিন্দী, আল-মুরহান হি আলামত আল-মাহদী আবীর আল-জাহান

এ হাদীসে বর্ণিত শহর-বন্দরের ধ্বংসলীলা যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত  
তাত্ত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আণবিক শস্ত্রাদি, যুদ্ধবিমান, বোমা, মিসাইল ও  
অন্যান্য আধুনিক অস্ত্রসমূহের বেঙ্গমার ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। ভয়াবহ এ অস্ত্রশস্ত্র  
ধ্বংসের তাত্ত্বকে এমন পর্যায়ে পৌছিয়েছে যার তুলনা এর আগে কখনও দেখা  
যায়নি। বিশ্বের বড় বড় সব শহর এই ধ্বংসলীলার লক্ষ্যবস্তু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের  
সময়েও অবিশ্বরণীয় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আণবিক বোমার প্রয়োগে হিরোশিমা ও  
নাগাসাকি শহর দুটি নিঃশেষে নিচিহ্ন হয়ে গিয়েছে। অপরিমিত বোমাবর্ষণের ফলে  
ইউরোপের বহু শহর ও রাজধানী অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে  
ইউরোপীয় শহরগুলোর ক্ষতির বর্ণনা প্রসঙ্গে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার বক্তব্য  
এরূপ :

ধ্বংসাবশিষ্ট ইউরোপের অবস্থা চন্দ্রপৃষ্ঠের সঙ্গে তুলনীয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত, অগ্নিদক্ষ  
শহর; মসীলিঙ্গ অঙ্গারীভূত গ্রামাঞ্চল; বোমার আঘাতে খানাখন্দকে পরিপত রাস্তাঘাট;  
ব্যবহারের অযোগ্য রেলসড়ক; বিনষ্ট বা বিলুপ্ত সাঁকো-সেতু; নিমজ্জিত জাহাজ  
আকীর্ণ পোতাশ্রয়; অকর্মণ্য, ছ্রবির জাহাজের সারি। ‘বার্লিন’, আমেরিকা-দখলীকৃত  
অঞ্চলের সহকারী সামরিক প্রশাসক, জেনারেল লুসিয়াস ডি. ক্রে বলেন, “যেন একটি  
প্রেত নগরী।”

সংক্ষেপে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সংঘটিত অভূতপূর্ব ক্ষতির খতিয়ান রসূল (সঃ) কর্তৃক  
হাদীসে বর্ণিত বিবরণেরই প্রতিচ্ছবি।

ধ্বংসলীলার অন্যতম কারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। পরিসংখ্যান সাক্ষ্য দেয় যে,

সাম্প্রতিককালে প্রাকৃতিক দুর্ঘাগের পৌনঃপুনিকতা ও ভয়াবহতা দুই-ই বৃক্ষি হয়েছে। এই ভয়ংকর পরিস্থিতির সঙ্গে গত দশ বছরে আরও একটি মাত্রা যোগ হয়েছে: শিল্পায়নের একটি অবাঞ্ছিত কিন্তু অবশ্যান্তাবী ও বিপজ্জনক সহযোগী বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়ন। ব্যাপক শিল্পায়নের কারণে পৃথিবীর আবহাওয়া আলোড়িত হচ্ছে এবং তার ভারসাম্য ব্যাহত হচ্ছে। ফলশ্রুতি: বায়ুমণ্ডলে অভিবিতপূর্ণ বিপর্যয়। তাপমাত্রার লিখিত ইতিহাসের দলিল অনুযায়ী ১৯৯৮ ছিল উষ্ণতম বছর।<sup>১</sup> আমেরিকান ন্যাশনাল ক্লাইমেট ডাটা সেন্টারের হিসেব অনুযায়ী ১৯৯৮ সালে সবচেয়ে বেশি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে।<sup>২</sup> আবহাওয়া বিদের নিরিখে হারিকেন মিচ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দুর্ঘাগময় বলে বিবেচিত হয়েছে। ১৯৯৮ সালে মধ্য আমেরিকা এই ঘূর্ণিবাত্যার রংপুরোষের শিকার হয়।<sup>৩</sup>

গত কয়েক বছরে ঘূর্ণিবাত্যা, ঘূর্ণিবাড়, তাইফুন ও এবং বিবিধ দুর্ঘোগ আমেরিকাসহ পৃথিবীর বহু জনপদে ধ্বংসালীলা চালিয়েছে। জলবন্যা ও কর্দমবন্যা বহু জনপদকে আচ্ছন্ন করেছে। ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাত ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাস অনেক ধ্বংস ও ভোগান্তির কারণ হয়েছে। বিবিধ শহর, বন্দর ও জনগোষ্ঠীর উপর নিপত্তি এহেন দুর্ঘোগ ও বিপর্যয় শেষ সময়ের অভিজ্ঞান বৈ নয়।



হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, শেষ সময়ে শহরবন্দর এমনভাবে বিধ্বংস হবে যে তাদের চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। গত শতাব্দীতে বহু শহর এমনভাবে বিলুপ্ত হয়েছে। মুঠি উদাহরণ যথেষ্ট হবে: আগবিক বোমা পতনের পরে হিরোশিমা (উপরে) এবং চেচনিয়ার কতিপয় শহর (ভালে)

Turkish Daily News, November 9, 2001

# Tropical storm toll tops 100, hundreds missing

Heavy rainfall has left thousands of people homeless in areas of 100 people living in the town of 1,000. More than 100 people have been killed. Hundreds more are still missing. In all that's more than 100,000 people have been affected. The town of 100 people has been completely destroyed. The town of 1,000 has been partially destroyed.



We have been told that many houses in the town are now damaged. The people here are living in tents and have nothing left but the clothes they are wearing. We are trying to help them. Please help us.

## Storm ravages Philippines

A major typhoon has hit the Philippines, killing many people. Thousands of homes have been destroyed. Please help us to rebuild our country. Thank you very much. We are grateful.

**Newsweek**

# Deluge

Newsweek, February 13, 1995

**TIME**

# ARCTIC MELTDOWN

This polar bear's in danger, and so are you. Here's how global warming is already threatening the planet.

TIME, April 9, 2000



## The Fury of Georges

Hurricane Georges has already caused billions of dollars in damage.

Newsweek, October 5, 1998

# Under Water

The worst floods in more than 50 years, started the month and continued until the end of northeastern Europe, forcing 200,000 people from their homes.

গত শতাব্দিতে অনেকগুলো বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে। বিভিন্ন দেশে অগন্তন ধ্বংস কাজে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। ঘটনাগুলো হাদীসে বর্ণিত কেয়ামতের আলামতের সাথে আচর্যজনকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর খেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষের উচিত কোরআনের নৈতিক শিক্ষাকে মনে-প্রাণে বরুব করা

## 2001 CAME WITH DISASTERS



<b>USA</b> 11 persons of the same family died in a fire. In a fire in California, at least 2320 hectares of land was destroyed and thousands of people left their homes.	<b>NORTHERN EUROPE</b> The coldest winter ever since gripped Denmark, northern Germany, Norway, and Sweden, many traffic accidents occurred, public transportation came to a halt.	<b>HOLLAND</b> 9 people die in a cafeteria fire.	<b>POLAND</b> 28 people trust to death.	<b>THE UKRAINE</b> Ukrainian ship sank in the Black Sea, 30 people die.	<b>RUSSIA</b> 150 people freeze to death.
<b>COLOMBIA</b> A clash between leftists and rightists, and conflicts caused 116 deaths.	<b>SPAIN</b> A train collided with a van on the tracks. 11 people died. ETA's terrorist continues.	<b>FRANCE</b> 6 people die in a fire.	<b>GERMANY</b> 4 people die in a plane crash.	<b>BOSNIA HERZEGOVINA</b> 16 people die in a bus accident.	<b>CHINA</b> 36 people die in sea accidents, 21 die in two plane accidents and 27 are killed in a methane explosion.
<b>COSTA RICA</b> 23 persons died over New Year's.	<b>ALGERIA</b> 59 die in fire attacks, and 8 die in skirmishes.	<b>ITALY</b> 4 people died while celebrating the New Year, more than 300 were injured by fireworks.	<b>KAZAKHSTAN</b> The temperature falls to 52 degrees below zero, 4 people die.	<b>THE MIDDLE EAST</b> Violent skirmishes between Israel and Palestine.	<b>AFGHANISTAN</b> In 10 days, more than 700 Afghans died of hypothermia.
<b>EL SALVADOR</b> 2000 die in an earthquake.	<b>SUDAN</b> 22 persons die in a massive accident.	<b>THE CONGO</b> 50 dead in a train accident.	<b>IRAN</b> 18 die in a snow storm.	<b>KOREA</b> 10 die in a snow storm.	<b>JAPAN</b> No day passes without an earthquake.
<b>EQUADOR</b> A tank run aground off the Galapagos Islands released hundreds of tons of oil into the sea. It was an environmental disaster that shocked the whole world.	<b>HONDURAS</b> 24 persons were killed, most of them with firearms.	<b>ZAMBIA</b> A ship sank claiming 16 lives.	<b>KENYA</b> 30 villagers die in an attack by cattle thieves.	<b>MOZAMBIQUE</b> 800 people homeless after violent rain storms.	<b>SRI LANKA</b> 100 people die in clashes.
<b>BRAZIL</b> Hundreds of people are injured in a fight that broke out in a square in São Paulo where 1 million people were celebrating the New Year.	<b>PARAGUAY</b> In a month and a half 33 people were murdered, or died as the result of traffic accidents, electrocution, and drowning.	<b>SOUTH AFRICA</b> 70 die of cholera, 14 die after being struck by lightning.	<b>VENUEZUELA</b> 24 passengers died in an airplane accident.	<b>PAKISTAN</b> 24 die in a bus accident, 15 in a train accident.	<b>THE PHILIPPINES</b> Violent rain storms paralyze the economy.
				<b>BANGLADESH</b> 31 persons die of hypothermia and 230 perish in traffic accidents.	

বিশ্ব শতাব্দীকে বিপর্যয়ের শতাব্দী বললে অত্যাধি হয় না। ভূমিকম্প, সামুদ্রিক বাঢ় ও বন্যায় বহু প্রাণহনি হয়েছে; গৃহ্যকে ও আকাশের সংঘাতে এবং সমন্বয়ে ও আকাশপথের দুর্ঘটনায় প্রচুর লোক প্রাণ হারিয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম বছরেও সেই ধারা বহাল রয়েছে। শহর-বন্দরের বিজ্ঞি ও জনগণের বিনাশ-কেয়ামতের আলামত হিসেবে হানীসে বর্ণিত হয়েছে।



বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে  
ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা নাইটাতিক  
প্রাক্তিক বিপর্যয়-সামুদ্রিক ঘড়ি  
মিচ: ১৯১৮ সালে মধ্য আমেরিকা  
এবং আফ্রিকার শিকার হয়।



আধুনিক প্রযুক্তির অসামান্য উন্নতি সত্ত্বেও প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় এখনও উদ্ধৃত হয়নি। মানুষ এখানে একাত্ত নিরপায়। ভূমিকম্প, কাদামাটির চল, আগ্নেয়গিরির অগুঁৎপাত, বন্যা এবং বৃহৎ জনপদের বিঘ্রহণ-এসবই শেষ সময়ের নির্দর্শন।

## ভূমিকম্প Earthquakes

এ কথা অবিস্বাদিত ও ঐতিহাসিক সত্য যে, অন্য কোন প্রাকৃতিক ঘটনা মনুষ্য সমাজকে ভূমিকম্পের ন্যায় এতটা সম্পৃক্ষ করেনি। যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে ভূমিকম্প হতে পারে। অনাদিকাল থেকে এই বিপর্যয় অগণিত মৃত্যু ও অপ্রমেয় ক্ষয়ক্ষতির হেতু হয়েছে। এ কারণেই তা ভৌতিকও কারণ। বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত প্রগতি সে ক্ষতির পরিমাণ অতি সামান্যই সংযত করতে সমর্থ হয়েছে।

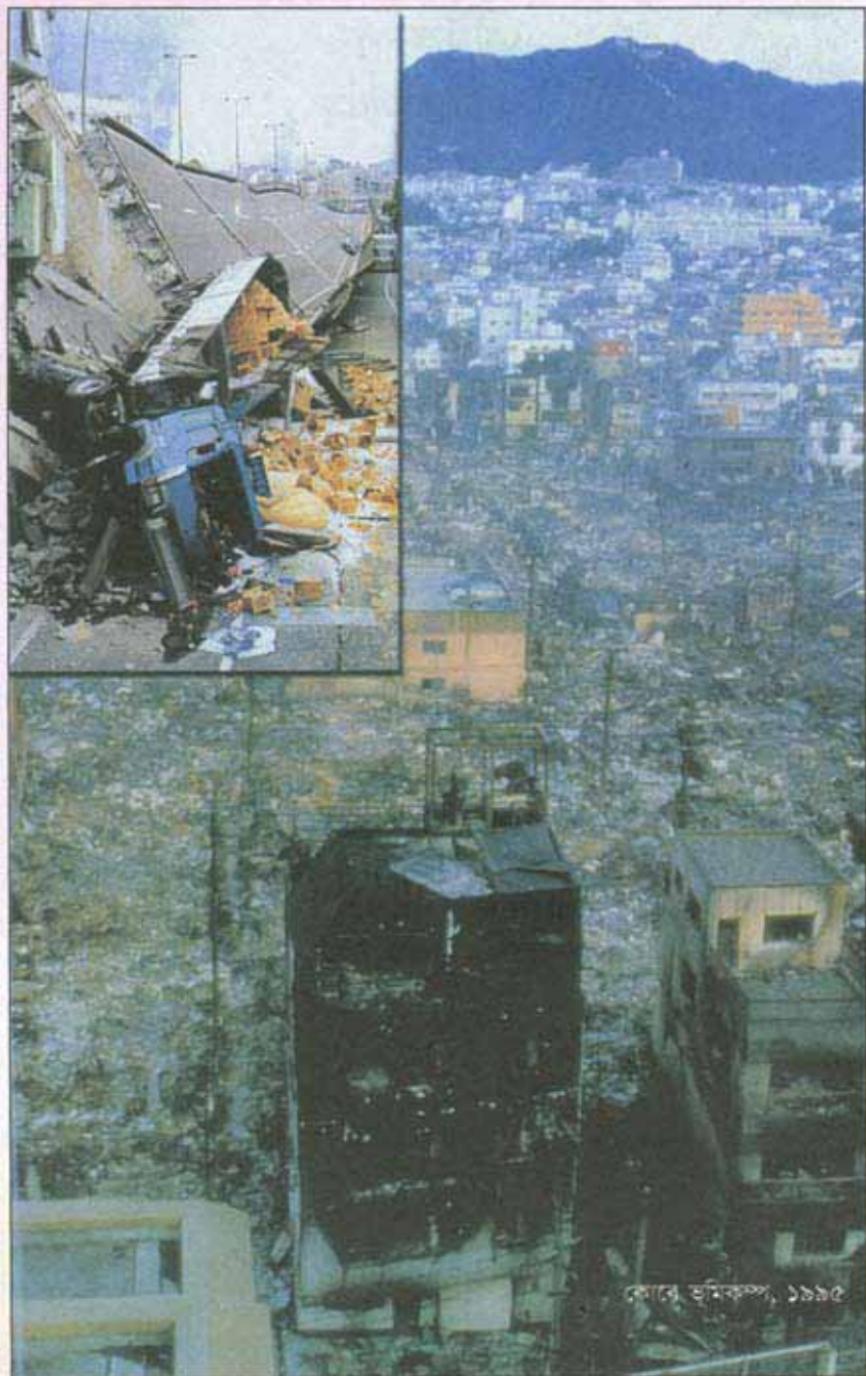
যারা মনে করেন যে, প্রযুক্তি প্রকৃতিকে সংহত করতে সক্ষম, তাদের শিক্ষার জন্য ১৯৯৫ সালের কোবে ভূমিকম্প একটি প্রোজেক্ট দৃষ্টান্ত। অপ্রত্যাশিতভাবে জাপানের বৃহত্তম শিল্প ও যোগাযোগ কেন্দ্রের উপর এ বিপর্যয় নেমে আসে। টাইম ম্যাগাজিনের ভাষ্য অনুযায়ী এ ভূমিকম্প মাত্র বিশ সেকেন্ড কাল স্থায়ী হয় এবং তা আনুমানিক একশ' কোটি ডলারের ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে।

গত পাঁচ বছরে বেশ ঘন ঘন কয়েকটি মারাত্মক ভূমিকম্প ঘটে গিয়েছে। এটি এখন সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে সর্বাধিক ভয়ের কারণ।

আমেরিকান ন্যাশনাল আর্ডেকোয়েক ইনফরমেশন সেন্টার এর ১৯৯৯ সালের নিবন্ধন থেকে জানা যায় যে ঐ বছর গোটা পৃথিবীতে ২০৮৩২টি ভূমিকম্প হয়। ফলশ্রুতিতে ২২৭১১ ব্যক্তির প্রাণহানি হয়।

বস্ত্রের (সঃ) হানীসে উল্লিখিত আছে যে, শেষ সময়ে ভূমিকম্পের পৌনঃগুনিক বৃদ্ধি পাবে। গত কয়েক বছরে ভূমিকম্পের আধিক্য নিখিল বিশ্বের মানবসমাজের দুর্চিহ্নার কারণ হয়ে আছে





Newsweek, January 22, 1995

# Newsweek

## LESSONS FROM A KILLER QUAKE



What California Can Learn From Kobe's Disaster

USGS

Quake-Related Casualties Double, and More Earthquakes, in 1994

Please see editor's note below. Because of the nature of a newsprint, this reflection, information on these events should be read with care.

The number of major earthquakes in 1994 is currently reported as four annual, and quake-related casualties are less than half those in 1993.

Geological Survey (1993-94) Earthquakes have caused more than 22,000 deaths worldwide since Jan. 1, 1990. 12

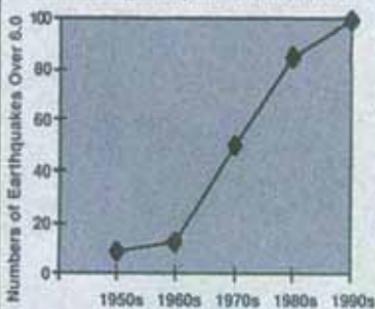
of the earthquakes had a magnitude 7.0 or greater. Earthquakes on August 17,

occurred with such frequency, intensity, and magnitude that they were responsible for most deaths

in the 1994 Northridge, Calif., earthquake. The most, four deaths, occurred in 1994. India has

had 17,000 deaths and 27,000 people injured

### Numbers of Large Earthquakes Over the Past 50 Years



Source: Philadelphia Inquirer

হাদীসে বর্ণিত আছে যে কেয়ামতের উন্নতপূর্ণ আলামতসমূহের মধ্যে ভূমিকম্প অন্যতম

উল্লেখিত ঘটনাগুলো ১৪০০ বছর আগে উচ্চারিত রসূলের বাণীসমূহকে স্মরণ করায় :

শেষদিন আসবে না— যতদিন না পুনঃপুনঃ ভূমিকম্প হয়।

— বোধারী

বিচারের দিনের আগে দু'টি বড় নির্দর্শন ... এবং অতঃপর

ভূমিকম্পের বছরগুলো।

— উন্মে সালামাহ (রাঃ আঃ) বর্ণিত

কোরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতে ভূমিকম্পের সাথে শেষদিনের যোগাযোগের ইঙ্গিত আছে। ১৯তম সূরার নাম আজ-জালজালাহ। জালজালাহ শব্দের অর্থ তীব্র কম্পন অর্থাৎ ভূমিকম্পন। আটটি আয়াতে গঠিত এ সূরা ধরিত্বীর তীব্র কম্পনের কথা বলা হয়েছে এবং আরও বলা হয়েছে যে,



15,000  
deci

সারা পৃথিবী বিপর্যয়ে আক্রমণ। আমাদের উচিত এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং আল্লাহর পথে রাজু হওয়া।

অনন্তর শেষ বিচারের দিন আসবে; মানুষজনকে মৃত থেকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে; তারা আল্লাহর কাছে নিজ নিজ হিসেবে উপস্থাপন করবে এবং তাদের অতি অকিঞ্চিতকর কাজের জন্যও যথাযোগ্য পুরক্ষার লাভ করবে :

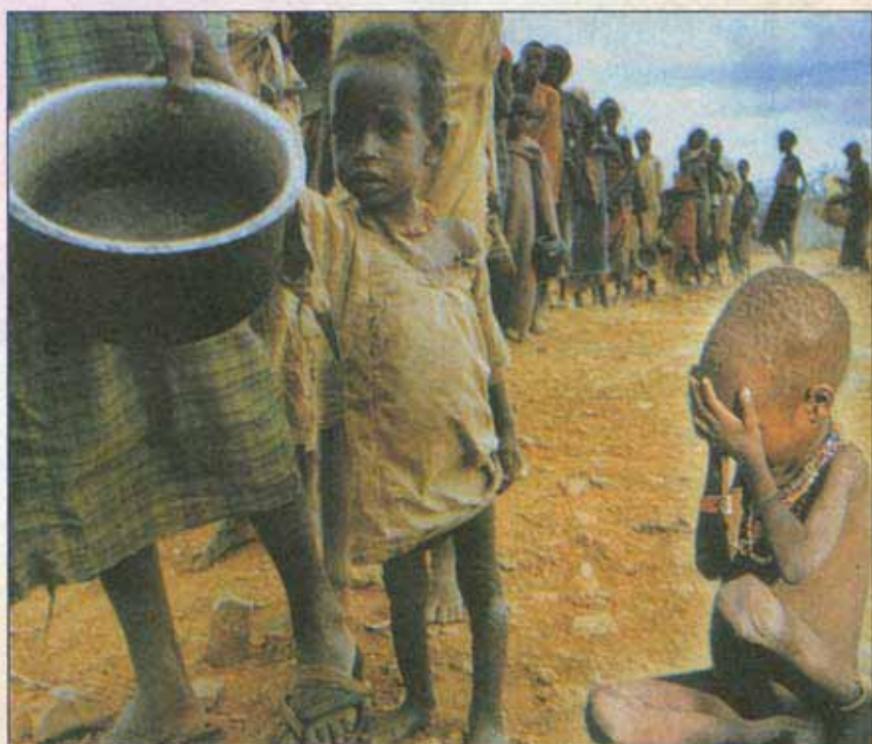
পৃথিবী যখন ধর্মের কম্পমান হবে, আর ধর্মীয় অন্তর উদলীরণ করবে লোকেরা জিজ্ঞাসিবে, "এর কী হয়েছে?" সেদিন সকল সংবাদ সম্পর্কারিত হবে। তোমার প্রভুর আদেশেই 'তা' হবে। আপনাগন কর্মকল দেখার জন্য লোকেরা খেঁঝে আসবে; যে রাতির শত করেছে সে তা দেখবে এবং যে বিনু পরিমাণ মন্দ করেছে তা-ও সে দেখবে।

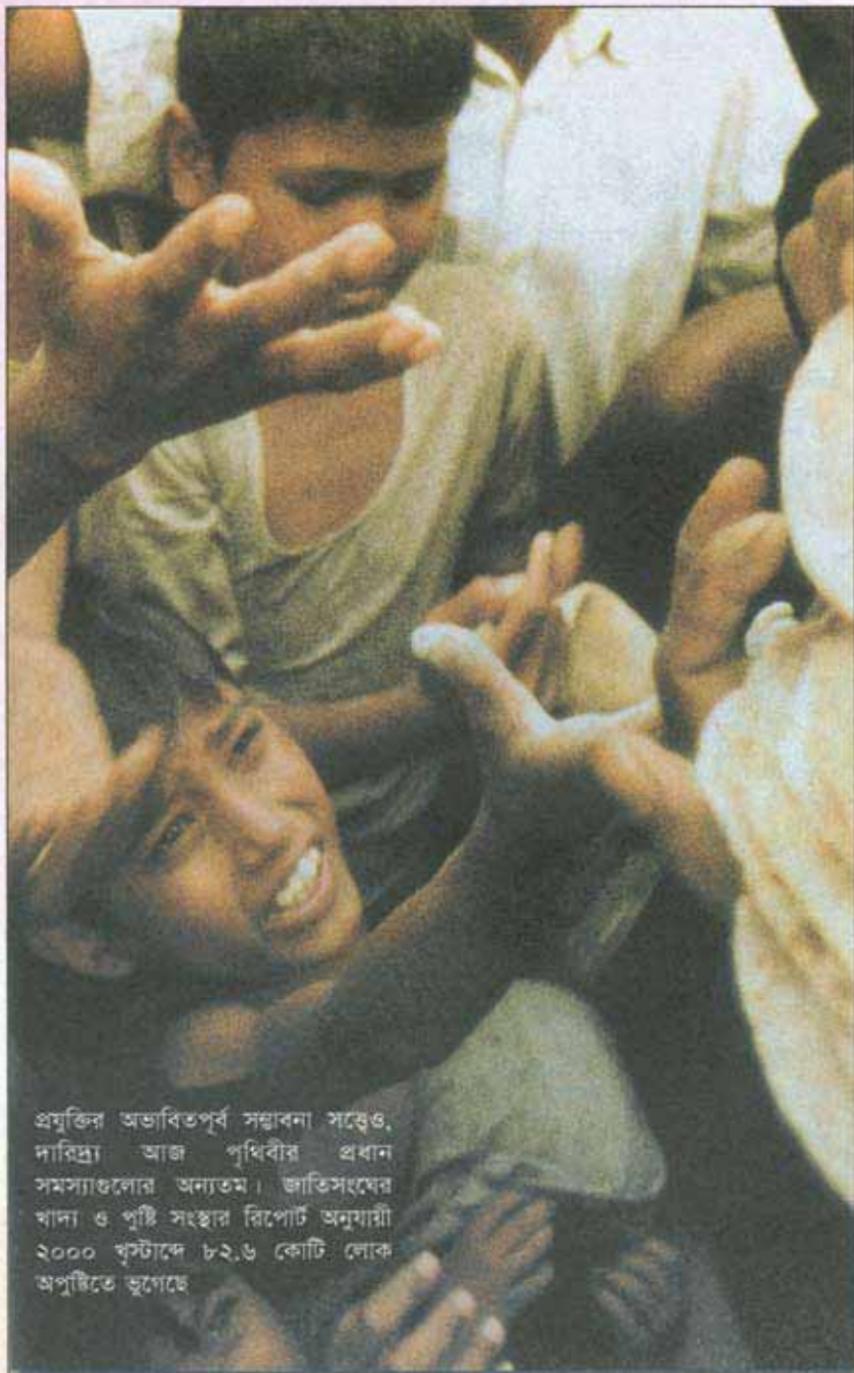
— সূরা আজ-আলজালা ১-৮৮

## দারিদ্র্য

### Poverty

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, দারিদ্র্য অর্থ-খাদ্য, বস্ত্র, আবাস, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য প্রাথমিক প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব। আয়ের স্বল্পতাই এর হেতু। প্রযুক্তির অভূতপূর্ব সম্ভাবনা সঙ্গেও দারিদ্র্য আজ পৃথিবীর জটিলতম সমস্যাসমূহের অন্যতম। আফ্রিকা, এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও পূর্ব ইউরোপের বহু লোক অভূত থাকে। সাম্রাজ্যবাদ ও অপ্রতিহত পুঁজিবাদ উপার্জনের সুষম ব্যটনকে এবং অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রগতিকে ব্যাহত করে। অন্ত সংখ্যের মানুষের কাছে তাদের প্রয়োজনের অধিক রয়েছে আর অন্যদিকে প্রচুর লোক প্রতিদিন অনাহার ও দৈনন্দিন সঙ্গে অবিরাম সংগ্রামে পর্যুদ্ধ হচ্ছে।





প্রযুক্তির অভাবিতপূর্ব সম্ভাবনা সহ্যেও,  
দরিদ্রা আজ পৃথিবীর প্রধান  
সমস্যাগুলোর অন্যতম। জাতিসংঘের  
খাদ্য ও পুরী সংস্থার লিপোট অনুযায়ী  
২০০০ খ্রিস্টাব্দে ৮২.৬ কোটি লোক  
অপুষ্টিতে ভাগেতে

আজকের পৃথিবীতে দারিদ্র্য ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে। ইউনিসেফ-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশ যে, পৃথিবী মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ 'কল্পনাতীত কষ্ট' ও অভাবের মধ্যে দিনযাপন করছে ১২ ১৩০ কোটি লোক দৈনিক এক ডলারের কমে বেঁচে আছে; ৩০০ কোটি বাঁচে দুই ডলারের নিচে ।<sup>১৩</sup>

প্রায় ১৩০ কোটি মানুষ বিশুদ্ধ পানি পায় না; ২৬০ কোটি টাকা পর্যাম্ব স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত।<sup>১৪</sup>

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (ফাও) রিপোর্টে প্রকাশ যে, ২০০০ সালে পৃথিবীর ৮২.৬ কোটি মানুষ পর্যাম্ব আহার পায়নি।"



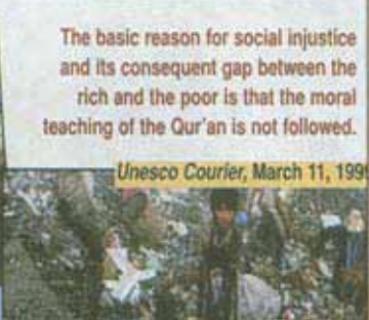
**SOUTHERN AFRICA**

### Adding More to Africa's Woes: Famine

Two years of drought, flooding, political instability and incompetence have caused food shortages affecting as many as 100 million people in six countries.

floods washed away crops  
Internal strife has not helped  
Angola is emerging from decades of civil war. Land seizures have disrupted the commercial farms that once

**TIME, August 05, 2002**



The basic reason for social injustice and its consequent gap between the rich and the poor is that the moral teaching of the Qur'an is not followed.

**Unesco Courier, March 11, 1991**

**The final and optimal crisis of the century**

Global financial crises have shaken faith in the market as panacea, leaving the world to grapple for a new consensus to meet the challenges of globalisation, development and poverty.

# Globalisation widening divide between world's rich and poor

By PAULSON MATHEW C.

**W**E LIVE in an unequal world with monumental disparities in income, wealth and opportunities. Millions of people who live in developing countries go to sleep hungry each night. Today 1.3 billion people live below the poverty line and earn less than \$1 a day and 3 billion people — almost half of the world's population — live on less than \$2 a day. Three poor billion investors and 74 per cent of the telephone lines. Even as communications, transportation and technology are driving global economic expansion, leadership on poverty is not keeping pace.

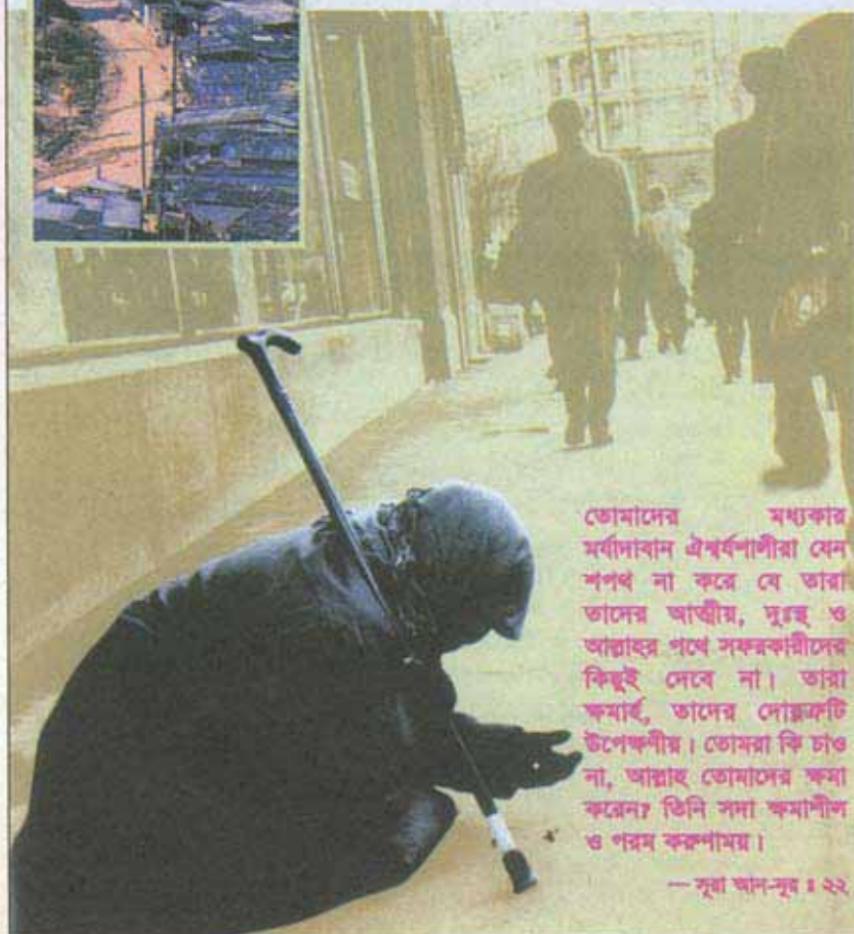
The world's two economic superpowers — the United States and China — have

বিশ্বময় আজ সামাজিক অবিচার বিদ্যমান এবং তারই ফলস্তুতি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার দূর্ঘত্ব ব্যবধান। কোরআনের অনুশাসন অনুসরণের অপরাগতাই এ জন্য দায়ী



গত দশ বছরে রোজগারের ব্যবধানজনিত অবিচার অক্ষয়নীয়ভাবে বেড়ে গিয়েছে। জাতিসংঘের ১৯৬০ সালের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ধনীদেশে বসবাসকারী পৃথিবীর জনসংখ্যার ২০% লোকের উপার্জন দরিদ্র দেশের অনুরূপ জনসংখ্যার ত্রিশ গুণ; ১৯৯৫ সালে এই গুণিতক ৮২-তে পৌছায়।<sup>১৬</sup>

নৈতিক বিচারের অবক্ষয়ের পরাকাষ্ঠা এই যে ধনীদের তালিকার প্রথম ২২৫ জনের সম্পদ পৃথিবীর দরিদ্রতম জনসংখ্যা ৪৭% লোকের বাধ্যতিক উপার্জনের সমান।<sup>১৭</sup>



তোমাদের মধ্যকার  
মর্যাদাবান ঐশ্বর্যশালীরা যেন  
শপথ না করে যে তারা  
তাদের আর্থীয়, সুস্থ ও  
আশ্রাহ পথে সফরকারীদের  
কিছুই দেবে না। তারা  
ক্ষমার্থ, তাদের দোষজটি  
উপেক্ষণীয়। তোমরা কি চাও  
না, আশ্রাহ তোমাদের ক্ষমা  
করেন? তিনি সম্ম ক্ষমাশীল  
ও শর্ম করন্তাময়।

— সূরা আল-সূর ১: ২২.

## Aids 'bigger threat than terrorism'

*The Guardian, December 14, 2001*

For societies without religious and moral values AIDS has become a growing and epidemic problem.

### Orphans of Aids face lonely struggle

*The Guardian, December 1, 2001*

ESTIMATED ADULT AND CHILD DEATHS DUE TO HIV/AIDS DURING 2002	
North America	15 000
Caribbean	42 000
Latin America	60 000
Sub-Saharan Africa	2 400 000
South & South-East Asia	440 000
East Asia & Pacific	45 000
West & Central Africa	37 000
Eastern Europe & Central Asia	25 000
Australia & New Zealand	<100
<b>TOTAL:</b>	<b>3.1 MILLION</b>

GLOBAL ESTIMATES FOR ADULTS AND CHILDREN, END 2002	
People living with HIV/AIDS	42 million
New HIV infections in 2002	5 million
Deaths due to HIV/AIDS in 2002	3.1 million

বিশ্বজনতার এক-ষষ্ঠাংশ ক্ষুধার্ত থেকেছে। ১৫

দারিদ্রের বর্তমান উপায়সমূহ সম্পর্কে রসূলের (সঃ) বাণীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা শেষ সময়ের প্রথম পর্যায়ের ইঙ্গিত বহন করে।

### দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

— আমাল আল-সৌদীন আল-কুফ্রাইনি : মুরীদ আল-উলুম ওয়া মুবিদ আল-হামুদ

লাভের ধন ও ধনীরাই ভোগ করবে,  
গরীবরা এর ঘারা উপকৃত হবে না।

— তিরমিজি

স্পষ্টতঃ, রসূল (সঃ) বর্ণিত লক্ষণসমূহ আমাদের সময়ের সাথে মিলে যাচ্ছে। বিগত শতাব্দীগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, অনাবৃষ্টি, যুদ্ধ বা অন্যান্য বিপর্যয়জনিত সংকট ও দুর্শিক্ষা স্থান ও কালে সীমান্তিত ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে দরিদ্রতা ও জীবিকার্জনের দুর্প্রাপ্যতা চিরস্থায়ী ও সামগ্রিক।

নিশ্চয়ই আমাদের প্রভুর দয়া ও করুণা অপরিসীম। তিনি মানুষের প্রতি অবিচার করেন না। কিন্তু মানুষের নিজের অনিষ্ট সাধন ও অকৃতজ্ঞতার জন্য দারিদ্র্য ও উদ্বেগ স্থায়ী রূপ নিয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয় যে, পৃথিবীর মানুষ আজ স্বার্থাদ্বেষী লোভীদের কারসাজিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বহুধা বিভক্ত; সেখানে ধর্ম, নৈতিকতা বা বিবেকের কোন ঠাই নেই।

## নৈতিক অবক্ষয়

### *The Collapse of Moral Values*

বর্তমান সময়ে পৃথিবীর নৈতিক কাঠামো দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। রোগ-জীবাণু যেভাবে মানুষের দেহকে ধ্বংস করে, তেমনিভাবে এ বিপদ সামাজিক উৎসন্নতা ঘটায়। সুস্থ সামাজিক পরিবেশকে এ আপদ দুর্ঘাগে নিপত্তি করে। সমকামিতা, বেশ্যাবৃত্তি, প্রাক-বিবাহ যৌনতা, পরদারগমন,

[ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধহীন  
জনগোষ্ঠীর জন্য এইডস রোগ  
ক্রমবর্ধমান মহামারী]



ক্রমবর্ধমান সমকামিতা এক ভীষণ ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি। ১৪০০ বছর আগে রসূল (সঃ) বর্ণিত হাদিসে এ ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বিসদৃশ যৌনচার, অশ্বীলতা, যৌন অত্যাচার ও যৌনরোগের অপ্রতিরোধ্য প্রাদুর্ভাব-নৈতিক অবক্ষয়ের ভীতিকর নির্দর্শন বৈ তো নয়।

এগুলো জনগণের জন্য দুর্চিন্তার কারণ বটে। কী ভীষণ সব বিপদ তাদের ছেয়ে আছে-অনেকে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকীবহাল নয় অজ্ঞানতাজনিত সারল্যে তারা এগুলোকে স্বাভাবিক মনে করে। কিন্তু খতিয়ান নিলে দেখা যাবে যে, সকলের অনবধানে এ বিপদের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

যৌনরোগের উপস্থিতি সামাজিক সমস্যা পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী যৌনরোগ এখন অন্যতম প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা। পৃথিবীময় বাংসরিক ইউডস রোগীর সংখ্যা ৩০ কোটি ৩০ লক্ষ। এ পর্যন্ত এ রোগে এক কোটি ৮৮ লক্ষ রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০০৩ সনের রিপোর্টের সারমর্ম এরূপঃ “সমাজের অবকাঠামো, অর্থনীতি, জনসংখ্যা ও প্রবৃক্ষের উপর ইউডস-এর প্রভাব বিশেষভাবে বিশ্ববৃক্ষী।”<sup>১০</sup>

সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর বিপর্যয়ের অন্যতম-সমকামিতার সংক্রমণ। কোন কোন দেশে সমকামিরা আইনতঃ বিয়ে করতে পারে; বিবাহজনিত সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে ও নিজেদের সভা-সমিতি গঠন করতে পারে। তাদের কার্যকলাপ ধর্মীয় অনুশাসন ও মূল্যবোধের পরিপন্থী। এটা একান্তই আমাদের যুগের অভিশাপ। নবী করিমের (সঃ) সময় থেকে এ পর্যন্ত এমনটি কখনও ঘটেনি।

আজকের সমকামিদের দুর্বিনীত দুঃসাহস লৃত নবীর সমকালীন লোকদের কথা স্মরণ করায়। তারাও সমকামী ছিল। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, লৃত (আঃ) তাদেরকে সৎ পথে আহ্বান করলে ঘৃণাভরে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ এক দারণ বিপর্যয়ের মাধ্যমে শহরশুম্ব তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। এ বিকৃত সমাজের নির্দর্শন লৃত সাগরের (মরু সাগর) পানির নিচে নিমজ্জিত আছে।

শেষ দিনগুলোর বর্ণনায় অবক্ষয়ের যেসব চিত্র অংকিত হয়েছে, সেসব যেন এখন বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছেঃ

এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, বেশ্যাবৃত্তিতে লজ্জাহীনতা শেষ দিনের পরিচায়ক।

**BBC NEWS**

You are in: UK  
Front Page Sunday, 29 July, 2001, 06:01 GMT  
World 07:01 UK

## Child prostitution crisis



England Northern Ireland Scotland Wales UK Politics Business 54 Entertainment Education Health Science Technology Sports Business Finance

**RJ** REVIEW JOURNAL

HEADLINES SEARCH SECTIONS

FRONT PAGE

Wednesday, June 20, 2001  
Copyright © Las Vegas Review-Journal

Census: Same-sex couples increase  
More openness cited as one reason  
By MICHAEL WILHELMSEN, REVIEW-JOURNAL

The number of same-sex couples in the U.S. has doubled since the 1990s, according to new census figures. Many of them are moving into Las Vegas.

**BBC NEWS**

You are in: World Europe Tuesday, 19 December, 2000, 23:43 GMT

## Dutch gays allowed to marry



Africa Americas Asia-Pacific Europe Middle East South Asia From Our Own

Click for individual country pages  
CHILDREN'S ACT

Las Vegas Review-Journal  
CENSUS: SAME-SEX COUPLES INCREASE  
MORE OPENNESS CITED AS ONE REASON  
BY MICHAEL WILHELMSEN, REVIEW-JOURNAL

Lesbians, gays can adopt children

Johannesburg - Lesbian judge Anne-Marie de Vos said she was "ectatic" after the Constitutional Court ruled on Tuesday that gays and lesbians could jointly adopt children.

The court ruled that legislation denying them this right was unconstitutional.

In a written judgment by Judge Lewis Slaeys, the court ruled that people in "permanent same-sex life partnerships" should be allowed to adopt children and provide the stability required by the Child Care Act.

"It is all over," said De Vos, a judge, applied to have the partnership Act declared.

**BBC NEWS**

You are in: UK Politics Tuesday, 26 November, 2002, 20:32 GMT  
World Gay consent at 16 becomes law UK

Front Page International Business Tech/Sci/Health Education Entertainment Talking Points In Depth Audio/Video

This Justice Act makes it easier for same-sex couples to be married.

Issues Set When the General Off

The BBC's Gay & Lesbian Rights for the Commonwealth

abc NEWS.com

December 11, 2002

Good Morning America

WHY? abc NEWS On DEMAND

World News Tonight 2000 Downtown Primetime

ON AIR

GO TO: Select a Topic

HOME PAGE ON AIR FEATURE

The Youngest Victims



Child Prostitution Flourishes Abroad  
By David Scott and Brian Ross

**abc NEWS.com**

December 11, 2002

Good Morning America

WHY? abc NEWS On DEMAND

World News Tonight 2000 Downtown Primetime

ON AIR

GO TO: Select a Topic

HOME PAGE ON AIR FEATURE

The Youngest Victims



Child Prostitution Flourishes Abroad  
By David Scott and Brian Ross

রসূল (সঃ) বলেছেন, বিবাহ-বহির্ভূত যৌনক্রিয়া অনুরূপ একটি নির্দর্শন।

বেআইনী যৌনসম্মের প্রাদুর্ভাব ঘটবে।

— বুখারী

যখন ব্যাতিচার হয়ে যাবে, তখন কেয়ামত আসবে।

— আল-হেতামী : কিতাব আল-ফিল

নৈতিক মূল্যবোধের শৈথিল্য ও লজ্জাহীনতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে :

যখন তারা (দুষ্টীল লোকেরা) প্রকাশ্য ব্যাতিচারে লিঙ্গ হবে,  
তখনই কেয়ামত আসবে।

— ইবনু হিবোন ও বাজার

স্মর্তব্য যে, সম্প্রতি গোপন ক্যামেরায় বেশ্যাবৃত্তির ছবি তুলে তা টেলিভিশনের মাধ্যমে সম্প্রচারিত হয়েছে ; রাস্তার মধ্যাখানে বেশ্যারা প্রকাশ্যে তাদের খন্দেরদের সাথে যৌনক্রিয়া সম্পাদন করছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক এসব দৃশ্য অবলোকন করেছে। এধরনের ঘটনাকে হাদীসে কেয়ামতের অন্যতম আলামত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসে এ কথা ও বলা হয়েছে যে, সমকামিতাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়া কেয়ামতের আলামত।

পুরুষ নারীর ন্যায় ব্যবহার করবে এবং নারীরা পুরুষের অনুকরণ করবে।

— আল্লামা জালাউদ্দিন সুহৃত্তী : দুর্গুমনসূর

পুরুষ-পুরুষের সাথে এবং নারী-নারীর সাথে বৌনাচারে ব্যাপ্ত হবে।

— আল্লামা আলহিন্দী : মুসলিম কানজুল উম্মাল

# সত্য ধর্ম ও কোরআনের নৈতিক মূল্যবোধের প্রত্যাখ্যান

*The Rejection of the True Religion and  
the Moral Values of the Qur'an*

হাদীসে শেষ দিনের নির্দেশনসমূহের বিস্তৃত বিবরণ দেয়া আছে। বলা হয়েছে যে, প্রথম দিকে ধর্মের জয়জয়কার বলে মনে হবে; কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে সে ধর্ম আল্লাহ প্রদর্শিত পথ ও কোরআন নির্দেশিত নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন। সে সময়ে কোরআনের আয়াতে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ উপেক্ষিত হবে; আল্লাহর নামের আবরণে অনৈসলামিক বিধি-বিধানসমূহ চালু হবে; ধার্মিকতা কোন্দলের শিকার হবে; ইবাদত লোক দেখানো প্রকটতায় পর্যবেক্ষিত হবে এবং ধর্ম লাভ-লোকসানের মাধ্যমে পরিণত হবে। এ সময়ে বিশ্বাস জ্ঞানের উপর নয়, বরং নকলনবিসির উপর নির্ভরশীল হবে; তথাকথিত মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে এবং যথার্থ জ্ঞানী ও প্রকৃত মুসলমানগণ সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে।

১৪শ' বছর আগে রসূল (সঃ) নিম্নোক্ত নির্দেশনগুলো সন্মান করে গিয়েছেন, যা আমাদের জীবৎকালে সত্য হয়ে উত্তোলিত হচ্ছে :

কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী কেয়ামতের দিন রসূল (সঃ) বলবেন যে, তার নিজের লোকেরাই কোরআন ভুলে গিয়েছে :

**“প্রভু হে! আমার লোকেরা কোরআনকে অবহেলা করে...।”**

— সূরা আল-কোরআন ৪:৩০

হাদীসে এ কথাও উদ্ভৃত আছে যে, শেষ সময়ে কোরআনের নির্দেশাবলীকে অবজ্ঞা করা হবে এবং লোকেরা এর থেকে দূরে সরে যাবে।

সূরা জুমুয়ার পঞ্চম আয়াতে একটি তুলনা দেখানো হয়েছে : এই উপমাটি তাদের, যাদের উপর তৌরাত নায়িল হয়েছিল; কিন্তু তারা তা [সার্থকতাবে] বহন করেনি। তারা যেন পুনৰুক্তিবাহী গর্নভ...।” নিঃসন্দেহে এই আয়াত মুসলমানদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তাদেরকে স্মরণ করানো হচ্ছে, যেন তারা অনুরূপ সাংঘাতিক ভুলের ফাঁদে পড়া থেকে সাবধান থাকে। কোরআন সচেতন ব্যক্তিদের আলোকবর্তিকা হিসেবে পাঠানো হয়েছে।

শেষ সময়ের নিকটবর্তী দিনগুলোতে (ধর্মীয়) জ্ঞান অঙ্গৰিত  
হবে এবং অজ্ঞানতা ছড়িয়ে যাবে।

— বোধগী

আমার উন্নতের জন্য এমন একটা সময় আসবে, যখন কোরআনের বহিরাকৃতি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ধাকবে না এবং মাঝ নাম ছাড়া ইসলামের আর কিছুই ধাকবে না। তারা নিজেদেরকে এই নামে ডাকবে, যদিও তারা [ইসলাম থেকে] সবচেয়ে দূরের অবস্থানে ধাকবে।

— ইবনু বাবুইয়া : তাওয়াব-উল-আমল

রসূল (সঃ) বলে গিয়েছেন যে, যদিও কোরআন পড়া হবে, তবুও এর অন্তর্নিহিত জ্ঞান ও বিদ্যুতাকে আমল দেয়া হবে না। কেয়ামতের আসন্নতার এটা ও একটা লক্ষণ।

আমার উন্নতের কাছে এমন একটা সময় আসবে যখন  
লোকে কোরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের গলা  
পেরুবে না (অস্তুকরণে পৌছাবে না)।

— বোধারী

কথা প্রসঙ্গে আল-হর নবী (সঃ) বললেন : “এটা হবে যখন জ্ঞান লোপ পাবে।” [জিয়াদ] বললেন, “রাসূলে করিম, জ্ঞান কিভাবে লোপ পাবে? আমরা তো কোরআন পাঠ অব্যাহত রাখব এবং আমাদের সন্তানদের শিক্ষা দেব এবং আমাদের সন্তানরা তাদের সন্তানদের শিক্ষা দেবে।

এই ধারা তো কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত ধাকবে।”

তদন্তর তিনি [নবী (সঃ)] বললেন, “জিয়াদ, ইহুদী ও খ্রিস্টানরা কি তৌরাত ও বাইবেল পড়ে না? কিন্তু তারা কি তদনুসারে কাজ করে?”

— আহমদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিজি

কেয়ামতের এটা ও একটা আলামত বটে যে কিছু মুসলমান অক্ষতাবে পথভ্রষ্ট ইহুদী ও খ্রিস্টানদের অনুকরণ করবে।

রসূলুল-হ (সঃ) বললেন, “নিচিতরপে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের পদাক অক্ষতাবে অনুসরণ করবে; এমনকি তারা যদি কোন পিরগিটির গর্তে ঢুকে থায়, তোমরা সেখানেও তাদের পদানুসরণ করবে।” আমরা বললাম, “হে আল-হর নবী! আপনি কি ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কথা বোঝাচ্ছেন?” তিনি বললেন, “আর কারা?”

— বোধারী

সূরা আল-আ'নাম-এর ২৬তম আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা অন্যদের কোরআন থেকে দূরে রাখে। হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কেয়ামতের আগে আগে ভ্রান্ত মত ও পথ চারদিকে ছেয়ে যাবে; সত্য ও ন্যায় থেকে বিচ্যুত পদ্ধতিগুলো বিষম বিরোধের জন্য দেবে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথে নিয়ে যাবে।

### আল-হৱ নবী (সঃ) বললেন :

কেয়ামতের আগে অক্কার রাতের টুকরার মত আলোড়ন হবে।

— আবু মায়দ

কেয়ামতের প্রাক্কালে এমন আলোড়ন হবে—অক্কার রাতের টুকরাগুলো নড়বড়ে হয়ে উঠবে : মানুষ সকালে ঈমানদার ধাকলেও বিকেল নাশ্বাদ বেইমান হয়ে যাবে, অথবা সম্ভায় বিশ্বাসী ধাকলেও প্রভাতে অবিশ্বাসী হবে।

— আবু মাউদ

কেয়ামতের অন্যতম নির্দশন : বিধি-নিষেধ সম্পর্কে কোরআনের পরিপূর্ণ নির্দেশ জাহির হওয়ার পরেও, এমন সব আইন-কানুন প্রণীত হবে যাদের সঙ্গে ধর্মের কোন সংস্বর নেই :

এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষ তার অভিটকে কিভাবে  
আইনানুগভাবে বা বিধি বিহীনভাবে উপায়ে হাসিল করল,  
তার পরোয়া করবে না।

— বোধারী

আল্লাহর নবী (সঃ) আমাদের কাছে প্রকাশ করলেন যে কেয়ামতের আগে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হবে, লোকে যাদের জ্ঞান বলে জানবে, কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে তারা হবে ভও, দিমুখী প্রতারক :

কেয়ামতের আগে ধূর্ত ব্যক্তিরাই হবে সবকিছুর নিয়ন্তা। সেই দৃঢ়সময়  
যারা দেখবে তারা যেন ঐসব দৃশ্কৃতকারীদের থেকে বাঁচার জন্য  
আল-হৱ কাছে পানাহ চায়। মানুষ হবে অতিশয় দুর্নীতিপরায়ণ।  
শীঘ্ৰ বহুল প্রচলিত ধাকবে, কিন্তু এর বহুমুখী ব্যাপকভাব  
কেউ সজ্জাবোধ করবে না।

— তিরমিজি নাউয়াদীর আল-উসুল

**শেষ সময়ে এমন কিছু লোকের প্রাদুর্ভাব হবে যারা ধর্মের নামে  
পার্থিব বৈভব কৃক্ষিগত করবে।**

— তিরমিঝি

আল্লাহর রসূল (সঃ) বললেন, “কেয়ামতের আগে এমন কিছু লোকের  
আবির্ভাব ঘটবে যারা পার্থিব সম্পদ অর্জনের জন্য শঠতার সাথে  
ধর্মকে ব্যবহার করবে কিন্তু জনসমক্ষে মেষচর্ম ধারণ করে  
নতুনতার ছবি প্রদর্শন করবে। তাদের মুখের কথা চিনির চেয়ে  
মিটি হবে; কিন্তু তাদের মন, নেকড়ের মত জ্বর।”

— তিরমিঝি

সব লোকই হবে ইসলামের প্রতি সম্মান-জ্ঞানশূন্য। আপন লাভের খাতিরে  
ধর্মকে ব্যবহার করতে এরা কৃষ্ণিত হবে না :

**শেষ সময়ে এমন সকল লোকের সংখ্যা বৃক্ষি পাবে যারা মসজিদে  
বিশ্বাসীদের কাতার বাড়াবে, কিন্তু ক্ষদরের জোর হবে দুর্বল; তারা  
আপনাগন পোশাকাদির বতুখানি পরিচর্বা করবে, ধর্মের জন্য  
তত্ত্বানি যত্নবান হবে না; তারা দুনিয়ার ব্যস্ততার জন্য  
নিজেদের ধর্মীয় কর্তব্যের কথা ভুলে যাবে।**

— সর্বজন সম্মত



১৪০০ বছর আগে হাদীসে  
বলা হয়েছে যে তথু ধর্ম  
পালনের অপরাধে পুরুষীময়  
মানুষকে জীবন দিতে হবে

যতদিন পর্যন্ত না মানুষ সৎকাজে উদাসীন হবে এবং অসৎ কাজে  
বাধাদানে বিরত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত কেয়ামতের আগমন হবে না।

— আহমদ

কেয়ামতের আসন্নতার অন্যতম নির্দর্শনঃ আল্লাহ তাদের সত্যের অনুবর্তন  
ও মিথ্যা পরিবর্জন করতে আদেশ দিয়েছেন জেনেও লোকে তা অনুধাবন  
করবে না :

কেয়ামতের প্রাকালে সৎকাজের মাত্রা কমে যাবে।

— বোখারী

অন্য এক হাদীসে উল্লেখ আছে, কেয়ামতের আসন্নতার আর একটি  
নির্দর্শন-বিশ্বাসী মুসলমানগণ পাপীদের চাপে পড়ে দুর্বল হয়ে যাবে।

এমন সময় আসবে যে লোকে মসজিদের ভেতরে উচ্চেষ্ঠারে কথা বলবে।

— তিরিখিতি

সময় আসবে যখন লেতারা অত্যাচারী হবে।

— আল-হেতারীঃ কিতাব আল-ফিতান

রাসূল (সঃ) বলেছেন যে, শেষ সময়ে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম হবে  
যাদেরকে যথার্থ বিশ্বাসী বলে আখ্যায়িত করা যাবে।

আমার উচ্চাতদের জন্য এমন সময় আসবে যখন মসজিদ জনসমাগমে  
গমগম করবে, কিন্তু তারা সত্য দিকনির্দেশনা থেকে বিমুখ থাকবে।

— ইবনু বাবুইয়াঃ তাওয়াব-উল-আমল

এক হাদীসে রেওয়ায়েত হচ্ছে যে, পরহেজগার মুসলমানদের তাদের  
বিশ্বাসকে গোপন রাখতে হবে; তারা অপ্রকাশ্যে এবাদত করবে।

এমন সময় আসবে যখন মোনাফেকরা গোপনভাবে তোমাদের মাঝে  
বসবাস করবে এবং বিশ্বাসীরা গোপনে তাদের ধর্ম পালনে ত্রুটি হবে।

— সর্বজনসম্মত

**The Tentacles of Interest**

**Interest and Unemployment**  
Modern capitalist societies have markedly failed to solve  
the problem of voluntary unemployment.

**THE HINDU**  
Online edition of India's National Newspaper  
Thursday, Dec 12, 2002

**National**

'Suicide by farmers due to high interest loans'

By Our Special Correspondent

NEW DELHI DEC. 11. The Government

**'High Interest Rates Hurting Econo**

**The Times of Zambia**  
(Ndola)  
24 Décembre 2002

**BusinessWeek**

**Archives**

SEARCH | HOME | CONTENTS | PLUS | DAILY | SEARCH | CONTACT

Readers Report

## HIGH INTEREST RATES HOBBLE BRAZIL'S WORKERS

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা পরিকারভাবে সুন্ন গ্রহণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যদিও বাস্তব জীবনে এটি একটি অমোগ সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিম্নোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে : শেষ সময়ে মসজিদ ও ধর্মীয় শিক্ষালয়গুলো কেবল সামাজিক মিলনায়তন হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

**আমার অনুসারীদের জন্য এমন একটা সময় আসবে যখন মসজিদকে  
তাঁর (মিলকেন্দ) হিসেবে ব্যবহার করা হবে।**

— হাসান (রা.আ.) বর্ণিত

শেষ সময়ে এমন সকল লোকদের প্রাদুর্ভাব হবে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়, জাগতিক লাভের জন্য কোরআন পাঠ করবে :

**কোরআন পাঠকারী আল-হর কাছ থেকে তার পুরুষার আশা করুক।  
কালের শেষে এমন বহু লোকের আবির্জন হবে যারা কোরআন পাঠ  
করে অন্যদের কাছ থেকে এর পারিতোষিক চাইবে।**

— তিরমিজি

এ-ও অন্যতম নির্দশন যে আনন্দের জন্য, সঙ্গীতের মত কোরআন পাঠ করা হবে :

**যখন কোরআন পাঠ করা হবে সঙ্গীতের ন্যায় এবং একজন খান্না  
সেজন্য প্রশংসিত হবে, যদিও সে অজ ...**

— আল-তাৰারনী, আল-ফারীর

মুসলমান বলে পরিচিত কিছু লোক তাদের ভাগ্য সম্বন্ধে বিভ্রান্তি পোষণ করবে। কেউ কেউ এমনও ধারণা করবে যে জ্যোতিষশাস্ত্র তাদেরকে ভবিষ্যৎ জ্ঞান দান করবে। অন্তিম সময়ের এ-ও আর এক নিদর্শন :—

এমন সময় আসবে যখন লোকে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশ্বাস করবে এবং  
আল-কদরকে (আল-হ নির্ধারিত ভাগ্যশিল্পি) অধীকার করবে।

— আল-হেবার্মী ৪ কিতাব আল-ফিলাদ

আল্লাহর নিষেধ সত্ত্বেও সুন্দ প্রথা প্রকাশ্যভাবে চালু আছে। এক হাদীসে একে অন্যতম নিদর্শন বলে উল্লেখ করা হয়েছে :—

নিঃসন্দেহে এমন সময় আসবে যখন সুন্দের প্রভাব থেকে কোন ব্যক্তিই  
মুক্ত থাকবে না; সরাসরি সুন্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হলেও এর ধোঁয়া বা  
আচ্ছান্নতার হাত থেকে অব্যাহতি পাবে না... কোন না কোনভাবে এর  
প্রভাব তার ওপর পড়বেই।

— আবু হুরায়রাহ বর্ণিত

আর একটি নিদর্শন : তীর্থ্যাত্মার উদ্দেশ্য হবে ভ্রমণ, ব্যবসা, প্রদর্শন বা  
ভিক্ষাবৃত্তি।

এমন সময় আসবে যখন ধনীরা ভ্রমণেজ্ঞ পুরণের জন্য তীর্থে যাবে—  
কর্মব্যক্ত জীবন থেকে সামগ্রিক অবসর অব্যাহতের উদ্দেশ্যে; জনীনা  
অহমিকা ও প্রদর্শনীর জন্য এবং গন্নীবরা ডিক্ষার মানসে।

— আনাস (রা.আ.) বর্ণিত

[ ভবিষ্যৎ জ্ঞানের জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের শরণাপন্ন হওয়াকে কেয়ামতের  
আসন্নতার অন্যতম নিদর্শন বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। ]

## সামাজিক অবক্ষয়

### *Social Deterioration*

আধুনিক সমাজের অন্যতম প্রধান সমস্যা সামাজিক বুনট-ব্যবহার বিঘটন। এই বিঘৎসের চিহ্নবলী বহুভাবে প্রকট। খণ্ডায়িত পরিবার, তালাকের প্রাচুর্য এবং জারজ সন্তান স্বভাবতই পরিবারের ভিত্তিমূলে নাড়া দেয়। দুচিন্তা, মনোকষ্ট, অসুখ, চিন্তাগ্রস্ততা এবং অব্যবস্থা বহু মানুষের জীবনকে জীবন্ত দুঃস্থিতে পরিণত করেছে। আধ্যাত্মিক শূন্যতায় বসবাসকারী এইসব লোকেরা, নৈরাশ্য থেকে মুক্তি খুঁজতে গিয়ে মদ ও নেশার পাঁকে ঢুবে যাচ্ছে। আর যারা সমস্যার বেড়াজাল থেকে মুক্তির সব আশা হারিয়েছে, তারা আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে।

সামাজিক অবক্ষয়ের একটি মারাত্মক প্রতীক চিহ্ন-অসামাজিক কার্যকলাপের বহুল প্রচলন। অপরাধ প্রবণতার ভৌতিকর বিস্তৃতি সমাজবিজ্ঞানীদের বিশ্বিত করেছে। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রশমন কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তুত 'সার্বজনীন অপরাধ ও বিচার' নামক বিশ্বেষণটি পৃথিবীময় অপরাধের সাধারণ চিত্র তুলে ধরেছে :

- আশির দশকের ন্যায় নকৰই-এর দশকেও অপরাধের হার বেড়েই চলেছে।
- পৃথিবীব্যাপী সমীক্ষায় দেখা যায় : বড় শহরের অধিবাসীদের দুই-তৃতীয়াংশ প্রতি পাঁচ বছরে, অন্তত একবার কোন না কোন অপরাধের শিকার হয়েছে।



# CNN.com/WORLD

SEARCH SITE  
MAIN PAGE  
WORLD  
U.S.  
HEALTH  
ENVIRONS  
ENTERTAINMENT  
LAW  
MILITARY  
SPACE  
HEALTH  
ENTERTAINMENT  
TRAVEL  
EDUCATION  
LIFESTYLE  
IN-DEPTH  
POLITICS  
MULTIMEDIA  
E-HANDBOOKS

Guardian  
Unlimited

## Crime booming in Britain

February 23, 2001  
Web posted at 9:55 AM EST (1455 GMT)

LONDON, England -- Britain has more victims of crime than any other country in the developed world except for Australia, a survey says.

The survey, published in the *Economist* on Friday, revealed that England and Wales ran the greatest risk of having their car stolen or being mugged.

It also said that after Australia, they were the most likely to be robbed, sexually attacked and burgled.

Britain's Home Office Minister Paul Boateng said: "We have one of the highest levels of some crimes, but the overall picture is not so clear."

"The British Crime Survey shows crime does

TIME, March 27, 2001

## SOCIAL PROBLEMS

Low enforcement of military and white collar laws has been blamed for the recent increase in violent crime.

Official crime statistics show that violent crime has actually fallen since 1997.

But experts say that many more people than ever before turn to law enforcement agencies.

## BBC NEWS

News Front Page

You are at: Europe

Tuesday, 24 January, 2001, 17:43 GMT

## France seeks to combat rising crime

Protesters say the law targets the poor.

A controversial anti-crime bill goes before the lower chamber of the French parliament on Tuesday - a crucial stage in the centre-right government's drive to tighten law and order.

### Talking Point

### Country Profiles

### In Depth

### Programmes

The debate comes a day after statistics were published showing a 1.2% rise in crime in

### 2000 STATISTICS

- Crime up 1.2%
- Murder up 2%
- Rape up 10%
- Drug offences up 10%
- Car theft down 9.5%
- Armed robbery down 2.2%

## More children turn to drink and drugs

John Carvel

Social affairs editor

A sharp increase in drinking and drug taking by secondary school children was reported yesterday by the Department of Health after a confidential survey of 285 English schools.

The research found the proportion of children aged 11-16 taking either drink alcohol in

olds drink alcohol at least once a week, with boy drinkers consuming an average of 11.8 units over the previous seven days - equivalent to almost seven pints of beer.

The research showed 12% of pupils used drugs in the past month, compared with 9% a year ago. For this may have been due to changes in the way questions were asked, leading

the National Centre for Social Research and the National Foundation for Educational Research, also found that 27% of pupils aged 11-15 were regular smokers, the same proportion as in 2000.

This was well within the government's target to reduce regular smoking among people aged 11-15 from a baseline of 32% in 1995 to 11%.

of 15, 25% of girls and 19% of boys said they smoked at least once a week.

The increase is despite anti-smoking warning campaigns who had been encouraged by a fall among 11 to 15-year-olds from a peak in the mid-1990s. Average weekly consumption among pupils who had drunk in the past seven

*The Guardian, March 16, 2002*

অগুত শনির চক্র বেড়েই চলেছে। সংবাদপত্রে নেতৃত্বক নেরাজের বেতমার খবর। এ ধরনের ঘটনাবলী কেয়ামতের নেকটের জানান দেয়।

- পৃথিবীময় প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজনের কোন বড় ধরনের অপরাধে (ডাকাতি, যৌন অবিচার, শারীরিক আক্রমণ) জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ।
- স্থান বা দেশ নির্বিশেষে যুব সমাজ কর্তৃক সংঘটিত সম্পত্তি বা উগ্রতাজনিত অপরাধের সঙ্গে অর্থনৈতিক সংশ্লেষ রয়েছে ।
- মাদক দ্রব্যাদির প্রকার ও ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে ।<sup>১১</sup>

বস্তুত, এর কোনটাই আশ্চর্যবহ নয় । বিগত দিনের সভ্যতা ও সমাজের বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআনে এ ধরনের ঘটনাবলীর কথা বলা হয়েছে ।

সামাজিক বিঘটন ও আনন্দসংক্ষিক সমস্যাবলী মানুষের পক্ষে আল্লাহকে ভুলে থাকারই অবশ্যস্তাবী ফল । ধর্মের পথ থেকে সরে গিয়ে, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে বিশ্বৃত হয়ে মানুষ আজ তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকেই ভুলে গিয়েছে ।

সামাজিক অবক্ষয়ের যে চিত্র আমরা আজ প্রত্যক্ষ করছি, তার সমক্ষে চৌদ্দশত বছর আগেই মহানবী (সঃ) আমাদের অবহিত করে গিয়েছেন । আল্লাহর রাসূল শেষ সময়কে বর্ণনা করেছেন এভাবে :

**“তখন মানুষ সামাজিক বিঘটন ও সংঘাতের কষ্ট ভোগ করবে ।”**

— আহমদ নিয়া আল-সিন আল-কামুল খাদাবী ; রামুজ আল-আহাদীস

হাদীসের বাণী থেকে এ কথা সুপরিষ্ফুট যে অসৎ লোকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে; যাদেরকে বিশ্বাসভাজন ভাবা হচ্ছে, আসলে তারা মিথ্যাচারী; এবং যাদের মিথ্যুক বলে ধরা হচ্ছে, বস্তুতপক্ষে তারা সত্যের অনুসারী । এসবই কেয়ামতের নৈকট্যের নির্দর্শন ।

**প্রবক্ষনার দিন আসবে । তখন লোকে সত্যবাদীকে অবিশ্বাস করবে এবং মিথ্যুককে সত্যবাদী ভাববে ।**

— ইবনে কাসীর

**বিশৃঙ্খল দিন আসবে । লোকেরা মিথ্যুককে বিশ্বাস করবে এবং সত্যবাদীকে অবিশ্বাস করবে । বিশ্বাসভাজনকে সন্দেহ করবে এবং বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাস করবে ।**

— আহমদ



**যতদিন না সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা সকলের চেয়ে সুর্খে দিনযাপন  
করবে, ততদিন শেষ বিচারের দিন আসবে না।**

— তিরমিজি

কেয়ামতের অব্যবহিত আগে চরম সামাজিক বিঘটন ঘটবে। সামাজিক অবকাঠামো সাংঘাতিকভাবে ভেঙ্গে পড়বে। মহানবীর (সঃ) হাদীসে বর্তমান পৃথিবীর সমাজব্যবস্থা ধ্রংসের কথা আগাম বলা হয়েছে।

এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, বিশ্বাসভাজন লোকের সংখ্যা কমে যাবে; ধর্মীয় অনুশাসনের বাতাবরণে আয়ের মাত্রা কমে যাবে :

**শেষ সময়ে ব্যবসায় চালানো দুষ্কর হবে; বিশ্বাসী লোকজন খুবই দুর্প্রাপ্য হবে।**

— বৌধার্মী ও মুসলিম

নিকলুয় সাক্ষ্য উপেক্ষিত হবে কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য ও অপবাদ প্রাধান্য পাবে। এটিও অন্যতম নির্দর্শন :

**কেয়ামতের আগে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া হবে এবং সত্যগোপন করা হবে।**

— আহমদ ও হাকীম

**সতীত্বানি ও অপবাদের মিথ্যা অভিযোগ হবে।**

— তিরমিজি

বিশ্বই হবে মানুষের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি। অর্থের মানদণ্ডে সম্মানের পরিমাপ হবে :

সামাজিক সৌহার্দের অবলোপ কেয়ামতের আগমনের অন্যতম পূর্ব লক্ষণ :

**কেয়ামতের আগে ধনবানদের জন্য বিশেষ সম্মানের প্রচলন হবে।**

— আহমদ

**যতদিন পর্যন্ত না জাতি বা গোষ্ঠীকে ছাড়িয়ে ব্যক্তিবিশেষকে সম্মান  
প্রদর্শন করা হবে, তার আগে কেয়ামত হবে না।**

— মুকতাব্বুর তাজকিনাহ কুরতুবী

**CHINA: SHOCKING SCENE OF  
BABY LEFT TO DIE IN STREET**

The numerous photographs were produced by the US magazine Marie Claire, the edition of June 2001, in an article written by Abigail Haworth. Cyclists, motorists and pedestrians walked by indifferent as the new-born baby slowly suffocated, until one woman, who asked to be unnamed, stopped.



There were roughly 60,000 street kids in Nairobi four years ago. Today there are 200,000. Why? By LARAN TANDRA

## Nobody's Children



Newsweek, January 28, 2002

কেয়ামতের আগমনের অন্যতম উদ্ধৃতপূর্ণ পূর্ব লক্ষণ-মানুষের মধ্যে পারম্পরিক সৌহার্দ ও সম্মানবোধের অবলোপ। কল্প বাতি পথে পড়ে আছে কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে না—এমন দৃশ্য আকছার দেখা যাবে

**কেবল পূর্ব-পরিচিত ব্যক্তিদেরই উভেজ্জ্বল সম্মানণ আনানো হবে।**

— আহমদিয়া আল-সীন আল কামুখবানাজি : রামুজ আল-আহদীস

**যখন ক্ষমতা বা দায়িত্বার অধোগ্য লোকের হাতে চলে আসবে,  
তখন শেষ সময় বা কেয়ামতের অপেক্ষা করো।**

— বোধারী

অধোগ্য ব্যক্তিদেরকে দায়িত্বপূর্ণ পদ প্রদান করা হবে—কেয়ামতের আর একটি পূর্ব লক্ষণ :

সে সময়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে বিভিন্ন পরিবারের মাঝে এবং প্রতিবেশি ও বন্ধুদের মধ্যে সৌহার্দমূলক সম্বন্ধের অভাব। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটবে :

**মানুষ মাতাকে অসম্মান করবে এবং পিতাকে দূরে সরিয়ে দেবে....।**

— তিরমিঞি

**মানুষের জীবনে সর্বাঙ্গিক বিপর্যয় নেমে আসবে। তার পরিবার, সম্পত্তি,  
ব্যক্তিত্ব, সন্তান-সন্তানি ও প্রতিবেশি সকলই বিপর্য হবে।**

— বোখারী ও মুসলিম

তরুণরা বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হবে; নব্য যুবক ও বয়স্কদের মধ্যে সৌহার্দ ও  
সম্মানবোধের অবনতি ঘটবে :

**যখন বৃক্ষদের মলে শুবকদের জন্য অনুকরণ থাকবে না, যখন কনিষ্ঠ  
জ্যেষ্ঠকে সম্মান দেখাবে না... যখন শিক্ষা ক্ষেত্র প্রদর্শন করবে ...  
তখন কেয়ামত সন্ধিকটে।**

— উমর (রা. আ.) কর্তৃক বর্ণিত

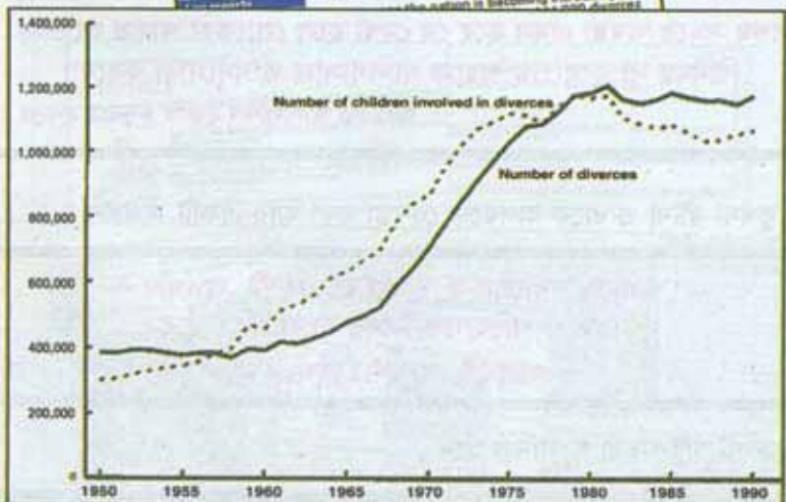
news telegraph.co.uk      Holidays with travel.telegraph.co.uk

Holiday 10 February 2013

Failed marriages on the increase  
By Sarah Womack, Social Affairs Correspondent  
(Read: 06/11/2012)

Divorce rates rose last year for the first time in five years leaving an additional 147,000 children with a single parent, statistics revealed yesterday.

The nation is becoming increasingly single-parent families.



শেষ সময়ের আরও নিদর্শন : পারিবারিক বিঘটন; পারস্পরিক মতবিনিময়ে অস্বাচ্ছন্দ; সম্মুখীনি ও সম্মান বিরহিত স্বার্থাঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন এবং ত্রুট্যবিদ্যান একাকীত্ব ও নিঃসন্দত্তা। হাদীসে বর্ণিত মতে, এ সব অবক্ষয় সম্বর্ধনে মানুষ কেয়ামতের আত আগমন সময়কে অবহিত হওয়ার সুযোগ পাবে এবং আল্লাহর পথে ফিরে আসবে।

শেষ সময়ের আর একটি নিদর্শন : তালাকের প্রচলন বেড়ে যাবে এবং বিবাহ বহির্ভূত সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে :

**তালাক প্রাত্যহিক ঘটনায় পরিণত হবে।**

— আল্যাম সাফারিনী : আহঙ্গাল ইয়ম আরক্ষিয়ামাহ

**জ্ঞানজ সন্তানেরা অচেল হবে।**

— আরম্বুজালী আল্হিনী : মুনতাখাব খানমুল উয়াল

বস্তুতান্ত্রিকতা ও সমকালীন ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ অতিমাত্রায় পার্থিব স্বার্থে জড়িয়ে পড়বে এবং পরকালের কথা ভুলে যাবে। শেষ সময়ের এ-ও অন্যতম নিদর্শন :

**সংকীর্ণতা ও লোভ-সালসা অভ্যন্ত বেড়ে যাবে।**

— মুসলিম, ইবন-মাজাহ

সে সময়ে লোকেরা সাধান্য পার্থিব জাতের জন্য তাদের ধর্ম বিক্রি করবে।

— আহমদ

লোকেরা একে অপরকে গালমন্দ ও শাপশাপান্ত করবে :

শেষ সময়ে অবস্থা এমন হবে যে দেখা হলে লোকেরা সাগত শৈক্ষণ্য বিনিময় না করে পরম্পরাকে গালিগালাজ ও বন্দোয়া করবে।

— আল-যামা আলালুহিন মুফতি : দুরৱে মনসুর

কুৎসা রটনা ও একে অপরকে হেনস্থা করা আর একটি নিদর্শন :

সমাজে সমালোচক, কুৎসা রটনাকারী, অপবাদ প্রচারক ও পরিহাসকারীদের সংখ্যাধিক্য হবে।

— আরম্বুজালী, আল্হিনী : মুনতাখাব খানমুল উয়াল

কপট চাটুকাররা সম্মানিত হবে :

কেয়ামত যখন ঘনিয়ে আসবে, তখন মোসাহেব ও তোষামোদকারীরাই সবচেয়ে বেশি সম্মান পাবে।

— সর্বজনসম্মত

কেয়ামত আসবে না যতদিন পর্যন্ত না এক শ্রেণীর লোকের উত্তব হয়, যারা  
জিহ্বা দিয়ে জীবিকা অর্জন করে, গরু যেমন জিহ্বা দিয়ে ঘাস খায়।

— তিরমিজি

ব্যবসায় অসাধুতা ও উৎকোচের ব্যবহার অতিমাত্রায় বেড়ে যাবে :

প্রতারণা ও ঠগবাজি স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঢ়াবে।

— আরামা সাফারিবী : আহওয়াল ইয়ম আলকিয়াম

উৎকোচকে বলা হবে উপর্যুক্ত এবং তা ন্যায়সজ্ঞত বলে ধরা হবে।

— আমাল আলমুন্নেইন আলকাবাটইনি : মুফ্তি আলটলুম ভয়া মুবিদ আলহয়ম

মহানবী খুন-খারাবীর সংখ্যা বৃদ্ধির কথা এভাবে ব্যক্ত করেছেন :

কেয়ামত আসবে না, যতদিন পর্যন্ত না খুন-খারাবীর সংখ্যা বৃক্ষি পায়।

— বোখারী

**Top Left News Item:**

**Police Officer Beaten To Death Answered**  
By S. R. Srinivasan, May 11, 2002  
Vidarbha, India — A man who claimed to be a voter of a major 2002 new term Lok Sabha constituency was beaten to death yesterday.

**Top Right News Item:**

**Police Beat Pak Doctor Bleached Abortion**  
By S. R. Srinivasan, May 11, 2002  
Vidarbha, India — A South Indian town had the dubious distinction of once having 2,000 cases of fatal beatings.

**Middle News Item:**

**Student kills 2 classmates, wounded 10 more**  
See Story  
By CNN.com Staff, May 11, 2002  
Washington, DC — A student at a college in the US state of Georgia has killed two of his fellow students and wounded 10 others.

**Bottom News Item:**

**Businessman's 11-year-old help killed for bad cooking**  
By Hindu Times, February 13, 2003  
Mumbai, India — A 11-year-old boy was killed yesterday after he was beaten to death by a group of angry people in a southern Indian city.

**Right Column News Item:**

**Murder Street Pointless**  
By Tony Kornheiser, July 5, 1999  
Washington, DC — The killing of a police officer in a Washington, DC, neighborhood last night was a tragic waste of life and energy. The officer, a 25-year-old patrolman, was shot and killed while he was trying to stop a robbery. The victim, a 21-year-old man, was also shot and killed. Police said the man was armed with a knife. The officer was shot in the head and died at the scene. The man was shot in the chest and died later at a hospital.

## বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি *Science and Technology*

আমরা সবাই জানি যে মহানবীর জীবিতকাল ছিল ১৪ শতাব্দী পূর্বে। ঐতিহাসিক প্রমাণাদি সাক্ষ্য দেয় যে কোরআন নাফিলের সময়ে প্রযুক্তি বিদ্যায় আরব জাতি এতই অনঙ্গসর ছিল যে, পৃথিবী বা মহাজগতের বিষয়গুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার যোগ্যতা তাদের ছিল না। এ কথা অনন্যীকার্য যে তৎকালীন অবস্থার সাথে আমাদের সমকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবধান দুর্ভুত। বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এসে এই ব্যবধান আরও বেড়ে চলেছে। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে কয়েক দশক আগে যেসব প্রযুক্তির নাম উচ্চারণও কঠিন কাজ ছিল, আজকে তারা আমাদের জীবনের নিত্য নৈমিত্তিকতা বনে গিয়েছে।

এহেন দুর্ভুত ব্যবধান সত্ত্বেও সেই সপ্তম শতাব্দীতে মহানবী ভবিষ্যত সম্পর্কিত বহু সত্য উন্মোচন করেন। অতঃপর আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত সেসব হানীসগুলো পর্যালোচনা করব। অচিরেই প্রতিভাত হবে যে ১৪ শতাব্দী পূর্বেকার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আজ সত্যের আকারে প্রকট হচ্ছে।

## চিকিৎসা প্রযুক্তি *Medical Technology*

দীর্ঘজীবন লাভ মানব মনের চিরস্তন বাসনা। এ সাধনায় মানুষ প্রচুর প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করেছে। এ প্রসঙ্গে প্রাক-কেয়ামত কাল সমস্তে মহানবী (সঃ) বলেন :

সে সময়ে..... মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পাবে।

— ইন হাজার হেবারি : আল-কুল আল-মুখতাহৰ বি আলাইত আল-মাহৰী আল-মুনতাহৰ

মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণীর পরে চৌক শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। সংরক্ষিত দলিল দস্তাবেজ থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে উত্তরোন্তর মানুষের গড় আয়ু বেড়েই চলেছে। বিংশ শতাব্দীর শুরু ও শেষের মধ্যেও এই ব্যবধান সুস্পষ্টরূপে পরিদৃশ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ১৯৯৫ সনে জন্ম নিয়েছে সে ১৯০০ সনে ভূমিত্ত ব্যক্তির চেয়ে ৩৫ বছর বেশি বাঁচবে বলে আশা করা যায়।

অন্য একটি বিশিষ্ট উদাহরণ—অতীতে কেউ কালে-ভদ্রেই ১০০ বছর বাঁচত; কিন্তু এখন শতাধিক বৰ্ষীয়ানদের সংখ্যা প্রতুল।

জাতিসংঘের জাতিগত জনসংখ্যা বিভাগের গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বময় জন্ম-মৃত্যুর হার উচ্চমাত্রা থেকে ক্রমশঃ নিচে নেমে এসেছে। এর ফলশ্রুতিতে বৰ্ষীয়ান লোকদের সংখ্যা বেড়েছে। এত দ্রুত ও সর্বব্যাপী বৃক্ষি পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে আর কখনও দেখা যায়নি।<sup>২৩</sup>

আয়ুকালের এই আধিক্যের পেছনে নিচয়ই কোন কারণ আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বৃৎপত্তির ফলশ্রুতিতে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি ঘটেছে। অধিকন্তু, প্রজননবিদ্যার উন্নয়ন ও হিউম্যান জেনোম প্রজেক্ট-এর ক্রমোন্নতি জনস্বাস্থ্যের জন্য এক নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে। এমন সব অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষের কথা আগের যুগের মানুষ কল্পনাও করতে পারত না। এসব উন্নয়নের নিরীখে আমরা বলতে পারি যে মানুষ আজ হাদীসে বর্ণিত দীর্ঘ জীবনের দিনে পৌছেছে।

**BBC NEWS**

You are in: Health  
Wednesday, 14 June, 2006, 13:01 GMT 19:01 BST

**Life expectancy 'higher than thought'**

**HOT TOPICS**

The World's No.1 Science & Technology News

**Genetic secret of long life pinned down**

Somelists may be close to finding genes that determine how fast we age. But others believe that would begin the process of finding drugs that slow down aging. More on this story.

**100 and counting**

More people are living three-digit lives. For some it means loneliness, yet for lucky others, celebration

BY JODI SCHNEIDER

Living to be 85, 90, or 100 years old can be an alluring prospect. But while centenarians were once deemed remarkable, the number of Americans living to a really ripe old age is growing rapidly. An estimated 4.2 million U.S. residents are now among the "old old"—65 and up—with 50,000 to 75,000 having achieved the status of centenarian. In fact, those 100 and up are the fastest-growing subpopulation of the elderly. By 2050, according to census projections, 834,000 Americans will have celebrated their 100th birthday.

1800 বছর পূর্বে মহানবী (স) যেসব বৈজ্ঞানিক উত্তোলনের কথা ভবিষ্যাদাবী করেছিলেন, আজ সেগুলো সংবাদ শিরোনামে ভূষিত হচ্ছে

## শিক্ষা

### Education

পূর্বতন শতাব্দীগুলোর সাথে বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর একটি প্রকৃষ্ট ব্যবধান-সাক্ষরতার প্রসার। আগের দিনে লেখাপড়ার সামর্থ্য এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জন্য সংরক্ষিত সুযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউনেস্কো ও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এই ধারাকে পরিবর্তনের জন্য পৃথিবীময় তৎপর হয়ে ওঠে। শিক্ষা বিস্তারের নানাবিধ উপায়, আনুষঙ্গিক প্রকৌশল উন্নয়ন এবং মানব হিতেবী সুযোগ-সুবিধা তাদের সে প্রচেষ্টাকে ফলবত্তী করে তোলে। ইউনেস্কোর ১৯৯৭ সনের রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী সাক্ষরতার হার ৭৭.৮%। বিগত চৌদ্দ শতাব্দীর মধ্যে এটাই সর্বোচ্চ হার। হাদীস অনুযায়ী এ প্রসঙ্গে মহানবী (সঃ)-এর অভিমত এরূপঃ

সাক্ষরতা উন্নীত হবে—যখন কেয়ামত সন্নিকট হবে।

— আহমদ দিয়া আল-সীন আল-কামুশখানাতী : হামজ আল-আহমেদ



নব্য প্রযুক্তির সাহায্যে সম্পাদিত বিবিধ প্রকল্পের মাধ্যমে আজ সাক্ষরতার হার ৮০%-এ পৌছেছে।

## নির্মাণ প্রকৌশল

### *Construction and Technology*

যে অগ্রসর প্রযুক্তির দিনে আমরা বাস করছি, তার অন্যতম স্বাক্ষর সুউচ্চ হর্ম্যাবলী। মহানবী এদের কথা উল্লেখ করেছেন :

শেষ বিচারের দিন আসবে না— যতদিন না সুউচ্চ হর্ম্যাবলী নির্মিত হয়।

— আবু হোরারু বর্ণিত

যতদিন না লোকেরা উচু উচু আঁটাগিকা নির্মাণে পরম্পরার সঙ্গে  
প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে, ততদিন গর্জত শেষ সময় আসবে না।

— বোধারী



আমাদের সমকালীন সুউচ্চ হর্ম্যাবলী নির্মাণ প্রযুক্তির উৎকর্ষের পরিচায়ক। চৌক শতাব্দী আগে  
মহানবী (সঃ) এদের স্বর্বকে ভবিষ্যাদাণী করেছেন

স্থাপত্য-বিদ্যা ও প্রকৌশলের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেই বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকা নির্মাণ শুরু হয়। প্রযুক্তির উৎকর্ষ, ইস্পাতের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এবং লিফট যন্ত্রের উন্নাবন ও প্রয়োগ—আকাশচূড়ী অট্টালিকা নির্মাণের কাজ তুরান্বিত করে। গগণচূড়ী অট্টালিকা বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর স্থাপত্যের গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং আজকের দিনের সম্মান ও স্বীকৃতির দাবিদার। হাদীসের কথন সত্য বচনে পরিণত হয়েছেঃ লোকেরা উচু দালান গড়ার কাজে পরম্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে এবং বিভিন্ন জাতি উচ্চ থেকে উচ্চতর হর্ম্য রচনায় পরম্পরের সঙ্গে প্রতিপন্থিতায় নামছে।

## যানবাহন প্রযুক্তি

### Transportation Technology

ইতিহাসের প্রারম্ভ থেকেই যে কোন জাতির বিস্ত, শক্তি ও যানবাহন ব্যবস্থার মধ্যে সরাসরি সম্পৃক্ততা লক্ষ্য করা গিয়েছে। যে সমাজ কার্যকর যানবাহন ব্যবস্থা স্থাপনে সক্ষম হয়েছে, তারা নিজেদের উন্নতি ত্বরান্বিত করতে পেরেছে।

শেষ সময়ে যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মহানবী (সঃ) বলেন ৪

কেয়ামতের আগমন হবে না যতদিন না সময় দ্রুত অতিক্রান্ত হয়।

— বোখারী

দূর-দূরান্ত অঞ্চল সময়ে সফর করা হবে।

— আহমদ, মাসনদ

উপরোক্ত হাদীসস্বর্যের অন্তর্নিহিত বার্তা বেশ কৌতুহলপূর্ণ। কেয়ামতের আগে নব নব উন্নতিপূর্ণ যানবাহনের সহায়তায় অনেক দূর পথ অতি অল্প সময়ে অতিক্রম করা যাবে। আমাদের সময়ে দ্রুতগামী বিমান, রেলগাড়ী ও অন্যবিধি শক্তে আমরা এত দুর্দল পথ পাঢ়ি দিই, যা পার হতে আগের দিনে মাসের পর মাস লেগে যেত এবং সেসব সফরের তুলনায় আজকের ভ্রমণ কত না আরামপন্দ ও নিরাপদ। হাদীসে বর্ণিত নিদর্শন অঙ্করে অঙ্করে প্রতিফলিত হচ্ছে।





বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তি অভিশয় উৎকর্ষ লাভ করেছে। বিশেষ করে যানবাহনে স্থাপত্য এবং প্রকৌশল উন্নয়নায় অঙ্গৃতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

কোরআনে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিভূত, উন্নত যানবাহনের বর্ণনা একপঃ

এবং আরোহণ ও ঝাঁকজমকের জন্য ঘোড়া, খচর ও গাধা। তদুপরি  
তিনি এমন সব বস্তু সৃষ্টি করেছেন যাদের সবক্ষে তোমরা জান না।

— সুরা আল-মাহল : ৮

এ স্থলে আমরা “সময় দ্রুত অতিক্রান্ত হবে”-এই উদ্ভৃত বাক্যাংশটির পর্যালোচনা করতে পারি। মহানবী যেমন বলেছেন, পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় শেষ সময়ে কাজকর্ম দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হবে। বস্তুতপক্ষে, বিজ্ঞানের অগ্রগতি দ্রুতগতিতে কার্যসম্পাদন এবং অধিকতর সম্মোহজনক ফলাফলের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্য একটি হাদীস এই সত্যকে আরও নিশ্চিত করেছে :

**সময় সংকুচিত হবার আগে কেয়ামত আসবে না : বছরকে মনে হবে  
মাসের মত, মাস হবে সপ্তাহের মত, সপ্তাহ দিনের মত, দিন ঘন্টার মত  
এবং ঘন্টাকে মনে হবে একটা স্থুলিঙ্গের মত।**

— তিরমিজি

New Robot Could Aid Surgeons

Invention Looks to Award for MIT Graduate Student

By Michael J. Hildreth

BBC News

Pub. 11 — Michael Hildreth is the kind of geeky student you'd expect to find hanging around MIT. But he's not the kind of geeky student you'd expect to find inventing a robot that could revolutionize orthopaedic surgery.

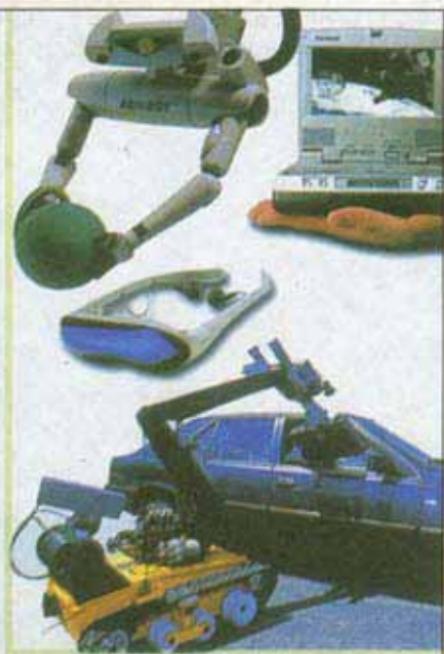
Dr. Hildreth thought nothing of building a robot to help him perform his hip replacements.

**Robot could be answer of the future**

Japan's first robot hospital will open next year, while robots such as nurses within hospitals, or help to care for those suffering from natural disasters.

The Japanese government is actively investing in setting up a robotics industry, in a move that could speed up the development of medical robots such as robots that can serve and entertain people, or carry out dangerous tasks.

The Ministry of Economy, Trade and Industry announced on Tuesday that it is to invest \$1.5 billion over five years to develop the robot industry within Japan. It believes that robotics is set to become one of the leading industries in Japan and hopes that the project — code-named "Robot Challenge in the 21st Century" — will help Japan to realize a world leader in



কিছু প্রযুক্তি সমূহ যজ্ঞপাতি যাদের সাহায্যে স্বল্প সময়ে আজ বিবিধ কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক যোগাযোগের উদাহরণ নেয়া যাক। আগে যে কাজটি করতে কয়েক সপ্তাহ লাগতো, এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে কয়েক সেকেন্ডে সে কাজ হচ্ছে। মরুপথে কারাভা মারফতে যে মালামাল পৌছতে আগে মাসের পর মাস লেগে যেত, এখন তা বলতে গেলে চোখের পলকে পৌছে যাচ্ছে। কয়েক শতাব্দী আগে মাত্র একখনো বই লিখতে যে সময় লাগত, সে সময়ে এখন লক্ষ-কোটি বই প্রকাশিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন, খাদ্য প্রস্তুতকরণ, শিশুর পরিচর্যা এসব কাজে আগে কত কত সময় ব্যয় হত। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির বদলাতে এখন এগুলো অভ্যাসগত প্রাত্যহিকতার রূপ পেয়েছে।

এ ধরনের আরও বহু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সগুম শতাব্দীতে মহানবী (সঃ) যেসব নির্দশনের কথা উল্লেখ করেছেন, আজ সেসব সত্যের রূপ পরিষ্ঠ করে আমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে।

শেষ সময়ে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার সমক্ষেও হাদীসে উল্লেখ আছে [ইবন মাসুদ (রা. আ.) বর্ণিত]। যানবাহন ব্যবস্থার যুগান্তকারী উন্নতির কারণেই তা সম্ভব হয়েছে। অবস্থা এমন যে আজ পৃথিবীর প্রতিটি দেশ অন্যদেশের সাথে পরম্পর হিতৈষী বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে।

# যোগাযোগ প্রযুক্তি

## Communications Technology

মহানবী তার হাদীসের মাধ্যমে যেসব অপার রহস্যের কথা বলে গিয়েছেন, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা তার অন্যতম। তাঁর একটি বিশেষ চমকপ্রদ উক্তি :

শেষ সময় আসবে না— যতদিন না মানুষের চাবুকের  
অঞ্চলাগ তাঁর সাথে কথা বলবে।

— তিরিমিজি

হাদীসটি মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করলে এর সত্য সহজেই প্রতিভাত হবে। আমরা জানি, প্রাচীনকাল থেকে আরোহিত জন্মদের যেমন উট ও ঘোড়ার জন্য চাবুকের ব্যবহার চলে এসেছে। হাদীসটি নিরীক্ষা করলে আমরা দেখতে পাই যে, মহানবী (সঃ) একটি সুন্দর তুলনার অবতারণা করেছেন।

কাউকে এ প্রশ্ন করা যাক : কথা বলার কোন যন্ত্রটি চাবুকের আকৃতির সঙ্গে তুলনীয়? খুব সম্ভাব্য উত্তর হবে— কেন, সেল ফোন বা এমনিতরো কোন যোগাযোগ যন্ত্র।

বেতার যোগাযোগ যন্ত্রাবলী, যেমন সেল ফোন বা স্যাটেলাইট টেলিফোন, অত্যন্ত আধুনিক উন্নতি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ১৪০০ বছর আগে মহানবী (সঃ) তার ভবিষ্যজ্ঞানে এধরনের যন্ত্রাপাতির বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন।



অন্য এক হাদীসে মহানবী (সঃ) যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎকর্ষ সম্বন্ধে  
বলেন :

**কেয়ামত আসবে না - যতদিন পর্যন্ত না কোন ব্যক্তির  
নিজের কঠস্বর তারই সাথে কথা বলে।**

— মুখ্তাজুর তাফকীরাহ কুরআনী

এ হাদীসের অন্তর্নিহিত বার্তাটি অত্যন্ত সরল; নিজের কঠস্বর নিজে  
শোনা কেয়ামতের আগমনের পূর্ব লক্ষণ। নিজের কঠস্বর নিজে শোনার জন্য  
এটা অবশ্যই জরুরী যে প্রথমে সে কঠস্বর রেকর্ড হতে হবে, যাতে পরে তা  
আবার শোনা যায়। রেকর্ডিং ও তার পুনরুৎপাদন নিঃসন্দেহে বিংশ শতাব্দীর  
অবদান। এই উন্নয়ন বিজ্ঞানের অগ্রগতির এক বিশেষ ক্রান্তিলগ্ন। মিডিয়া  
শিল্পের জন্মলগ্নও এটিই। স্বর রেকর্ডিং-এর উৎকর্ষ এখন মধ্য গগণে;  
কম্প্যুটার ও লেজার প্রযুক্তির মাধ্যমে তা আরও ছড়িয়ে পড়ছে।

সংক্ষেপে, আজকের ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তিসমূহ, যেমন মাইক্রোফোন ও  
স্পীকার, কারো কঠস্বর রেকর্ড করা এবং পুনর্বার তা শ্রবণ করা সম্ভব  
করেছে। হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে।



১৪০০ বছর আগে শব্দ রেকর্ডিংকে হাদীসের ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে এভাবেঃ 'একজনের  
নিজ কঠস্বর তার সাথে কথা বলছে।' এই উক্তির মাধ্যমে প্রযুক্তির পরাকাষ্ঠা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী  
করা হয়েছে। উপরে আধুনিক প্রযুক্তির উৎকর্ষের অন্যতম স্মারক-মিউজিক সিস্টেম



গত কয়েক বছরে উন্নতিপূর্ণ যোগাযোগ যন্ত্রপাতি আমাদেরকে এই ধারনা নিতে উচ্ছব করে যে  
কেয়ামত সন্ধিকটে

কিন্তু যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত হাদীস এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। আরও  
আকর্ষণীয় নিদর্শন আছে :

সেদিনের নিদর্শন ৪ : আকাশ থেকে প্রসারিত হত সেমে  
আসবে এবং লোকেরা তা দেখবে ।

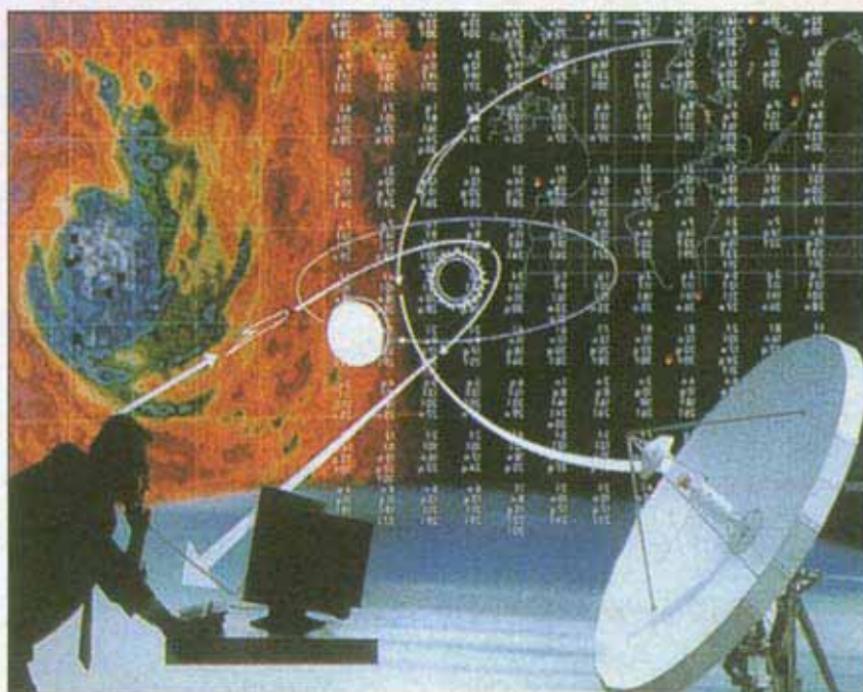
— ইনে হাজার হেবারি: আল-কুল আল-মুখতার ফি আলামাত আল-মাহী আল-মুনতার

সেদিনের লক্ষণ ৫ : আকাশ থেকে প্রসারিত হত এবং  
মানুষ শুক হয়ে তা দেখবে ।

— আলমুভারী আলহিনী ! আলবুবহান ফি আলামাত আলমাহনী আবীর আলজামান

একথা সুস্পষ্ট যে উপরোক্ত হাদীসে উদ্বৃত্ত “হস্ত” শব্দটি অলংকারিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। “মহাশূন্য থেকে একখানি হাত প্রসারিত হচ্ছে এবং লোকেরা তা’ অবলোকন করছে”-

পুরাকালের মানুষের কাছে এ ধরনের উক্তির হয়ত কোন তাৎপর্য ছিল না। কিন্তু বর্তমানকালের প্রযুক্তির আলোকে পর্যালোচনা করলে এ কথার ব্যাখ্যা একাধিকভাবে হতে পারে। টেলিভিশনের কথাই ধরা যাক, যা আজ আমাদের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। টেলিভিশনের পর্দা, ক্যামেরা ও কম্প্যুটারের সংশ্লেষণে উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা সুপরিকৃত হয়ে ওঠে। “হস্ত” শব্দটি ক্ষমতা বা বৈদ্যুতিক শক্তিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। আকাশ পথে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে ভেসে আসা ছবি। অর্থাৎ টেলিভিশনের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়ে থাকতে পারে।



উপরাহের মাধ্যমে সব ধরনের বার্তা, শব্দ ও চিত্র নিমিষেই দূর-দূরাত্মে প্রেরণ সম্ভব হচ্ছে। ১৪০০ বছর আগে মহানবী (স) এই অসাধারণ সম্ভাবনার কথা ভবিষ্যত্বাণী করেছিলেন। কেয়ামতের সমীক্ষ্যের এ-ও আর এক নির্দর্শন।

আনুসঙ্গিক অন্যান্য হানীসের বর্ণনা-ও সবিশেষ রহস্যময় ও উৎসুক্য-  
সংগ্রাহক :

এক অজ্ঞান কৃষ্ট তার নাম ধরে ডাকবে... এবং প্রাচ ও প্রতীচোর  
সব লোক তা শনবে ।

— ইন্দু হাজার খ্রীমী : আল-কুল আল-মুখতাহার কি আলামত আল-মাহনী আল-মুনতাজার  
সে আওয়াজ পৃথিবীময় ছড়িয়ে যাবে এবং প্রতিটি জনপদ নিজের  
নিজের ভাষায় তা শনবে ।

— আল-মুজাফী আল-হিনী : আল-মুরহাম কি আলামত আল-মাহনী আবির আল-জামান

রেওয়ায়েত হচ্ছে যে, গোটা পৃথিবীতে সে আওয়াজ ছড়িয়ে পড়বে এবং  
প্রতিটি কওম নিজ নিজ ভাষায় তা শনবে । স্পষ্টত, এখানে রেডিও,  
টেলিভিশন এধরনের সর্বজন প্রসারী যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে ।  
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ১৪০০ বছর আগে মহানবী (সঃ) যে সম্ভাবনার কথা  
বলে গিয়েছেন, একশ বছর আগেও তা ছিল কল্পনার অতীত ।

বিডিউজ-জামান সান্দে নূরসী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, **বিস্ময়কর হলেও সত্য**  
যে এই হানীসগুলোতে রেডিও, টেলিভিশন ও অনুকূল যোগাযোগ যন্ত্রপাতির  
কথা ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে ।

# নকল নবীদের আবির্ভাবের পর ইসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন

*The Return of Isa (as) After  
The Emergence of False Prophets*

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে বিভিন্ন সময়ে নকল নবীদের আবির্ভাব হয়েছে। সাধারণ মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে, শর্ঠতার মাধ্যমে এরা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে তৎপর হয়েছে। হাদীসেও একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে কেয়ামতের আগে ভূত নবীরা আবির্ভূত হবে।

কেয়ামত আসবে না - যতদিন পর্যন্ত না খিশ অন  
প্রতারকের আবির্ভাব ঘটে, যারা নিজেদেরকে  
আল-হর নবী বলে প্রচারণা চালাবে।  
— আবু দাউদ

এই হাদীসটি আমাদেরকে বর্তমানকালের ঘটনাবলীর কথা স্মরণ করায়। মুসলিমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে বিদ্যমান বিশ্বাসের — ইসা (আ. সা.) — এর পুনরাগমন-সুযোগ নিয়ে একাধিক প্রতারক নবৃত্য দাবি করেছে এবং মানুষের ডোগান্তি সৃষ্টি করেছে।

বিজ্ঞানের মতে, ১৯৭০ সন থেকে এই তথ্যাকথিত নবীদের প্রাদুর্ভাব শুরু হয় এবং উন্নরোপন তা বেড়েই চলেছে। এর মূল কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা দু'টি সত্য নির্ধারণ করেছেনঃ এক, কম্যুনিজ্ম-এর পতন এবং দুই, ইন্টারনেট পদ্ধতির সম্ভাব্যতা। বিষয়টির সহজতর অনুধাবনের জন্য নিম্নোক্ত উক্তিগুলো সাহায্যপ্রদ হবে :

- টেক্সাসের ওয়াকো শহরের ব্রাউন ডেভিডিয়ান অঙ্গনে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ডেভিড কোরেশ ও কমপক্ষে তার ৭৪ জন অনুসারীর প্রাণবিয়োগ হয়।<sup>১</sup>
- গত সপ্তাহে সুইজারল্যান্ডের দুই স্থানে ও কানাডার এক স্থানে জুরেট-এর ৫৩ জন শিশ্য ও তাদের শিশু সন্তানেরা মৃত্যবরণ করে। দুই দেশের পুলিশ বাহিনীই নির্ণয় করার চেষ্টা করছে—এই ঘটনাগুলো কি গণহত্যা, না গণ-আত্মহত্যা, নাকি এই দু'য়ের সংমিশ্রণ।<sup>২</sup>



কেন্দ্রামতী বেঙ্গল কেবেশ  
ও কাঁচ ধূঢ়িয়াম অঞ্চল (জামে)



সনা নিংথ পরিবারের মুনী (Moonie) সভাপতিনো  
বাহিনীর সন মিয় (Sun Myung) এর অনুষ্ঠানে



পর্যোগিত নদীদের অমৃতা পালন করে  
আক্ষোণ্ণিত দেহ হাতাপি হাতাপি দানুষ।  
উপরের হাতাপি দেখা দাই উপাত্ত  
একটি পদক্ষেপ, আর জানের বর্ণিত  
বিপ্লবেসনের (Jim Jones)  
অনুমতীন্বেদন দেহাবশেষ

পর্যোগিতার শাখা বিসর্জন দিয়েছিল তারা। আমদের সমকালেও অনেক অনেক ক্ষেত্র নদীর অক্ষুন্ন ঘটনার। তারা একত্বেই  
নিজেকে নদীর বলে ঘোষণা করে। এই দে একের পর এক অন্যেরী আলামতের অল্লামাততলি প্রকটিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে  
চিনার দেয়াক রয়েছে চিনালীন পরিষি মাদুসের জন্ম।

- ইউনিফিকেশন চার্টের প্রতিষ্ঠাতা সান মিউৎ মুন প্রচার করে যে সে-ই দ্বিতীয় আগমনে আগত ঈসা (আ.) এবং তার পরিবারই ইতিহাসের প্রথম খান্দানী পরিবার।... ইউনিফিকেশন চার্ট ১৯৫৪ সনে মুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। সে দাবি করে যে ১৯৩৬ সনে, তার ১৬ বছর বয়সকালে, উত্তর-পশ্চিম কোরিয়ার পার্বত্য সানুদেশে ঈসা (আ.) তার সামনে আবির্ভূত হন এবং তাকে এই সুসংবাদ দেন যে, আল্লাহ তাকেই (মুনকে) ধরাপৃষ্ঠে স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠার মহান কর্তব্যের জন্য মনোনীত করেছেন।<sup>১১</sup>
- ধর্মান্বক্তার বীভৎস প্রমাণ ... উগান্ডায় প্রায় এক হাজার শিখের জীবনলীলা সঙ্গ। আরও নতুন কবরের সঞ্চান পাওয়া গিয়েছে।
- আধুনিক ইতিহাসের জগন্যাতম এই গণ-আত্মহত্যার খবরে পুরো পৃথিবী শিউরে ওঠে। এক ধর্মগোষ্ঠীর নয় শতাধিক লোকের লাশ দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে একত্র সন্নিবেশিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এরা সকলেই ছিল সান ফ্রানসিসকোর পিপলস্ টেম্পল চার্টের নেতা রেভারেন্ড জিম জোনসের অনুসারী।<sup>১২</sup>

পবিত্র কোরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা ভূত নবীদের প্রাদুর্ভাব সম্বক্ষে ইঙ্গিত দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে :

আল্লাহর বিরুদ্ধে বারা মিথ্যা উত্থাবন করে, তাদের চেয়ে অধিকতর অন্যায়কারী আর কে হতে পারে? তারা আল্লাহর নিমর্ণনসমূহকে অস্বীকার করে অথবা বলে, 'আমার প্রতি এটা নাযিল হয়েছে', যখন তার প্রতি কিছুই নাযিল হয়নি। অথবা কেউ বলে, 'আল্লাহ আমার প্রতি যা নাযিল করেছেন, আমি তাই প্রচার করব।' যদি তুমি এসব অন্যায়কারীদের মৃত্যুর কবলে দেখতে পেতে, যখন ফেরেশতারা তাদের হাত প্রসারিত করবে এবং বলবে,

বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাপী মুন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সান মিউৎ (উপরে) স্বঘোষিত ঈসা (আঃ) বা মুক্তিদাতাদের আজ্ঞানুবর্তিতায় হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করছে। উপরে, উগান্ডার একটি গণকবর। ডাইনে, জিম জোনসের অনুসারীরা, যারা গণ-আত্মহত্যা করেছে।

অধুনা বেশ কিছু ভদ্রনবীর প্রাদুর্ভাব হয়েছে। একের পর এক, তারা সকলেই নিজেকে ঈসা (আঃ) বলে দাবি করছে। ক্রমান্বয়ে ঘটমান কেয়ামতের এই আলামতগুলো সকলের চিন্তার কারণ হওয়া উচিত।

“আত্মসমর্পণ কর। আল-ই সবকে অসত্য বলার জন্য এবং তার নির্দর্শন সম্পর্কে উজ্জ্বল্য প্রকাশের জন্য আজ অবমাননাকর শান্তি দিয়ে তোমাদের অপদত্ত করা হবে।”

— সূরা আল-আলাম ১৩

বাস্তবিকপক্ষে, এসব লোকেরা তাদের অলীক রটনার জন্য নিশ্চিতরপে যথেচ্ছিত শান্তি পাবে এবং নিঃসন্দেহে এমন একটা সময় আসবে যখন এসব কপট নবীরা অপসারিত হবে। মহানবী ঘোষণা দিয়েছেন, ভড় প্রতারকদের অপসাগের পরেই ইসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন ঘটবে।

ইসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে কোরআনের উকৃতির কথা আগেই বলা হয়েছে। মুসলমান ও খ্রিস্টীয় সমাজ তার পুনরাগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। মহানবীর বেশ কয়েকটি হাদীসে ইসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন সবকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইসলামী গবেষক শওকানী এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা ২৯ বলে উল্লেখ করেন এবং সন্নিবিষ্ট জ্ঞাতব্যসমূহকে নির্ভেজাল সত্য বলে দাবি করেন।

এই হাদীসসমূহের পথ ধরে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য আমাদের কাছে পৌছায়ঃ শেষ সময়ের দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন ঘটবে এবং তা শেষ বিচার দিনের আগমনী ঘোষণা করবে। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ প্রণিধানযোগ্যঃ

যতদিন না তোমরা মরিয়মপুত্র ইসার (আঃ) অবতরণ  
অবশ্যে করবে, ততদিনে কেয়ামত আসবে না।

— মুসলিম

আমার আজ্ঞা যার আয়ত্তাধীন সেই আল-ইর শপথ করে বলছি,  
মরিয়ম (আঃ)-এর পুত্র ইসা (আঃ) শীঘ্ৰই একজন ন্যায়বান  
শাসক হিসেবে তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন।

— বোখারী

শেষ সময় আসবে না যতদিন পর্যন্ত না মরিয়ম (আঃ) পুত্র ইসা (আঃ)  
একজন ন্যায়নিষ্ঠ শাসক হিসেবে তোমাদের মাঝে অবতরণ করেন।

— বোখারী

প্রত্যাবর্তনের পর ইসা (আঃ) কী কার্যধারা অবলম্বন করবেন, সে প্রসঙ্গে  
মহানবী (সঃ) বলেন :

**পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পর ইসা (আঃ) তার মৃত্যু পর্যন্ত  
চলিশ বছর কাল উজ্জ্বাল করবেন।**

— আবু দাউদ

অবতরণের পর মরিয়ম (আঃ) পুত্র ইসা (আঃ) আল্লাহর  
কেতাব ও আমার এন্দর্শিত পথ অনুসরণে চলিশ বছর  
রাজত্ব করে ইস্তেকাল করবেন।  
— আল-বুরাকী আল-হিসী : আল-বুরাক ফি আলামত আল-মাহদী আবীর আল-বাজান

মরিয়ম (আঃ) পুত্র ইসা (আঃ) একজন ন্যায় বিচারক ও উপচিত  
শাসক হবেন; তিনি ক্রস্টিহকে ভেঙে পুড়িয়ে ফেলবেন  
এবং শূকরকে হত্যা করবেন। ... কলসীতে রাখা পানির মত  
পৃথিবী শান্তিপূর্ণ হবে। সমস্ত পৃথিবী একই ধর্ম অনুসরণ করবে।  
আল্লাহ ছাড়া আর কাকে উপাসনার প্রচলন থাকবে না।

— ইবনে মাঝাহ

কেয়ামত আসবে নট যতদিন পর্যন্ত না মরিয়ম (আঃ) পুত্র ইসা (আঃ)  
তোমাদের মাঝে একজন ন্যায়বান শাসক হিসেবে অবর্তীর্ণ হল। তিনি  
ক্রস্টিহকে ভেঙে ফেলবেন, শূকর বধ করবেন ....

— বৌখারী

সুতরাং ইসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের পর ভূল তত্ত্বসমূহ, যেমন ত্রিভূবাদ,  
ক্রস ও যাজকতত্ত্ব লোপ পাবে; অবৈধ কার্যকলাপ, যেমন শূকরের মাংস  
ভক্ষণ বন্ধ হবে; খ্রিস্টীয় সমাজ বর্তমান ধর্মদ্রোহী অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাবে  
এবং বিশ্বাসীরা কোরআনের আলোকে সত্য ধর্মের ছত্র-ছায়ায় তাদের জীবন  
পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।

এ স্থলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের বিবেচনা করা প্রয়োজন। কোরআন  
ও হাদীস অনুসারে, ইসা (আঃ) যে কেয়ামতের আগে আবার দুনিয়াতে  
প্রত্যাবর্তন করবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজকাল কিছু মুসলমানদের

মধ্যে নিদর্শনসমূহকে অগ্রাহ্য করার প্রবণতা দেখা যায়; তারা ধারণা করেন যে, রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর পরে পরেই ইস্লাম (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন ঘটবে। যারা এমন ধারা চিন্তা করেন, তাদের উচিত হবে প্রাসঙ্গিক আয়াত ও হাদীসসমূহকে সংক্ষারমুক্ত মনে এবং যৌক্তিক নিষ্ঠার সাথে পর্যালোচনা করা। দ্বিতীয়ত, মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশেষ নবী ইস্লাম (আঃ) যখন পুনরাগমন করবেন, তখন তিনি কোন নতুন ধর্ম নিয়ে আসবেন না; বরঞ্চ কোরআনের আলোকে রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মেরই অনুবর্তী হবেন।

বিশিষ্ট ইসলামী বিশেষজ্ঞ ইমাম রাক্কানী বলেন : “ইস্লাম (আঃ) আসমান থেকে অবতরণ করবেন এবং মুহাম্মদ (সঃ)-এর তরিকা অনুসরণ করবেন।”

— ইমাম-ই-রাক্কানী : লেটারস্ অব রাক্কানী, ২য় খন্ড, পত্র নম্বর ৬৭

ইমাম নাওয়াভী বলেন, “.... তিনি ইস্লাম (আঃ) আসবেন এবং মুহাম্মদ (সঃ)-এর পথের অনুসারী হবেন।”

— আল-কুশল আল-মুখতাজ্জার ফি আলামত আল-মুহাম্মদী আল-মুনতাজ্জার এ প্রসঙ্গে কাজী আইয়াদ বলেন, “ইস্লামের অনুশাসন অনুযায়ী রাজত্ব করবেন এবং তার অনুবর্তীরা যে সকল আচরণ পরিত্যাগ করেছে, সেগুলোর পুনঃপ্রবর্তন করবেন।”

গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ইসলাম বিশ্বারদ বদিউজ্জামান সাইদ নূরসী তার রিসাল-এ নূর কালেকশন গ্রন্থে এ সম্পর্কে কিছু চমকপ্রদ সত্যের উন্মোচন করেন। তার বিশেষণ অনুযায়ী : “শেষ সময়ে ইস্লাম (আঃ) সশ্রীরে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং প্রচলিত বিধর্মী, বন্ধুকেন্দ্রিক, প্রকৃতিধর্মী মতবাদের বিরোধিতা ও খনন করবেন। তার নেতৃত্বে খ্রিস্টীয় ও মুসলিম শক্তি সম্পর্কিত হবে এবং শক্তিমন্মত ধর্মদ্রোহী শক্তিশলো নিশ্চিহ্ন হবে। খ্রীস্টধর্ম ভাস্ত ধারণা, ধর্ম বিরোধী আচরণ ও অতিকথা থেকে পরিষ্কৃত হবে এবং কোরআনের অনুশাসনের অনুবর্তী হবে।” বদিউজ্জামান বলেন যে এ ঘোষণা দেয়ার সময়ে মহানবী (সঃ) আল্লাহর ওহির ওপর নির্ভর করেছেন; সুতরাং ঘটনা পরম্পর এভাবে ঘটবেই।<sup>১২</sup>

এ প্রসঙ্গে একটি গুরুতর প্রশ্ন আমাদের মনে উঠতে পারে : ইস্লাম (আঃ)-কে চেনা যাবে কিভাবে? অতি অবশ্যই কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী নবীদের মধ্য পরিষ্কৃত সকল চিহ্নই তার মাঝে মওজুদ থাকবে। অধিকস্তুতি, তিনি আরও একটি অতিরিক্ত নিদর্শন নিয়ে আসবেন। তার আগমনকালে এমন কেউই উপস্থিত থাকবে না যারা তাঁকে আগে দেখেছে। সুতরাং কেউই তার শারীরিক গঠন, চেহারা বা কঠিস্পর থেকে তাঁকে চিনতে পারবে না। কেউ বলতে পারবে না যে, সে তাঁকে আগে থেকেই চিনে বা অমুক সময়ে অমুক জায়গায় তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর পরিবার বা আত্মীয়-

পরিজনদেরকেও কেউ চিনবে না। যারা তাঁকে চিনত, ২০০০ বছর আগে তাদের সকলেরই এন্টেকাল হয়েছে। মরিয়ম (আঃ), জাকারিয়া (আঃ), তাঁর শিষ্যরা— যারা তার সঙ্গে স্বল্প সময় কাটিয়েছেন এবং যাদের কাছে তিনি আল্লাহর ওহী প্রচার করেছেন, তারা সকলেই গত হয়েছেন। ইসা (আঃ)-এর জন্য, শৈশব, যৌবন বা প্রাণবয়স্ক অবস্থার কথা যারা জানত, তার হিতীয় আগমনের সময়ে তারা কেউই থাকবে না; কেউই তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানবে না।

এ পৃষ্ঠকের প্রারম্ভেই বাখ্য করা হয়েছে যে, আল্লাহর উচ্চারিত 'হয়ে যাও' আদেশের প্রতিপালনে বিনা পিতায় ইসা (আঃ) পৃথিবীতে আসেন। স্পষ্টত, এত শতাব্দী পরে তার কোন জীবিত আত্মায় থাকার কথা নয়। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ আদম (আঃ)-এর সঙ্গে ইসা (আঃ)-এর তুলনা করেন :

**আল্লাহর সৃষ্টিতে ইসা (আঃ) আদমেরই অনুরূপ। তাকে তিনি মৃত্তিকা থেকে  
সৃষ্টি করলেন ও বললেন, 'হয়ে যাও!' এবং তিনি হয়ে গেলেন।**

— সুরাহ আলে-ইমরান : ৫৯

এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ বললেন 'হয়ে যাও', এবং আদম (আঃ) পয়দা হয়ে গেলেন। ইসা (আঃ)-ও অনুরূপভাবে সেই একই আদেশে পয়দা হলেন। আদম (আঃ)-এর কোন পিতামাতা ছিল না; ইসা (আঃ) একমাত্র মায়ের মাধ্যমেই দুনিয়ায় এলেন। কিন্তু হিতীয়বার তিনি যখন ধরায় আসবেন, তখন তার মা বেঁচে থাকবেন না।

সুতরাং বিভিন্ন সময়ে ভক্তবীদের দ্বারা সৃষ্টি প্রমাদ সর্বাত্মক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে সক্ষম হবে না। ইসা (আঃ) যখন পৃথিবীতে আসবেন, তখন তার প্রকৃত পরিচিতি সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে না। কেউ কোন কারণ দেখিয়ে সন্দেহ করতে পারবে না যে, তিনিই ইসান। একটি বিশেষ গুণ তাকে অন্য স্বার থেকে আলাদা করে রাখবে - সমস্ত বিশের কোন ব্যক্তিই তাকে চিনতে পারবেন না এবং এই একই গুণটিই হবে তার পরিচিতির প্রকৃষ্টতম প্রমাণ।

পরিশেষে, উপস্থাপিত উপাসনামূহ ইসা (আঃ)-এর আগমনী সংকেতে ও তার তৎকালীন কার্যকলাপ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা প্রদানে বিশেষ সহায়ক। সেই সৌভাগ্যশালী মহান ব্যক্তিত্বের কাঞ্চিত আগমনের জন্য আমাদের সর্বান্তকরণে প্রস্তুত থাকা উচিত।

## স্বর্ণযুগ

### The Golden Age

আল্লাহর রাসূল (সঃ) স্বর্ণযুগের বিভিন্ন বিশেষত্ব বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। এগুলোই বিচারদিনের নির্দর্শন। ইসলামী চিন্তাবিদদের প্রাঞ্চিল বর্ণনায় এই সময়টিকে স্বর্ণযুগ বলা হয়। হাদীসের বিবরণ থেকে একথা সুম্পষ্ট যে, শেষ সময়ের দ্বিতীয় পর্যায়টিই স্বর্ণযুগ।

এই সময়কার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য - ধনবৌলতের প্রাচুর্য। সম্পদের আধিক্যকে স্বর্ণযুগের বিশেষ আকর্ষণ বলে হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে :

**আমার অনুসারীরা এর আগে আর কখনো এমন সুখের ভোগ করেনি।**

— ইবনে মাজাহ

**আমার কওমের ভাল-মন্দ সবাই এত সম্পদশালী হবে,  
যা এর আগে আর কখনও হয়নি।**

— আল-মুজাফী আল-হিন্দী। আল-কুরান কি আলামত আল-মাহনী আবির আল-যামান

**এ সময়ে পৃথিবীর সম্পদ উপচে পড়বে ....**

— ইবনু হাজার হেখামী। আল-কুল আল-মুখতাহর কি আলামত আল মাহনী আল-মুজাফার

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, উদ্বেগ-উৎকর্ষ ও কষ্টক্রেশ মিটে যাবে; কারোই কোন অভাব-অভিযোগ থাকবে না। এমনকি ভিক্ষা দেয়ার জন্যও কোন লোক পাওয়া যাবে না :

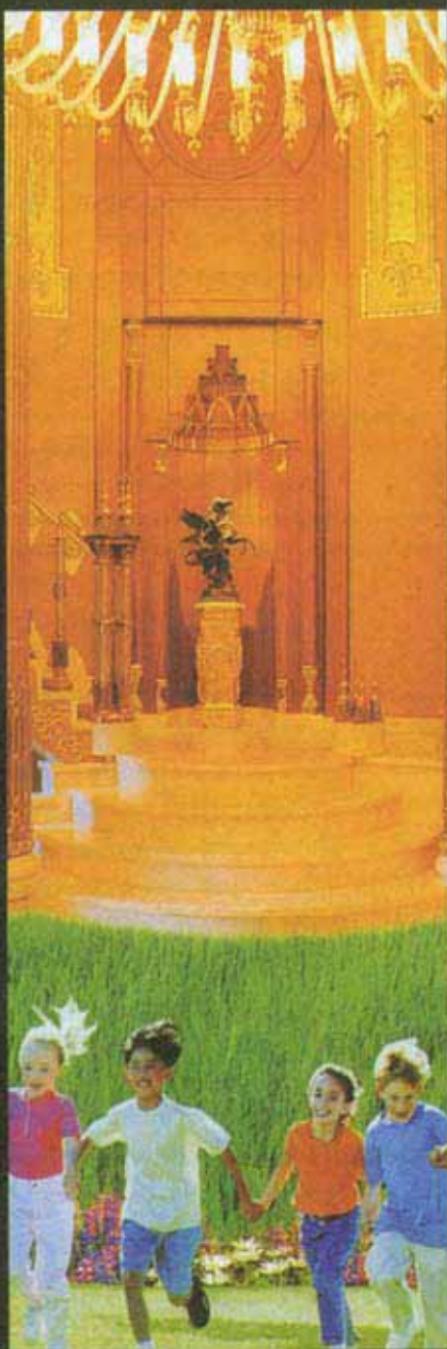
**মান ধ্য়ানত কর। এমন একমিন আসবে যখন লোকেরা তিক্ষা দেয়ার জন্য ছান  
থেকে ছানাঞ্চরে ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু তিক্ষা নেয়ার লোক খুঁজে পাবে না।**

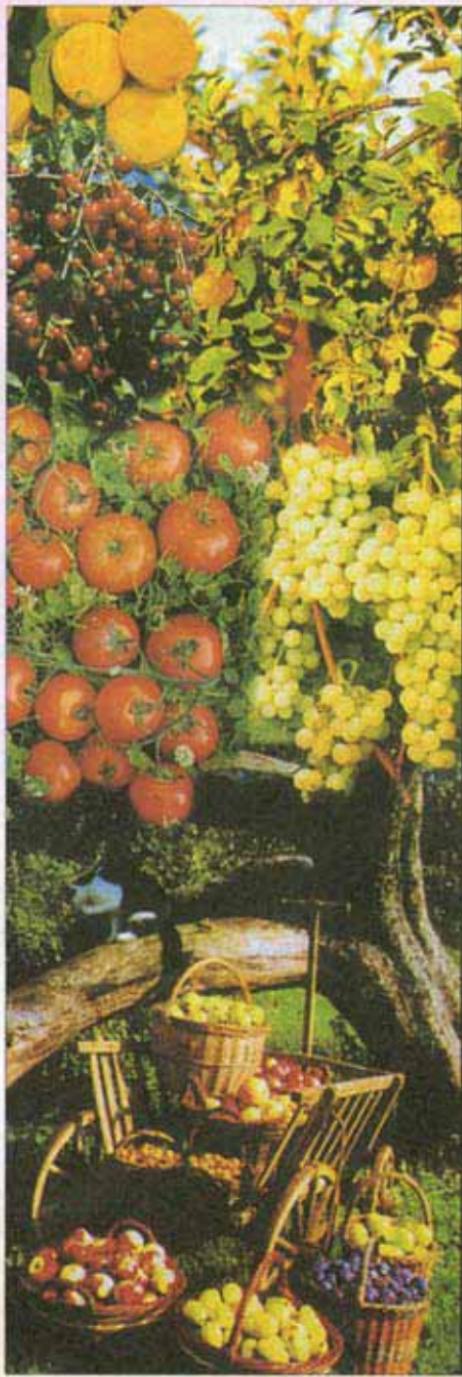
— বোখারী

**সম্পদ অঙ্গে হবে এবং পানির মত বয়ে বেড়াবে;  
কিন্তু তা তুলে নিতে কেউ উকাহী হবে না।**

— আল-হালিমী

বাস্তুগুণাদ (সং) তার হাদীসসমূহে ইর্শাদ  
করেছেন যে, আখেরো জাগনা দুই পর্বে  
বিভক্ত হবে এবং বিভিন্ন পর্বটিই হবে  
নজীরবিহান ও শুশুলী। এই পর্বের প্রথম  
প্রতিম বৈশ্বাসসমূহের জন্য ইসলামী  
পদ্ধতিবর্গ একে অভিহিত করেছেন  
“শুশুল” বলে





থেরিয়ে সর্বজ্ঞানে কোরআনের  
অনুশাসন সর্ব নবেলা হলে।  
কোরআনে বর্ণিত বেহেশতের অনুকপ  
সর্বত্র প্রচুর, অশান্ত, সম্পন্ন ও  
গৌরব বিভাজ করবে। হানীসে বলা  
হয়েছে, এ সময়ে ভিক্ষা নেয়ার জন্য  
কেনা দরিদ্র লোক পাওয়া যাবে না



স্বর্ণযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে—সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা।  
 দুষ্টিজ্ঞ, সংঘাত ও অবিচারকে হটিয়ে দিয়ে আইন ও বিচারের  
 শাসন বিরাজ করবে। হাদীস বলছে, “পৃথিবী হবে  
 সুবিচারের আবাসস্থল, নির্বাসিত হবে অত্যাচার ও নৃশংসতা।”  
 — আহমদ নিয়া আল-মীন আল-কামুশখানাতী : রাম্য আল-আহমেদ

এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হবে অন্তর্শস্ত্রের নীরবতা, বৈরীতার অবসান, সংঘাত ও অসন্তানের অনুপস্থিতি, সর্বজ্ঞাতির মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা। যুক্ত-বিগ্নে অপচিত ধন-সম্পদ তখন খাদ্য, স্বাস্থ্য, প্রবৃক্ষ, কৃষি প্রভৃতি কার্যে বিশ্ব জনসমাজের ইতার্থে ব্যয়িত হবে।

আরেক হাদীসের মাধ্যমে মহানবী (সঃ) উল্লেখ করেছেন যে, শেষ সময় দুই ভাগে বিভক্ত হবে এবং শেষাশে অভূতপূর্ব সম্পদের প্রাচৰ্য হবে। এর স্বর্গীয় ভাবাবেগের জন্য ইসলামী বিশ্বেষজ্ঞরা এই সময়কে স্বর্ণযুগ নাম দিয়েছেন।

সংক্ষেপে, স্বর্ণযুগ হবে প্রাচৰ্য, জনহিত, শান্তি, সুখ, ঐশ্বর্য ও আয়াসের সময়। এ সময়ে চিকিৎসা শাস্ত্র, যোগাযোগ, উৎপাদন, যানবাহন ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এমন সব উৎকর্ষ সাধিত হবে যা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও হয়নি। বিশ্বমানব কোরআনের অনুশাসনের আলোকে জীবন পরিচালনা করবে।

## স্বর্ণযুগের পরে

### *After the Golden Age*

কোরআনে উক্ত পয়গম্বরদের কাহিনী অনুধাবন করলে আমরা একটি কালজয়ী আসমানী নিয়মের মুখোমুখী হইঃ যেসব সমাজ আল্লাহর নবীকে অস্তীকার করেছে এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তারা ধৰ্মস হয়ে গিয়েছে; পক্ষান্তরে, যারা হাঁটচিত্তে তাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে অনুসরণ করেছে, তারা বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি লাভ করেছে। সব সত্য ধর্মেরই এই রীতি। পয়গম্বরদের তিরোধানের পরে কোন কোন সমাজ সত্য ধর্মকে পরিহার করে শিরকের পাপে জড়িয়ে পড়ে। সংঘাত ও হানাহানি শুরু হয়। বন্ধুত্ব এভাবে তারা নিজ হাতে তাদের নিজেদের ধৰ্মস ডেকে আনে।

এই নিয়ম শেষ সময়েও কার্যকরী হবে। মহানবী (সঃ) বলে গিয়েছেন যে, স্বর্ণযুগের শেষে, ঈসা (আঃ)-এর ওফাতের পরে কেয়ামত আসবে :

**তার (ঈসা) পরে শেষ বিচারের দিন কর্যেক মূর্তি সময়ের ব্যবধান ঘাত।**

— আহমদ দিলা আল-সীন আল-কামুশখানাতীঃ রামুধ আল-আহমদীস

**তার (ঈসা) পরেই শেষ বিচারের দিন আসবে।**

— আহমদ দিলা আল-সীন আল-কামুশখানাতীঃ রামুধ আল-আহমদীস

নিচয়ই শেষ সময়ে এবং স্বর্ণযুগে মনুষ্য সমাজকে শেষবারের মত সাবধান করা হবে। বেশ কিছু হাদীসে এই সত্য তুলে ধরা হয়েছে যে এই সময়ের পরে পৃথিবীতে ভাল কোন কিছুই থাকবে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ঈসা (আঃ)-এর তিরোধানের পরে পৃথিবীর মানুষ স্বর্ণযুগের প্রাচুর্যের প্রভাবে শঠতায় ডুবে গিয়েছে এবং সত্য ধর্মকে পরিত্যাগ করেছে। আমরা ধরে নিতে পারি যে, তেমনি অবস্থায় কেয়ামত আসবে; কিন্তু প্রকৃত সত্য একমাত্র আল্লাহই জানেন।





উপসংহার  
*Conclusion*

নিশ্চিতরূপে, আল্লাহ সময় ও কালের উর্ধ্বে; কিন্তু মানুষ এই দুয়েতেই সীমাবদ্ধ। এই ভাস্তুর সত্যের অর্থ এই যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবিছিন্ন। তাঁর দৃষ্টিতে আরম্ভ ও অবসান সমসাময়িক। সৃষ্টির শুরু থেকে কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি জিনিসের সূক্ষ্মতম খুঁটিনাটি আল্লাহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সূক্ষ্মতম থেকে বৃহত্তম ঘটনাসমূহ ‘লোহ মাহফুজ’ (পুস্তকের মাতা)-এ লিপিবদ্ধ আছে।

আল্লাহ নিয়ন্ত্রিত ভাগ্যলিপিতে প্রতিটি ঘটনার সূক্ষ্মতম বিবরণ, স্থান ও কাল অনুসারে ব্যবস্থিত। কোরআনে এই সত্যটি এভাবে বর্ণিতঃ

**প্রতিটি যোগাযোগের নির্দিষ্ট সময় আছে। নিচ্যরাই যথাসময়ে  
তোমরা তা জানতে পারবে।**

— সূরা আল-আন’াস ৩ ৬৭

এই ‘সময়’ এমনি যথাযথভাবে পূর্বনির্ধারিত যে “এক-একটি ঘটনা-ও এগিয়ে আনা বা পিছিয়ে দেয়া যায় না।”

অবশ্য, শেষ দিন ও শেষ সময় কখন আসবে, তা আল্লাহর হিসেবে শেষ সেকেন্ড পর্যন্ত নির্ধারিত হয়ে আছে। বহু শতাব্দী ধরে আল্লাহর অনুগত বান্দারা গভীর উৎসাহ ও প্রত্যাশা নিয়ে শেষ দিনের নির্দর্শনসমূহ অনুধাবন করে আসছে, যেন তারা নিজেদের ভাগ্যলিপিকেই অনুসরণ করছে। কোরআনে ও হাদীসে উদ্বৃত নির্দর্শনসমূহ অবলোকন করে তারা নিজেদেরকে শেষ সময়ের প্রথম অংশের অব্যবস্থা ও উদ্বিগ্নতার জন্য প্রস্তুত করতে সচেষ্ট হয়েছে। অবশ্য স্বর্ণযুগে দিন যাপনের জন্য- ও তারা আশাবাদী হয়েছে।

আমাদের জীবন্কালেই কেয়ামতের বহু আলামত প্রকট হয়েছে। ইতিহাসের অমোগ গতিতে অদ্যকার পৃথিবী একের পর এক এমনি বহু নির্দর্শন অবলোকন করছে। মহানবীর (সঃ) ওফাতের পরে এগুলোই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এসব ঐশ্বী লক্ষণসমূহকে দেখেও না দেখা বা উপেক্ষা অথবা অবজ্ঞা করা অনুচিত।

পৃথিবীর ইতিহাসে একবিংশ শতাব্দী এক নতুন যুগের গোড়াপত্তন করতে যাচ্ছে।

আল্লাহর অঙ্গীকারসমূহ ফলবেই ফলবে। কেউ এগুলো বদলাতে বা এদের ফলাফলকে প্রতিহত করতে পারে না। অন্যান্য সব ব্যাপারের মত, এ ব্যাপারেও সবচেয়ে উপচিত ও সুন্দর উক্তি কোরআনেই স্থান পেয়েছেঃ

**বলঃ প্রশংসন মালিক আল-হ। তিনিই তোমাকে তার নির্দর্শন  
দেখাবেন এবং তৃষ্ণি সেগুলো চিনবে।**

— সূরা আল-মামল ১ ১০

## টীকা

১. বিডিউজামান সাইদ নূরসী, রিসালে-ই-নূর কালেকশন, ওয়াউস, ট্রয়েন্টি-ফোর ওয়ার্ড, থার্ড ব্রাঞ্চ, এইচথ্ প্রিসিপল।
২. ফছলুল- মাকাল ফি রেফি টিসা হাইয়েন ওয়া ন্যুলিহি ওয়া কাতলিহিদ- দেক্কাল, পৃঃ ২০।
৩. নাসা, “প্রাইমারী মিশন একমপ্রিশ্যডঃ ১৯৬৯, সায়েন্টিফিক ওয়ার্ক বিগিনস্”, এইচ টি পিঃ/ ডব্লু ডব্লু ডব্লু. এইচ কিউ. নাসা. গভ/ অফিস/ পাও/ হিটরী/ এস পি- ৪২১৪/সি এইচ ৯-৬. এইচ টি এম এল।
৪. বিডিউজামান সাইদ নূরসী, রিসালে-ই-নূর কালেকশন, দি রেজ, ফোরটিনথ্ রে।
৫. এম. এনকার্টা এনসাইক্লোপিডিয়া ২০০০, “টেররিজম”
৬. বিটানিকা এনসাইক্লোপিডিয়া ২০০০, “দি ব্রাস্ট অব ওয়ার্ল্ড ওয়ার দি সেকেন্ড”
৭. বিবিসি নিউজ অনলাইন, “দি ফাস্ট হর্সম্যানঃ এনভারমেন্টাল ডিসাস্টার”, ডিসেম্বর ১৯৯৯, এইচ টি পিঃ/নিউজ. বিবিসি. কো. ইউকে/ হাই/ ইংলিশ/ এসসি আই ই/ টেক/ নিউসিড- ৫৬৩০০০/৫৬৩১২৭. এসটিএম।
৮. ন্যাশনাল ক্লাইমেটিক ডাটা সেন্টার, “বিলিয়ন ডলার ইউ এস ওয়েদার ডিসাস্টারস”,  
অক্টোবর ২০০৩, এইচ টি পিঃ/ ডব্লু ডব্লু ডব্লু. এন সি ডি সি.এন  
ও এ এ. গভ/ ০১/ রিপোর্টস/ বিলিয়নজ. এইচ টি এম এল।
৯. এনকার্টা এনসাইক্লোপিডিয়া ২০০০, “সেন্ট্রাল আমেরিকা”
১০. টাইম ফ্রেক্যারি ৬, ১৯৯৫, “ইকনমিক আফটারশক”
১১. ইউ এস জিওলজিকাল সারভে ন্যাশনাল আর্থকোয়েক ইনফরমেশন  
সেন্টার “আর্থ কোয়েক ফ্যাট্স এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্স,” ২০০০, এইচ টি  
পি�// ডব্লু ডব্লু ডব্লু. এন ই আই সি. সি আর. ইউ এস জি এম.  
গভ / এন ই আই এস/ ই কিউ এল আই এস টি এস / ই কিউ এস  
টি এ টি এস / বুলেটিন/ ১৯৯৯/ এস টি এ টি এস. এইচ টি এম এল

১২. ইউনিসেফ, "চিলড্রেন এন্ড প্যার্টি'স কি ফ্যান্টস", ২০০০ (এইচ টি টি পিঃ/ ডরু ডরু ডরু. ইউনিসেফ/ অরগ/ কোপেনহাগেন ৫/ ফ্যান্টশীট্স্ এইচ টি এম)
১৩. ম্যানুফ্যাকচারিং ডিসেন্ট, "ওয়ার্ল্ড স্ট্যাটিস্টিকস্- দি রিচ এন্ড দি পুওর," ১৯৯৯ এইচ টি টি পিঃ// ডরু ডরু ডরু. রিগ্যান. কম/ হটটপিকস. মেইন/ হটমাইক/ ডকুমেন্টস- ৮-১৩-১৯৯৯.৬ এইচ টি এম এল.
১৪. ইউনিসেফ, "চিলড্রেন এন্ড প্যার্টি'স কি ফ্যান্টস্," ২০০০, এইচ টি টি পিঃ ডরু ডরু ডরু. ইউনিসেফ. অরগ/ কোপেন হেগেনড/ফ্যান্টশীট্স্. এইচ টি এম।
১৫. ফাও, 'দি স্টেট অফ ফুড ইনসিকিউরিটি ইন দি ওয়ার্ল্ড,' ২০০০, এইচ টি টি পিঃ ডরু ডরু ডরু. ফাও. অরগ / ফোকাস / ই / এস ও এফ ০০১-ই. এইচ টি এম.
১৬. হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ১৯৯৮, ইউনাইটেড নেশন্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, নিউ ইয়র্ক, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ ডরু ডরু ডরু ওয়ান ওয়ার্ল্ড অরগ/এন আই/ ইস্যু ৩১০/ ফ্যান্টস্ এইচ টি এম.
১৭. ম্যানুফ্যাকচারিং ডিসেন্ট, "ওয়ার্ল্ড স্ট্যাটিস্টিকস্-রিছ এন্ড পুওর," ১৯৯৯, এইচ টি টি পিঃ / ডরু ডরু ডরু. রিগ্যান. কম/ হট ট পিক্স্ মেইন/ হট মাইক/ ডকুমেন্ট- ৮.১৩-১৯৯৯. ৬. এইচ টি এম এল
১৮. ডরু এইচ ও, "ইয়ং পিপল্ এন্ড সেক্সুয়ালি ট্রাসমিটেড ডিজিজেজ," ফ্যান্ট শীট নং ১৮৬, ডিসেম্বর ১৯৯৭, এইচ টি টি পি : // ডরু ডরু ডরু- ডরু এইচ ও. আইন এন টি/আই এন এফ-এফ এস/ই এন/ফ্যান্ট ১৮৬ এইচ টি এম এল
১৯. ডরু এইচ ও, "রিপোর্ট অন দি গ্লোবাল এইচ আই ডি/ এ আই ডি এস এপিডেমিক," জুন ২০০০, এইচ টি টি পি / ডরু ডরু. ডরু. ইউ এন এইডস্ অরগ/ এপিডেমিক-আপডেট/ রিপোর্ট/ ই পি আই রিপোর্ট. এইচ টি এম # এ আই ডি এস
২০. প্রাণক্ষণ
২১. ইউনাইটেড নেশন্স অফিস ফর ড্রাগ কন্ট্রোল এন্ড ত্রাইম প্রিভেনশন, গ্লোবাল রিপোর্ট অন ত্রাইম এন্ড জাস্টিস্ ১৯৯৯, এইচ টি টি পিঃ// ডরু ডরু ডরু. ইউ এন সি জে আই এন. আরগ/ স্পেশাল/ গ্লোবাল রিপোর্ট. এইচ টি এম এল

২২. এম এনকার্ট এন সাইক্লোপিডিয়া ২০০০, “এইজিং”
২৩. ইউনাইটেড নেশন্স পপুলেশন ডিভিশন, ডিপার্টমেন্ট অব ইকনমিক এন্ড সোশ্যাল এফেয়ার্স, দি এইজিং অব দি ওয়ার্ল্ড পপুলেশন, ২০০০, এইচ টি টি পিঃ // ডবু ডবু.ডবু. ইউ এন. অরগ/ই এস এ/এস ও সি ডি ই ভি/ এইজিং/ এ জি ই ডবু পি ও পি. এইচ টি এম
২৪. ইউনেসকো স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ারবুক, ১৯৯৭- ইকে-এল ই-এইচ টি টি পিঃ // ডবু ডবু ডবু. এডুকেশন এন আই সি.আই এন/ এইচ টি এম এল ডবু ই বি/ এ আর এইচ আর এন ই. এইচ টি এম
২৫. বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী, রিসালে-ই-নূর কালেকশন, দি রেজ, দি সেকেন্ড স্টেশন অব দি ফিফথ রে, সেভেনটিনথ ম্যাটার (এইচ টি টি পিঃ // ডবু ডবু ডবু. এস ও জেদ এল ই আর. কম টি আর/ আর আই এস এন ইউ আর/ রেজ/ হোয়াইট/ আর ৫ সি. এইচ টি এম)
২৬. টাইম, এপ্রিল ৭, ১৯৯৭, “দি লিওর অব দি কাল্ট্”
২৭. ব্রিটানিকা সিডি ২০০০ “ফ্রম ইয়ার ইন রিভিউ ১৯৯৩ঃ ক্রোনোলজি”
২৮. টাইম, অক্টোবর ১৭, ১৯৯৪, “ইন দি রেইন অব ফায়ার”
২৯. এই টি টি পিঃ // ডবু ডবু ডবু র্যাপিডনেট. কম/- জে বি ই আর ডি/ বি ডি এম/ এক্সপোজেজ/ মুন/ জেনেরাল এইচ টি এম
৩০. দি গার্ডিয়ান, মার্চ ২৯, ২০০০, “গ্রীম এভিডেন্স অব ওয়ারস্ট্ কাল্ট স্লুটার”
৩১. সি এন এন, “জোন্স টাউন, ১৯৭৮”, এইচ টি পিঃ // সি এন এন. কম/ স্পেশালস/ ১৯৯৯/ সেক্ষুরী/ এপিজোডস/০৮/ টাইম লাইনস/ হেড লাইনস/ ইনফোবেঞ্জেজ/ জোনসটাউন এইচ টি এম এল
৩২. বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী, রিসালে-ই-নূর কালেকশন, লেটারস।

তারা বলল, “তোমারই মহিয়া ! তুমি আমাদের যা শিখিয়েছ,  
 তার বাইরে আমাদের কোন জ্ঞান নেই !  
 তুমই সর্বজ, সর্বজ্ঞানী !”